ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 26 January, 2021 ■ আগরতলা, ২৬ জানুয়ারী ২০২১ ইং ■ ১২ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রক্কালে রাষ্ট্রপতির ভাষণে উঠে এল করোনা-জওয়ান-কিষাণ প্রসঙ্গ

নয়াদিল্লী, ২৫ জানুয়ারি।। সোমবার সন্ধ্যায় প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। এদিন তাঁর ভাষণে উঠে আসে, করোনা থেকে দেশের সীমান্ত, কৃষকদের কথাও।

এদিন রাষ্ট্রপতি বলেন, 'সিয়াচেন ও গালওয়ান উপত্যকায় মাইনাস ৫০ ডিগ্রি থেকে জয়সলমেরের ৫০ ডিগ্রির প্রচণ্ড উত্তাপেও দেশের সুরক্ষায় সতর্ক আমাদের যোদ্ধারা। খাদ্য উৎপাদনে দেশকে আত্মনির্ভর বানিয়েছেন।আমাদের কৃষকরা। করোনা আবহেও তাঁরা কাজ করেছেন। প্রত্যেক দেশবাসী আজ তাঁদের স্যালুট জানাচ্ছেন। করোনা মোকাবিলায় ভাল কাজ করেছেন আমাদের দেশের চিকিৎসক, বিজ্ঞানীরা।'।

সরাসরি নাম নিলেও, এদিন লাদাখে ভারত-চিন সীমান্ত সংঘর্ষের প্রসঙ্গ তুলে রামনাথ কোবিন্দ বলেন, দেশের সার্বভোমত্যের সঙ্গে কোনও আপস করা হবে না। দেশের নিরাপত্তায় তিন বহিনী সর্বদা প্রস্তুত।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় এবং প্রাণবন্ত গণতন্ত্রের সমস্ত নাগরিককে দেশের বাহাত্তরতম সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রাক-সন্ধ্যায় আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ আমাদের দেশে অনেক উৎসব পালন করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশের সমস্ত মানুষ দেশপ্রেমের ভাবনায় জাতীয় উৎসবগুলি উদযাপন করে থাকেনউ সাধারণতন্ত্র দিবসের জাতীয় পার্বনও আমরা জাতীয় পতাকা এবং সংবিধানের প্রতি সম্মান জানিয়ে সোৎসাহে উদযাপন করি।আজকের দিনটি দেশে ও দেশের বাইরে অবস্থানরত সমস্ত ভারতীয়দের জন্যও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আজকের দিনেই ৭১ বছর আগে আমরা ভারতের জনগণ, আমাদের অনন্য সংবিধানকে গ্রহণ, বিধিবদ্ধকরণ ও নিজেদের সমর্পণ করেছিলাম। এ কারণে এটা আমাদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশের ভবিষ্যত প্রজন্ম মহামারী মোকাবিলায় দুর্দান্ত ভূমিকা নিয়েছে ঃ মোদী

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.)।। করোনা মহামারী মোকাবিলায় দেশের ভবিষ্যত প্রজন্ম দুর্দান্ত ভূমিকা নিয়েছে। সাবান দিয়ে ২০ সেকেন্ড হাত ধোঁয়ার বিষয়টি সর্বপ্রথম শিশুরাই অনুধাবন করেছিলেন। সোমবার প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরষ্কার বিজয়ীদের সঙ্গে কথা বলার সময় এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এদিন ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরষ্কার বিজয়ীদের সঙ্গে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২০২১, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরষ্কারে পুরস্কৃত করা হয়েছে ৩২ জনকে। উদ্ভাবন, শিক্ষা, খেলাধুলা, কলা ও সংস্কৃতি, সমাজসেবা এবং সাহসিকতার ক্ষেত্রে শিশুদের ব্যতিক্রমী দক্ষতা এবং অসামান্য সাফল্যের এই পুরষ্কার দেওয়া হয়।

এদিন বক্তব্যের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরষ্কার বিজয়ীদের প্রত্যেককে অভিনন্দন। আপনাদের মতো আমিও, প্রত্যেকের সঙ্গে দেখা করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম। প্রিয় বাচ্চারা, আপনারা যে কাজ করেছেন, আপনারা যে পুরস্কার পেয়েছেন তা বিশেষ, কারণ আপনারা করোনা পরিস্থিতিতে এই সমস্ত কাজ করেছেন। কেউ খেলার জগতে দেশের নাম উজ্জ্বল করেছেন, কেউ কেউ এখন থেকেই রিসার্চ ও গবেষণা করছেন। করোনা আপনাদের সকলকে নিশ্চিতভাবে প্রভাবিত করেছে, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিকিমের নাকু লায় সংঘর্ষে জড়াল ভারত-চিন, আহত উভয় পক্ষের সেনা

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.)।। পূর্ব লাদাখের গালওয়ানে ভারত ও চিনা সেনার মধ্যে রক্তাক্ত সংঘর্ষের পর থেকেই উত্তেজনা জারি রয়েছে। এর মধ্যেই এ বার সিকিমের নাকু লা এলাকার কাছে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় হাতাহাতি, সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ল দুই দেশের বাহিনীর জওয়ানরা। ভারতীয় সেনা সূত্রের খবর, সিকিম দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছিল এক দল চিনা সেনা।

কিন্তু ভারতীয় বাহিনীর প্রবল বাধায় শেষ পর্যন্ত পিছু হঠতে বাধ্য হয় তারা। সংঘর্ষে দু'পক্ষেরই বেশ কয়েক জন আহত হয়েছেন। গত সপ্তাহের ২০ জানুয়ারির ঘটনা। ভারতীয় সেনা সূত্রের খবর, গত ২০ জানুয়ারি উত্তর সিকিম সীমান্তের নাকু লা এলাকার কাছে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা দিয়ে ভারতে ঢোকার চেষ্টা চালিয়েছিল চিনা সেনা। সেই সময় আবহাওয়া খারাপ ছিল। সেই সুযোগে ভারতের ভূখণ্ডে প্রবেশের চেষ্টা করেছিল চিনা সেনা। কিন্তু ভারতীয় বাহিনী তাদের প্রবল ভাবে বাধা দেয়। দু'পক্ষের মধ্যে সামান্য হাতাহাতি বেধে যায়। ভারতীয় সেনা সূত্রের খবর, চিনা ফৌজের অন্তত ২০ জন সদস্য ওই সংঘর্ষে আহত হয়েছে। তারা শেষ পর্যন্ত পিছু হঠতে বাধ্য হয়। জখম হয়েছেন ৪ ভারতীয় জওয়ানও। স্থানীয় কমান্ডারদের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হয়েছে।

লাদাখে সীমান্ত উত্তেজনা কমাতে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে ভারত ও চিন। চিন ও ভারতের মধ্যে কোর কমান্ডার পর্যায়ের নবম রাউন্ডের বৈঠকও হয়ে গেল। নবম রাউন্ডের বৈঠক চলেছে ১৫ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে। রবিবার বেলা এগারোটা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরার অংশ হতে পেরে আমি গর্বিত ভোটার দিবসে জানালেন রাজ্যপাল

আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.।। ত্রিপুরায় বিগত নির্বাচনগুলিতে ভোটারদের ভোটদানের হার বেড়েছে। গত বিধানসভা নির্বাচনে ৯১.৬১ শতাংশ এবং লোকসভা নির্বাচনে ৮২.২৩ শতাংশ ভোটদাতা তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। তাই, ত্রিপুরার অংশ হতে পেরে আমি গর্বিত। আজ সোমবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে একাদশ জাতীয় ভোটার দিবসের উদ্বোধন করে এ-কথা বলেন রাজ্যপাল রমেশ বৈস। এ-বছর ভোটার দিবসে মূল ভাবনা হল ভোটারদের অধিকার দেওয়া, সজাগ করা, নিরাপদ এবং ওয়াকিবহাল করা। ত্রিপুরার প্রখ্যাত জাতীয় প্যারা সুইমার সমীর বর্মন বাংলায় এবং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক ইংরেজি এবং হিন্দিতে জাতীয় ভোটার দিবসের শপথ বাক্য পাঠ করান।

এদিন বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন, আমাদের দেশ পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। আমরা গর্বিত, স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই দেশে নিয়মিত অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়ে আসছে। ভারতের নির্বাচন কমিশন আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একটি স্তম্ভের মতো। তারা যোগ্যতার সঙ্গেই দেশে অবাধ শান্তিপূর্ণ নির্বাচন পরিচালনা করছে।

রাজ্যপালের কথায়, ভারতের নির্বাচন কমিশন সামাজিক সমর্থন এবং ভোটারদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করতে চায়। রাজ্যপাল সব রাজনৈতিক দল, সংস্থা, সংগঠন এবং সচেতন নাগরিকদের কাছে আহ্বান জানান, নির্বাচনের সময় তাঁরা যেন ভোটারদের নৈতিকতার বিষয়ে উৎসাহিত করেন, অবগত করেন।

অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ইলেকশন অ্যাওয়ারনেস ক্যালেন্ডার-২০২১-এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন। তিনি প্যারা সুইমার সমীর বর্মনকে সম্মাননা প্রদান করেছেন। রাজ্যপাল এবং অতিথিগণ রাজ্যভিত্তিক ইলেকশন কুইজে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক শ্রীরাম তরণীকান্তি। স্টেট ইলেকশন কমিশনার এমএল দে, পশ্চিম ত্রিপুরার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজধানী আগরতলায় পৃথক স্থানে আগুনে পুড়ল দোকান-বাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। সোমবার সকালে রাজধানীর বটতলা হাওড়া মার্কেট এলাকায় একটি হোটেলে রান্নার সময় গ্যাস সিলিন্ডার লিক করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। অল্পেতে রক্ষা পায় হাওড়া মার্কেট এলাকা। ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় সকালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। তবে দোকান মালিকের তৎপরতায় বড়সড় অগ্নিকান্ডের হাত থেকে রক্ষা পায় গোটা এলাকা। ঘটনার খবর পেয়ে আসে দমকলের ইঞ্জিন।

দোকান মালিক প্রাণেশ দেবনাথ ও অন্যান্য কর্মীরা মিলে লিক হওয়া গ্যাস সিলিন্ডারটি পার্শবর্তী হাওড়া নদীতে ফেলে দেয়। এতে করে বড়সড় বিপত্তি হাত থেকে রক্ষা পায় গোটা এলাকা। এই ঘটনায় হোটেলে কর্মরত এক মহিলা অল্পবিস্তর আহত হন।

এদিকে রাজধানী লাগোয়া চৌরাঙ্গি এলাকায় রবিবার সন্ধ্যায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে গেল একটি হার্ডওয়ার্ডস-এর দোকান। দোকানের মালিক শঙ্কর পাল জানান রবিবার তিনি দোকানের কর্মচারীদের নিয়ে অন্যত্র গিয়েছিলেন সেখান থেকে সন্ধ্যায় তিনি দোকানে আসে। তারপর তিনি দোকান বন্ধ করে বাড়িতে চলে আসেন। বাড়িতে আসার কিছু সময় বাদে দোকানের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে রাজ্যে জোরদার করা হল নিরাপত্তা ব্যবস্থা

আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.)।। প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে ত্রিপুরায় জোরদার নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। সীমান্তে টহলদারি বাড়ানোর পাশাপাশি শহরাঞ্চলে বিভিন্ন যানবাহনে তল্লাশি করা হচ্ছে। সন্দেহ হলেই পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছে। তাতে, প্রজাতন্ত্র দিবসে ত্রিপুরায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার প্রশ্নে সমস্ত আয়োজন করেছে আরক্ষা দফতর।

প্রসঙ্গত, ২৬ জানুয়ারি ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস। ত্রিপুরায় প্রজাতন্ত্র দিবসের মূল অনুষ্ঠান হবে আসাম রাইফেলস ময়দানে। প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে যাবতীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে রাজধানীর নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানার পুলিশ সার্কিট হাউস সংলগ্ন এলাকায়

বিভিন্ন যানবাহন আটক করে তল্লাশি শুরু করেছে। রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও এ ধরনের তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে পুলিশ।

এ বিষয়ে নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক বলেন, প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যেই এ ধরনের আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যপাল। এ-বছর পুলিশ, টিএসআর, সিআরপিএফ, আসাম রাইফেলস সহ অন্যান্য বাহিনীর মোট দশটি প্লাটুন মহড়া প্রদর্শন করবে। তাঁর দাবি, যাবতীয় প্রস্তুতি ইতিমধ্যে চূড়ান্ত হয়ে গেছে।

আরক্ষা প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে আগরতলা শহর সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যানবাহনে তল্লাশি চালানো হলেও কোথা থেকে কোনও অস্ত্রশস্ত্র বা আপত্তিকর জিনিসপত্র উদ্ধার হয়নি। যানবাহনে করে যাতে কোনও ধরনের অস্ত্রশস্ত্র গোপনে পাচার করা না যেতে পারে সেজন্যই এ-ধরনের আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, জানিয়েছেন আধিকারিকটি। প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যভিত্তিক জনজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত আগরতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। জনজাতি লোক সংস্কৃতির বিকাশ এবং প্রসারের অঙ্গ হিসাবে প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরেও জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে ৭২তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে রাজ্যভিত্তিক জনজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। জেলাস্তরের প্রথম স্থানাধিকারী মোট ৮টি দল এই রাজ্যভিত্তিক জনজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এই প্রতিযোগিতায় জনজাতি লোকনৃত্য দলগুলি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছুটি

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে ২৬ জানুয়ারি মঙ্গলবার জাগরণ ও রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস এর কর্মীদের ছুটি। তাই বুধবার এই পত্রিকা প্রকাশিত হবে না।

হজাগিরি নৃত্যের জন্য রাজ্যের সত্যরাম রিয়াংকে পদ্মশ্রী খেতাব

আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি (হি. স.)।। হজাগিরি নৃত্যশিল্পী সত্যরাম রিয়াং এ-বছর ত্রিপুরা থেকে পদ্মশ্রী পুরষ্কারে মনোনীত হয়েছেন। ত্রিপুরায় জনজাতি-দের মধ্যে হজাগিরি নৃত্য খুবই জনপ্রিয়।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় শান্তিরবাজারের বাসিন্দা সত্যরাম রিয়াং। তাঁর বয়স ৮৫ বছর। হজাগিরি নৃত্যের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ওই স্কুলে তিনি তরুণদের হজাগিরি নৃত্যকলা নিয়ে শিক্ষাদান করছেন। দেশে ও বিদেশে হজাগিরি নৃত্য-কে রক্ষায় ও উন্নতির প্রশ্নে তিনি নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর এই অসামান্য অবদানের জন্য ভারত সরকার সত্যরাম রিয়াং-কে সঙ্গীত নাটক একাডেমী পুরস্কার দিয়ে ভূষিত করেছিল। ১৯৮৭-৮৮ সালে রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সত্যরাম রিয়াং ও তার দল ভারতীয় সাংস্কৃতিক দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন। রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে হজাগিরির নৃত্যশৈলী বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করেছিলো।

সম্প্রতি, ত্রিপুরা থেকে রসম বাদক থাঙ্গা ডারলং, দেবীপ্রসাদ জমাতিয়া এবং জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

হৃদরোগে মৃত শিক্ষকের দেহ নিয়ে শিক্ষা ভবনে গেল ১০৩২৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। চাকরিচ্যুত আরো এক শিক্ষকের মৃত্যু হল। মৃত শিক্ষকের নাম অজিত সূত্রধর। বাড়ি রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন নোয়ানিয়ামুড়া। সোমবার সকালে বাথরুমে গিয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হন চাকরিচ্যুত ওই শিক্ষক। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি। তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।

চাকরিচ্যুত শিক্ষক অজিত সূত্রধরের হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে আগরতলা সিটি সেন্টারের সামনে থেকে আন্দোলনরত চাকুরিচ্যুত কর্মচারীরা তার বাড়িতে ছুটে যান। সেখান থেকে মৃতদেহটি সিটি সেন্টারের সামনে আন্দোলন মঞ্চে নিয়ে আসা হয়। চাকরিচ্যুত আরো এক শিক্ষকের মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই অন্যান্য চাকুরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয়। বিভিন্ন এলাকা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রজাতন্ত্র দিবসে নয়াদিল্লিতে রাজ্যের ট্যাবলোর মূল থিম ইকো-ফ্রেন্ডলি আত্মনির্ভর ত্রিপুরা

আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.)।। এ-বছর প্রজাতন্ত্র দিবসে ত্রিপুরার ট্যাবলোতে রাজ্যের বিশেষ করে জনজাতি অংশের মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে পরিবেশবান্ধব ঐতিহ্য প্রদর্শিত হবে। এই পরম্পরার সাথে বাঁশের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ত্রিপুরায় জনজাতিদের ১৯টি গোষ্ঠী বসবাস করে এবং সকলের জীবনের সাথেই বাঁশের কোনও না-কোনওভাবে সম্পর্ক রয়েছে। এ-বছরের ট্যাবলোর মূল থিম হচ্ছে ইকো-ফ্রেন্ডলি আত্মনির্ভর ত্রিপুরা। এবারের ট্যাবলোতে রাজ্যের ঐতিহ্যময় বাঁশের বহুল ব্যবহার দেখা যাবে।

তবে এই ট্যাবলোতে ত্রিপুরী জনজাতি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সামাজিক দিকটিই বেশি প্রাধান্য পাবে। তাঁদের ধর্মীয় উৎসব বা পূজা লামপ্রা ওয়াথপ মতাই-এ বাঁশের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। তেমনি তাঁদের সংস্কৃতির ঐতিহ্য ফুটে উঠবে লেবাং বুমানি নৃত্যে। এই নৃত্যে যুবক-যুবতীরা জুম খেতে গিয়ে বাঁশের পাত দিয়ে লেবাং নামক পোকা ধরে বা তাড়ায়। এই ট্যাবলোতে জনজাতিদের গ্রামীণ জীবনযাত্রার ঝলকও দেখা যাবে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঘরের বাইরে কাজ করছেন ডাককর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৫ জানুয়ারি।। সোমবার সকালে উত্তর চড়িলাম ডাকঘরের বেহাল দশা পোস্টমাস্টারের নজরে পড়ে। তিনি এসে দেখেন পোস্ট অফিসের ছাদের দুটি ভীমের একটির ভগ্নাংশ ফ্লোরে পড়ে রয়েছে। যেকোন সময় ছাদ ভেঙ্গে পড়তে পারে।

পোস্ট মাস্টার শিবু চন্দ্র আচার্য জানান জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চাকুরী করছেন এবং ডাকঘরে আসা গ্রাহকরাও বর্তমানে নিরাপদ নন। কারণ সোমবার সকালে ছাদের ভগ্নাংশ দেখতে পেয়ে হতবাক হয়ে পড়েন তিনি। ডাকঘরে একজন পিওনও রয়েছে ভয়ে বাইরে দাড়িয়ে কাজ করছেন। ডাকঘরটি বাম জমানায় নির্মাণ হয়েছিলো। একদম নিম্নমানের কাজ হয়েছিলো এমনটাই অভিযোগ উঠছে এলাকা থেকে। এখন দেখার বিষয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কি ভূমিকা গ্রহন করেন।

রাজ্যের খুদে দাবাড়ু আর্শিয়া দাসকে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার প্রদান

আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.)।। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার পেয়েছে ত্রিপুরার আর্শিয়া দাস। মাত্র ১০ বছর বয়সে এই খুদে দাবাড়ুর প্রতিভা ত্রিপুরার সাথে সারা দেশকে গৌরবান্বিত করেছে। ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ (সোমবার) আর্শিয়া সহ অন্য খুদে পুরস্কার বিজেতাদের সাথে বার্তালাপ করেছেন। তাদের উৎসাহ দেওয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যতে আরও সাফল্য কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

আর্শিয়ার মা বলেন, প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে এই সম্মান পেয়ে আমরা খুবই আনন্দিত এবং গর্বিত। তাঁর কথায়, সাধারণত দিল্লিতে গিয়ে অন্যান্য খুদে বিজেতারা পুরস্কার গ্রহণ করেছে। কিন্তু, করোনা-র প্রকোপে এ-বছর তা সম্ভব হয়নি। তবে দেশের অন্যান্য শিশুদের পাশাপাশি আর্শিয়ার পুরস্কার প্রাপ্তি আমাদের জীবনে নিঃসন্দেহে এক গৌরবময় অধ্যায়ের রচনা করেছে। তিনি বলেন, আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসকের কার্যালয়ে ভিডিও কনফারেন্সে ওই পুরস্কার ঘোষণার সময় আমরা সেখানে উপস্থিত ছিলাম। এদিকে আর্শিয়া বলেছে, প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে এই পুরস্কার পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত। তিনি সকলকে কঠোর অভ্যাসের মাধ্যমে খেলাধুলায় সাফল্য অর্জনের পরামর্শ দিয়েছেন।

এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক টুইট বার্তায় বলেন, ত্রিপুরার ১০ বছরের খুদে দাবাড়ু আর্শিয়া দাসের সাথে পরিচিতি হয়েছেন তিনি। ইতিমধ্যে সে আন্তর্জাতিক স্বর্ণপদক এবং অন্য পুরস্কার জিতেছে। লকডাউনের বিভিন্ন অনলাইন প্রতিযোগিতায়ও অংশগ্রহণ করেছে আর্শিয়। রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কারের জন্য তাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

এদিকে, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী এক টুইট বার্তায় পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য আর্শিয়াকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আর্শিয়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রথম এবং একমাত্র কন্যা যে দাবাড়ু। সে তার অসাধারণ দক্ষতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় স্তরের দাবা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে এবং পুরস্কার জিতেছে।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১০৮ ▫ ২৫ জানুয়ারি ২০২১ ইং ▫ ১১ মাঘ ▫ সোমবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

প্রজাতন্ত্র দিবসে আত্মসমীক্ষা

২৬ শে জানুয়ারি ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস। ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রজাতন্ত্র দিবসের গুরুত্ব অপরিসীম। বেশ জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে গণতান্ত্রিক দেশ ভারতবর্ষে প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করা হইয়া থাকে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দীর্ঘ দুই শতাধিক বছরের অপসারণ হইতে মুক্তি পায় ভারতবর্ষের জনগণ গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে পরিগণিত হইয়াছেন। গণপ্রজাতন্ত্রী দেশ ভারতবর্ষে প্রজাতন্ত্র দিবস খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই দিবসটি পুরাতন ভারতবর্ষের সমস্ত নাগরিকদের কাছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বটে। এই দিবসটি গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণের কাছে আত্মসমীক্ষা দিবস হিসেবে স্বীকৃত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শৃংখল হইতে ভারত বর্ষ মুক্তি লাভ করিয়াছে প্রায় ৭২বছর আগে।ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার জন্য যাহারা আত্ম বলিদান করিয়াছেন তাহারা স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন একদিন স্বাধীন ভারতবর্ষের নাগরিকরা সুখে স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করিবেন।কিন্তু স্বাধীনতার ৭২ বছর পর তাহাদের সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়ে আছে কিনা সেই প্রশ্ন সময় উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে।বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীদের রক্তের বিনিময়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ করেছিল এখনো পর্যন্ত ভারতে বসবাসকারী জনগণ স্বাধীনতার সুখ ভোগ করিতে পারিতেছে না। এটি স্বাধীন ভারতবর্ষের নাগরিক দের অন্যতম দুর্ভাগ্য বললেও ভুল হইবে না।ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের রোষানল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিলেও এখনো পর্যন্ত ভারতবর্ষের নাগরিকরা স্বাধীনতার সুখ সত্যিকার অর্থেই ভোগ করতে পারিতেছেন না। এর দায় ভারতের রাষ্ট্রনায়করা কোনভাবেই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এজন্য দেশের রাষ্ট্রনায়ক পুরো ভাগে দায়ী। স্বাধীন সার্বভৌম ভারত বর্ষ আজ এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছে।এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি হইতে দেশকে রক্ষা করিতে হইলে সাধারণ মানুষ জনকে আরো আত্মত্যাগ করিতে হইবে।একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের নাগরিকরা যেসব অধিকার ভোগ করিবার কথা রহিয়াছে ভারতবর্ষের নাগরিকরা প্রকৃত অর্থেই সেইসব অধিকার ভোগ করিতে পারিতেছে না।সেই কারণেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতার পরবর্তী কালের যাবতীয় ব্যবস্থা নিয়া

সাধারণ মানুষের মনে নানা প্রশ্ন উঠগতে শুরু করিয়াছে।এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি হইতে দেশ এবং দেশবাসীকে রক্ষা করিতে হইলে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।প্রজাতন্ত্র দিবসে এই বিষয়ে দেশের প্রতিটি নাগরিক এবং রাষ্ট্রনায়কদের এসব বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করিতে হইবে। এই বিষয়ে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ না করে দেশের অগ্রগতি বাধা প্রাপ্ত হইবে।সেই কারণেই দেশের অগ্রগতির স্বার্থে দেশবাসীকে দেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে আরো সরল মানসিকতা নিয়ে কাজ করিতে হইবে।ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন-সার্বভৌম ভারতবর্ষের মানুষ আজ নানা দিক দিয়ে নিজেদের গর্বিত মনে করলেও যেসব ঘাটতি পূরণ হয় নাই সেসব বিষয়ে আক্ষেপের অন্ত নাই।স্বাভাবিক কারণেই স্বাধীন-সার্বভৌম ভারতবর্ষকে সঠিক পথে পরিচালিত করিতে হইলে পরিচালকদের যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথায় বাস্তব পরিস্থিতি থেকে নিজেদের মুক্ত করা কোনদিনও সম্ভব হইবে না।করুণা ভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতি দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অনেকটা বিপন্ন করিয়া ফেলিল দেশ ও দেশবাসীর সার্বিক প্রচেষ্টায় সেই ভয়ঙ্কর প্রবণতা হইতে মুক্তি পাইবার নানা পদ ইতিমধ্যেই আবিষ্কৃত হইয়াছে।এই দৃষ্টিভঙ্গিকে মাথা রাখিয়া অগ্রসর হইতে না পারিলে পরিস্থিতি আগামী দিনে আরও ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে পারে। এইসব বিষয় মাথায় রাখি আই রাষ্ট্রনায়কদের অগ্রগতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

'হাওয়াই চটির দিন শেষ', মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের, পাল্টা জবাব সৌগত রায়ের

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): "হাওয়াই চটির দিন শেষ। এখন আর কেউ চটি পরতে চান না।" সোমবার এই ভাষাতেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ। নির্বাচনের দিন ঘোষণা এখন সময়ের অপেক্ষা। তাই প্রচারে ব্যস্ত তৃণমূল-বিজেপি উভয়। ভোটযুদ্ধে প্রতিপক্ষকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তেও রাজি নয় কেউ। ফলে আক্রমণ পালটা আক্রমণ চলছে একে অপরের। আক্রমণ পালটা আক্রমণে উত্তপ্ত রাজ্য-রাজনীতি। কার্যত প্রতিদিনই চা চক্রে এবং বিভিন্ন সভায় রাজ্য ও শাসক দলকে তুলোধনা করেন। মেদিনীপুরের বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ এদিনও তেমনটাই আত্মবিশ্বাসী সুরে দাবি করেন, তৃণমূলের দিন শেষ। দিলীপ ঘোষ এ দিন সকালে মুর্শিদাবাদে বলেন, "হাওয়াই চটির দিন শেষ, ওসব আর কেউ পরতে চায় না। প্রত্যেকেই চান জুতো পরতে। আর বিজেপি প্রত্যেককে জুতো পরাবে।" এই মন্তব্যের পালটা দিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। তিনি বলেন, "দিলীপবাবুর পক্ষে হাওয়াই চটির গুরুত্ব বোঝা সম্ভব নয়। দিদি নিজে হাওয়াই চটি পড়েন কারণ উনি সরল জীবনযাপন পছন্দ করেন। আর রাজ্যের মানুষকে ভাল রাখতে চান। দিলীপবাবুর মতো নন। উনি তো আজকাল দেখছি জামাকাপড় পালটেছে। গলাবন্ধ সুট পড়ছেন।"

রিমোট ভোটিং চালু করছে নির্বাচন কমিশন

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি (হি. স.): এবার থেকে দেশের যে কোনও প্রান্ত থেকেই ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করছে নির্বাচন কমিশন। আগামী দিনে যাতে অন্য যে কোনো জায়গা থেকেই ভোট দেওয়া যায় তার জন্য রিমোট ভোটিং নিয়ে আসছে নির্বাচন কমিশন। যার মহড়া শুরু হবে কিছুদিনের মধ্যেই। আজ ২৫ জানুয়ারি। জাতীয় ভোটার দিবসে রিমোট ভোটিংয়ের কথা জানিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল অরোরা। ইতিমধ্যেই এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে আইআইটি চেন্নাই। এছাড়াও কর্মসূত্রে বা পড়াশোনার জন্য বিদেশে রয়েছে এমন ভারতীয়দের জন্যও পোস্টাল ব্যালেটের কথাও চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে বলে তিনি জানান। এ বিষয়ে কমিশনের তরফে কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রককে ইতিমধ্যেই প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। তবে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের আগেই এই ভোটিং ব্যবস্থা চালু হবে কিনা তা নিয়ে কিছু জানা যায়নি।

শুভ্রা কুণ্ডুকে জেরার পর রোজ ভ্যালি কাণ্ডে কলকাতায় সিবিআই হানা

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): রোজ ভ্যালি কাণ্ডে সোমবার দক্ষিণ কলকাতার এক অভিজাত আবাসনে হানা দেয় সিবিআই। সেখান থেকে বেশ কিছু নথি জোগাড় করেছেন গোয়েন্দারা বলেই খবর।

নির্বাচনের আগে কয়লা পাচার থেকে শুরু করে চিটফান্ড কাণ্ডের তদন্তে কেন্দ্রীয় সংস্থাটির অতি সক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে রাজনৈতিক মহলে। তবে, চিটফান্ড কাণ্ডে টাকা পয়সার লেনদেন ও কে বা কারা এই টাকা নয়ছয়ে জড়িত, তা জানতে রীতিমতো তৎপর সিবিআই।

সিবিআই সূত্রে খবর, গৌতম কুণ্ডুর স্ত্রী শুভ্রা কুণ্ডুকে জেরা করে সংস্থাটির এক ডিরেক্টর হাকিবুল রহমানের বিষয়ে বেশ কিছু গোপন তথ্য হাতে আসে গোয়েন্দাদের। সূত্রের খবর, সেই তথ্যের উপর ভিত্তি করেই সাউথ সিটিতে তাঁর একটি ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালান কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। তল্লাশি অভিযানের সময় ফ্ল্যাটে ছিলেন না হাকিবুল। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই রোজ ভ্যালি কাণ্ডে গৌতম কুণ্ডুর স্ত্রী শুভ্রা কুণ্ডুকে গ্রেফতার করে সিবিআই। শুভ্রা কুণ্ডুর বিরুদ্ধে অভিযোগ, রোজভ্যালি সংস্থার বিপুল অঙ্কের টাকা পাচার করেছেন তিনি। ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট-সহ বিভিন্ন জায়গায় টাকা সরিয়ে দিয়েছেন। বিদেশে ওই টাকা পাঠিয়েছেন কিনা, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কেন তিনি রোজ ভ্যালির অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা বের করেছিলেন, জেরায় সেই সংক্রান্ত কোনও তথ্য শুভ্রা দিতে পারেননি বলেই দাবি সিবিআইয়ের। রোজ ভ্যালির গয়নার দোকান 'অদ্রিজা'র ডিরেক্টর ছিলেন শুভ্রা। সেখান থেকেও কোটি কোটি টাকার গয়না তিনি অন্যত্র সরিয়ে দিয়েছেন বলেও অভিযোগ।

ক্ষুদ্র ব্যবসা, শিল্পের পুঁজির সুলুক সন্ধানে

ত্রিদিবরঞ্জন ভট্টাচার্য

উচ্চশিক্ষার স্বপ্নপূরণের উড়ান 'শিক্ষা ঋণ' নিয়ে গত সপ্তাহে (১৭ জানুয়ারি) আমরা আলোচনা করেছিলাম। ছোট ও মাঝারি সংস্থা গড়ে তোলা অনেকেরই স্বপ্ন। সরকারি, বেসরকারি-উভয় ক্ষেত্রেই চাকরিতে অকাল, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। এই অবস্থায় চাকরির বৃথা চেষ্টা না করে অনেকেই নিজের পায়ে দাঁড়ানোর কথা ভাবছেন। স্বনির্ভর হতে চাইছেন। সরকারও 'আত্মনির্ভর ভারত' গড়ার লক্ষ্যে চাইছেন— চাকরি নয়, ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে উঠুক ছোট ছোট সংস্থা, ব্যবসা। কিন্তু ব্যবসা, সংস্থা গড়ে তোলার কথা ভাবলেই তো হবে না, মূলধন আসবে কোথা থেকে--- এই ভাবনাতেই অনেকে পিছিয়ে আসেন। কিন্তু পুঁজির টানে পিছিয়ে আসার প্রয়োজন হয় না, যদি পুঁজি কোথা থেকে মিলবে সেই সুলুক জানা থাকে। আমাদের আজকের আলোচনা পুঁজির সুলুক সন্ধানে।

নিজের পুঁজি লাগিয়ে অনেকে ব্যবসা, ছোট সংস্থা গড়ে তোলার ভরসা পান না। ব্যবসা কোনো কারণে মার খেলে ঘটিবাটি হারিয়ে পথে বসতে হবে, এই ভয়ে। কিন্তু চোখকান খোলা রাখলে দেখা যাবে, পুঁজির অভাব ব্যবসা, সংস্থা গড়ে তোলার প্রশ্নে কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে না, নিজের ইচ্ছে আর উদ্যোগের ঘাটতি না থাকলে। ব্যবসা শুরু করা থেকে ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধির জন্য কার্যকরী মূলধন থেকে স্বল্প, দীর্ঘমেয়াদী ঋণ, মেশিন কেনার জন্য সরকারি প্রকল্পে ঋণ মেলে। আমরা আজকে ছোট সংস্থার জন্য বিভিন্ন সরকারি ঋণ প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করব।

১) প্রধানমন্ত্রী 'মুদ্রা' যোজনা ঃ ২০১৫ সালে 'মুদ্রা' যোজনোর শুরু। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য পুঁজির অভাবে যারা ব্যবসা শুরু করতে পারছেন না, কিংবা ব্যবসা শুরু করে ও যাঁরা ব্যবসা আর সম্প্রসারণ করতে পারছেন না, তাঁদের হাতে পুঁজি পৌঁছে দেওয়া এই ঋণের মাধ্যমে। আর এই ঋণ জোগান দেবার জন্য তৈরি করা হয়েছে একটি সংস্থা, যার নামেই এই ঋণ। সংস্থাটি হল- 'মাইক্রো ইউনিটস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিফাইনান্স এজেন্সি লিমিটেড' বা মুদ্রা ।

ঋণের পরিমাণ ঃ এই ঋণের সর্বোচ্চ পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকা। এই ঋণের তিনটি স্তর বা ভাগ আছে। 'শিশু' ভাগে রয়েছেন ছোট উদ্যোগী বা ব্যবসায়ীরা। শিশুতরে সর্বোচ্চ ঋণ মেলে ৫০ হাজার টাকা। এই ঋণ নেবার জন্য কোনো প্রসেসিং ফি দিতে হয় না।

শিশুর পরের ভাগ 'কিশোর' 'তরণ'। যাঁরা ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করেছেন, এবার সম্প্রসারণের কথা ভাবছেন, তাঁদের জন্য এই দুই ভাগ। 'কিশোর' বিভাগে ৫০ হাজার টাকার বেশি, সর্বোচ্চ পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত 'মুদ্রা' প্রকল্পে ঋণ হিসবে পাওয়া যেতে পারে। এই ঋণের জন্যও কোনো প্রসেসিং ফি লাগে না।

'তরুণ বিভাগে সর্বোচ্চ ঋণ মেলে ১০ লক্ষ টাকা, ৫ লক্ষ টাকা থেকে শুরু। এই ঋণে প্রসেসিং ফি লাগে। এই ঋণের জন্য ঋণগ্রহীতাকে একাংশ অর্থ দিতে হয়।

এই তিন ধরনের ঋণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কোনো বন্ধক রাখতে হয় না। ঋণ পরিশোধের মেয়াদকাল ৫ বছর। বাজার চলতি হারে সাধারণত সুদ গুণতে হয়।

এই ঋণ কারা পেতে পারেন ঃ দোকানি, সব্জি ও ফল বিক্রেতা থেকে শুরু করে গ্রাম বা শহরের ছোট ছোট শিল্প সংস্থা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা, কর্পোরেট জগতের সঙ্গে যুক্ত এমন পেশার ব্যক্তি, মাছ চাষ, হাঁস মুরগি পোল্ট্রির ব্যবসায়ী, সদ্য নতুন সংস্থা (স্টার্ট আপ) সবাই এই ঋণ পেতে পারেন।

কেন ঋণ ঃ কার্যকরী মূলধন যে কোনো ব্যবসা চালাতে গেলে লাগে। মুদ্রা ঋণের কার্যকরী মূলধন তো মেলেই, এছাড়া কলকারখানা তৈরি, মেয়াদি ঋণ এবং অন্যান্য আর্থিখ লেনদেরে জন্য এই ঋণে সংস্থার আছে।

কে ঋণ দেয় ঃ সরকারি, বেসরকারি ব্যাঙ্ক, স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক, মাইক্রোফিনান্স সংস্থা, আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক—এই ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে এই ঋণ পাওয়া যায়।

'মুদ্রা' সংস্থা স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের (সিডিবি) সাবসিডিয়ারি। এই প্রকল্পের তদারকিতে জাতীয় স্তরে রয়েছে আর্থিক পরিষেবা দফতর, আর রাজ্যস্তরে স্টেট লেভেল ব্যাঙ্কার্স কমিটি।

ঋণের জন্য কী নথি ঃ ছবি সহ পরিচয় ও ঠিকানার প্রমাণপত্র, ব্যবসার শংসাপত্র, ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট, ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর রিটার্ন ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে উলেল্খ্য, মুদ্রা যোজনায় ঋণ দুইভাগে দেওয়া হয়। কিস্তিতে এবং গোষ্ঠী হিসাবে —এই দুই ধরনের ঋণ দেওয়া হয় বলে নথি জমার ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর পার্থক্য আছে।

মুদ্রা কার্ড ঃ এই ঋণ নিলে ঋণগ্রহীতাকে ডেবিড কার্ডের মতো ঋণগ্রহীতাকে দেওয়া হয়। 'মুদ্রা কার্ড। ঋণের টাকা নেবার জন্য ঋণগ্রহীতাকে বার বার আর্থিক প্রতিষ্ঠানে যাবার প্রয়োজন হয় না, এটিএম থেকে এই মুদ্রা কার্ড ব্যবহার করে ঋণের টাকা তোলা যায়।

মুদ্রা ঋণ প্রকল্পের পরে আমরা আসব '৫৯ মিনিটে ঋণ' এই প্রকল্পের কথায়। ৫৯ মিনিটে ঋণ ২০১৮ সালে '৫৯ মিনিটে ঋণ' এই প্রকল্পের শুরু। এই প্রকল্প হল রিফাইনাইসিং স্কিম। এই প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য হল ৫৯ মিনিটের মধ্যে ঋণের আবেদন মঞ্জুর বা খারিজ করে দেওয়া হয়। ঋণ মঞ্জুর হবার ৮ থেকে ১২ দিনের মধ্যে ঋণগ্রহীতা ঋণের টাকা পেয়ে যান।

কত ঋণ কত সুদ ঃ এই প্রকল্পে এক লক্ষ টাকার থেকে ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ পাওয়া যায়। সুদের হার ৮.৫ শতাংশ। কোনো বন্ধক রাখতে হয় না। ঋণগ্রহীতার আয়, ঋণ পরিশোধের ক্রেডিট স্কোর, বাজারে বর্তমান ঋণের পরিমাণ ইত্যাদির উপর নির্ভর করে কত পরিমাণ ঋণ পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য এই ঋণ এমএসএমই এবং স্টার্ট আপ সংস্থার জন্য। এই ঋণের আগ্রহী সংস্থাকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নাম নথিভুক্ত করতে হয়। নাম নথিভুক্ত করতে লাগে সংস্থা ব্যবসার প্রোফাইল। এই ঋণেণ আবেদনের জন্য সংস্থার , জিএসটি রেজিস্ট্রেশন থাকতেই হবে। আয়কর রিটান জমার কাগজত্রও লাগে।

স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া ঃ মহিলা এবং পিছিয়ে পড়া (এসসি/ এসটি) শ্রেণির উদ্যোগপতিদের জন্য এই স্ট্যান্ড -আপ প্রকল্পটি। স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অফ ইইন্ডয়া বা সিডবি এই ঋণের দায়িত্বে রয়েছে।

কারা যোগ্য ঃ ব্যবসা ও ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের মহিলা বা এসসি/ এসটি পরিচালিত সংস্থাই এই ঋণেণ যোগ্য। ব্যক্তিগত উদ্যোগে না হলে, কোনো সংস্থার ৫১ শতাংশ শেয়ার যদি মহিলা বা এসসি/ এসটি সদস্যের হাতে থাকে তবেই সেই সংস্থা এই ঋণের জন্য আবেদন করতে পারে।

ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ বকেয়া থাকলে এই ঋণের আবেদন গ্রাহ্য হয় না।

ঋণের পরিমাণ ইত্যাদি ঃ টার্ম লোন ও কার্যকরী মূলধন মিলিয়ে সম্পোজিট ঋণের পরিমাণ ১০ লক্ষ থেকে এক কোটি। ঋণের জন্য প্রাইমারি সিকিউরিটি ছাড়া বন্ধক বা স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া লোনের জন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি ফান্ড স্কিমের গ্যারান্টি লাগে। ঋণ পরিশোধের মেয়াদকাল ৭ বছর। ১৮ মাস মোরেটোরিয়াম দেওয়া হয়। সব সিডিউল ব্যাঙ্ক থেকেই এই ঋণ পাওয়া যায়।

স্মাইল ঃ 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কেন্দ্রে এই উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সিডবি এনেছে 'সিডবি মেক ইন ইন্ডিয়া লোন ফর এন্টারপ্রাইজ' সংক্ষেপে 'স্মাইল' মেক ইড় ইন্ডিয়া প্রোগ্রামে যে ২৫টি ক্ষেত্রকে বেছে নেওয়া হযেছে সেইসব ক্ষেত্রের ক্ষুদ্র, ছোট সংস্থাগুলিকে উৎসাহিত করতে এই ঋণ প্রকল্প। এই ২৫টি ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে—ফুট প্রসেসিং লেদার ও মাইনিং, পর্যটন, ওয়েলনেস সেক্টর ইত্যাদি।

ঋণ সুদ পরিশোধ ঃ ইক্যুয়িটি ও টার্ম লোন—এই দুইভাবে ঋণ মেলে সহজ শর্তে । এই দুইভাগে ঋণের পরিমাণ ও সুদ এক নয়।

ইক্যুয়িটির ক্ষেত্রে প্রকল্প ব্যয়ের ১০ শতাংশ, যা সর্বোচ্চ হতে পারে ২০ লক্ষ টাকা বা প্রকল্প ব্যয়ের ১৫ শতাংশ যা সর্বোচ্চ হতে পারে ৩০ লক্ষ টাকা। তবে সংস্থাটি হতে হবে মহিলা পরিচালিত (কমপক্ষে ৫১ শতাংশ) বা এসসি, এসটি বা স্বাভাবিক সক্ষম নন এমন ব্যক্তিদের দ্বারা। সুদের হার প্রথম ৩ বছর —৯.১৫ শতাংশ থেকে ৯.৩৫ শতাংশ, ৪ বছর থেকে ১১.৭০ শতাংশ থেকে ১২.৭০ শতাংশ। ঋণ পরিশোদের মেয়াদকাল ৩ বছরের মোরেটোরিয়াম সহ ১০ বছর।

উদ্যোগপতিদের ঋণের জন্য ঋণের ০.৫ শতাংশ প্রথমে জমা দিতে হয়।

টার্ম লোনের ক্ষেএত্র নতুন সংস্থা সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ পেতে পারে। আর চালু সংস্থা হলে ২৫ লক্ষ টাকা। ঋণ পরিশোধের সময়সীমা ১০ বছর।

ক্রেডিট গ্যারান্টি ফান্ড স্কিম ঃ ছোট ও ক্ষুদ্র শিল্পকে আর্থিক সাহায্য দিতে এই প্রকল্প ২০০০ সালে চুলু হয়েছিল। নতুন চালু ছোট ক্ষুদ্র সংস্থাকে কোনোরকম বন্ধক ছাড়াই ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কার্যকরী মূলধনের জন্য ঋণ দেয়। ঋণের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকার বেশি হলে প্রাথমিক সিকিউরিটি বা জমি সংস্থার সম্পত্তি বন্ধক রাখতে হয়। বন্ধক রেখে সর্বোচ্চ এক কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ পাওয়া যায়। ঋণের এই অ্যাকাউন্ট ক্ষুদ্র, ছোট শিল্পের জন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি ফান্ড ট্রাস্টের সঙ্গে যুক্ত থাকে। প্রযুক্তির উন্নতির জন্য এই ঋণের সুবিধা পাওয়া যায়, তবে এই স্কিমে সর্বোচ্চ ঋণ মেলে ১৫ লক্ষ টাকা। ব্যক্তিগত উদ্যোগ, সমবায়, সরকারি, বেসরকারি ক্ষুদ্র ছোট সংস্থা স্কিমের সুবিদা নিতে পারে।

ন্যাশনাল স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (এনএসআইসি) এই সংস্থাও ছোট, ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগীদের আর্থিক সাহায্য করে থাকে। এদের ভর্তুকি দুই ধরনের হয়ে থাকে—কাঁচামাল কেনার জন্য এবং বিপণনে সহায়তা। এই সাহায্যের উদ্দেশ্য হল ছোট, ক্ষুদ্র সংস্থাকে বাজারে প্রতিযোগিতায় শক্তি জোগানো। আমরা এ পর্যন্ত যেসব প্রকল্পে কথা বললাম তা হল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প। এছাড়াও প্রত্যেক রাজ্যে রয়েছে স্টেট ফিনান্স কর্পোরেশন, যেমন আমাদের রাজ্যে রয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ফিনান্স কর্পোরেশন। এই রাজ্য সংস্থাগুলি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের মূলধন ইত্যাদি জোগাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

ঋণ ছাড়াও ব্যাঙ্ক, অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া ঋণে গ্যারান্টি প্রদান, সংস্থার ডিবেঞ্চার শেয়ার বন্ড ইত্যাদিতে ফিনান্স কর্পোরেশন সাবসক্রাইব করে থাকে। যন্ত্রপাতি কেনার ব্যাপারে সংস্থার হয়ে ফিনান্স কর্পোরেশনগুলি গ্যারান্টি দেয়। প্রকৃতপক্ষে স্টেট ফিনান্স কর্পোরেশন রাজ্য ও কেন্দ্রের হয়ে ক্ষুদ্র সংস্থাগুলিকে সাহায্যের হাত এগিয়ে দিয়ে চলেছে।

আজকের আলোচনা শেষ করার আগে দু'একটি বিষয় উল্লেখ করা জরুরি। আমাদের দেশের অর্থনীতিতে কৃষির পরেই স্থান হল ছোট ও ক্ষুদ্র শিল্পের। বর্তমানে সরকার 'আত্মনির্ভর ভারত' গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই ক্ষেত্রে আরো সহায়তা জন্য এগিয়ে আসছে। বর্তমানের আর্থিক বৃদ্ধির ঝিমুনিতে গতি আনতে পারে ক্ষুদ্র শিল্প—এ ব্যাপারে প্রায় সব অর্থনীতিবিদই সহমত। আর একটি বিষয় উল্লেখ। আমরা ঋণ প্রকল্পগুলি নিয়ে আলোচনা করলেও মনে রাখতে হবে শুধু ঋণ নয়, ব্যাঙ্ক সহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র ঋণ নয়, ব্যবসা, শিল্পের অন্যদকিগুলো যেমন ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি, লেটার অব ক্রেডিট ইত্যাদি মতো সুবিধা দিয়ে ক্ষুদ্র শিল্পের পাশে দাঁড়ায়। আর একজন্যই আমরা বলছি—ব্যবসা, শিল্প গড়ে তোলার ইচ্ছে পূরণেণ ডানা হল—ক্ষুদ্রশিল্পের জন্য বিভিন্ন ঋণ প্রকল্প। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সাদা বাড়িতে ১৭ জন ভারতীয় বংশোদ্ভূত

সুমন ভট্টাচার্য

'ইনফোসিস'-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান নারায়ণমূর্তি-র জামাই ঋষি সুনক-এর ব্রিটেনের অর্থমন্ত্রী (চ্যান্সেলর অফ দ্য এক্সচেকিওর) হওয়া যদি ১৭৫৭-র পলাশির যুদ্ধর মধুর প্রতিশোধ হয়, তাহলে কি বুধবার মার্কিন মুলুকের রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ চলে গেল ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের কবলে? কেননা, বুধবার সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত সোশ্যাল মিডিয়া বা আমেরিকার মেনস্ট্রিম মিডিয়ার প্রবণতা দেখলে সেরকমটা মনে হওযা অস্বাভাবিক নয়। কবে শোনা গিয়েছে যে ভোগ -এর মতো ফ্যাশন পত্রিকা তাদের ছাপা হয়ে যাওয়া প্রচ্ছদ নিয়ে সমালোচনার জেরে আবার নতুন করে (পড়ুন কমলা হ্যারিসের গায়ের রং এবং তাঁর স্বকীয়তা যাতে বোঝা যায় এমন ছবি দিয়ে) প্রচ্ছদ বের করবে? তাহলে মার্কিন মুলুকের সবচেয়ে প্রভাবশালী ফ্যাশন ম্যাগাজিনও শেষ পর্যন্ত মাথা নোয়াল 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার'-এর দাবির কাছে? এটা তো শুধু একজন 'কালারড ওম্যান' এর জয় নয়, তার সঙ্গে তীব্রভাবে ভারতীয়ত্বের অনুরণন হৃদয়ে শোনাও নাহলে সলমন রুশদির প্রাক্তন বান্ধবী এবং সেলিব্রিটি শেফ পদ্মলক্ষ্মী কেন ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে কমলা হ্যারিসের অভিষেককে স্মরণীয় করে রাখতে 'ট্যামারিনজ রাইস'-এর রেসিপি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করবেন, আর লাখ লাখ দর্সক জেনে নেবেন একজন তামিল বিজ্ঞানীর কন্যা এখনও কোন ভাত খেতে পছন্দ করেন।

ডেমোক্র্যাট দলের ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে মনোনীত হওয়ার পর থেকে কমলা হ্যারিস যতটা সোচ্চারে নিজের ভারতীয় আইডেন্টিটি বা মায়ের কাছ থেকে পাওয়া অতীতের কথা বলেছেন, ততটা হয়তো তিনি তাঁর আগের দশ বছরের রাজনৈতিক জীবনে বলেননি। যাঁরা হ্যারিসের কট্টর সমালোচক, তাঁদের মন্তব্য ছিল, এসবই আসলে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের মন ও ভোট জেতার চেষ্টা। কিন্তু ভুললে চলবে না, মার্কিন মুলুকের ভোটারদের মধ্যে ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা এখনও লাতিনোদের মতো গুরুত্বপূর্ণ নন যে, তাঁদের জন্য কমলা হ্যারিস এই ঝুঁকি নেবেন। নির্বাচন জেতার পর জো বাইডেন এবং কমলা হ্যারিস যে-টিম তৈরি করেছেন, তাতে যতজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত জায়গা পেয়েছেন, তারপরে কিন্তু আমাদের আমেরিকার নতুন ভাইস প্রেসিডেন্টের ওই মন্তব্যকে শুধু ভোট টানার কৌশল বলে দেখলে হবে না। প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট্রে এই নতুন টিমে ২০ জন ভারতীয় বংশোদ্ভূত রয়েছেন, যাঁদের মধ্যে আবার ১৩ জনই মহিলা। যদি হোয়াইট হাউসকে ক্ষমতার ভরকেন্দ্র হিসাবে ধরেন, তাহলে সেই বাড়িতেই বসবেন অন্তত ১৭ জন ভারতীয় বংশোদ্ভূত।

প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি প্লেয়ার এবং তাঁর স্ত্রী যখন লন্ডনেরই 'ইন্ডিয়ান কারি' খেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন, তখনই হয়তো আমরা, ভারতীযরা মনে মনে কোহিনুর নিয়ে যাওয়ার সু-খটা কিছুটা ভুলতে চেয়েছিলাম। কালে কালে যখন ইংল্যান্ডের ক্রিকেট দলে দেখা গেল সাদা চামড়ার ক্রিকেটারদের চেয়ে কৃষ্ণাঙ্গ বা দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূতদের ভিড় বেশি, তখনই বোঝা গিয়েছিল, আসলে ক্রিকেট সত্যি সত্যি 'রিভার্স সুইল' এসে গিয়েছে। আমেরিকার গত একশো বছরের ইতিহাস দেখলে মনে রাখতে হবে যে, মার্টিন লুথার কিং-এর বর্ণবৈষম্য ব

সোমবার আগরতলা চৌরঙ্গী এলাকায় আগুনে পুড়ল একটি বাড়ি। ছবি- নিজস্ব।

মাদ্রাসার দিকে ঝুঁকছে বাংলাদেশ শিক্ষাব্যবস্থার ভয়াবহতা নিয়ে উদ্বেগ

কিশোর সরকার

পাকিস্তানের মতোই এখন বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাব্যবস্থা মাদ্রাসার দিকে ঝুঁকছে। এর ফলে পাকিস্তানের মতো বাংলাদেশেও তালিবান গোষ্ঠী তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির। মাদ্রাসায় সন্তানদের ভর্তি না করানোর জন্যও অভিভাবকদের কাছে তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন। করোনাভাইরাসের প্রকোপের কারণে ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকেই বাংলাদেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ। যদিও, কয়েক মাস বন্ধ থাকার পর ১২ জুলাই থেকে খুলে দেওয়া হয় কওমি মাদ্রাসা। পাশাপাশি অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলেও অভিভাবকদের গুনতে হয়েছে মাসিক ফি।

তাই যারা অতিরিক্ত খরচ বহন করতে পারছেন না, তারা অনেকটা বাধ্য হয়েই ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করছেন কওমি মাদ্রাসায়। অনুসন্ধানে জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের নিম্ন বা নিম্ন মধ্যবিত্তদের মধ্যে অনেকেই যারা নিজেদের সন্তানদের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চান বা স্বামী-স্ত্রী চাকরি করেন তাঁরা কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি করেন। আবার অনেকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করেন। কিন্তু করোনার কারণে এখনও স্কুল বন্ধ থাকলেও স্কুলের বেতন দাবি করছে কর্তৃপক্ষ।

দীর্ঘদিন ধরে স্কুল বন্ধ থাকায় ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনা না করে খেলাধুলায় মগ্ন রয়েছে। সন্তানদের তাই পড়াশোনামুখী করার পাশাপাশি নিয়ন্ত্রণে রাখা জন্য অভিভবকরা বাধ্য হয়ে ভর্তি করছেন কওমি মাদ্রাসায়। ফলে বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাব্যবস্থা মাদ্রাসার দিকে ঝুঁকছে। এখানেই শেষ নয়, কওমি মাদ্রাসায় ইংরেজি বা আধুনিক পড়াশোনা করানো হচ্ছে না। একসঙ্গে বসিয়ে ক্লাস করানো হচ্ছে, করোনা-সতর্কতাও মানা হচ্ছে না।

এই পরিস্থিতিকে "ভয়ঙ্কর বিপদ" হিসেবে দেখছেন ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি তথা লেখক ও সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির। বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার-এর সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, বাংলাদেশেও পাকিস্তানের মতো একটি তালিবান গোষ্ঠী তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। কারণ ৮০ দশকের পর থেকে যেমন আফগানিস্তানে তালিবান, সিরিয়ায় আইএস গোষ্ঠি তৈরি হয়েছে বাংলাদেশেও এমন একটি গোষ্ঠি সৃষ্টি হতে পারে। এ থেকে যে শুধু বাংলাদেশই নয়, ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে সারা বিশ্ব। কারণ কওমি মাদ্রাসা আফগান বা সিরিয়ার জঙ্গী ক্যাম্পের মতো। কওমি মাদ্রাসা কোনও কিছুই মানে না। নিজেদের নিয়মে শিক্ষা কার্যক্রম চালায়। তিনি আরও বলেন, কওমি মাদ্রাসায় বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় না। জাতীয় সঙ্গীত গাইতে দেওয়া হয় না। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস পড়তে দেওয়া হয় না। সন্তানদের কওমি মাদ্রাসায় ভর্তি না করার জন্য অভিভাবকদের কাছে তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন।

বিশিষ্ট লেখক আরও বলেন, কওমি মাদ্রাসায় শিক্ষা ব্যবস্থা এসেছে ভারতের দেওবন্দ থেকে। কিন্তু সেখানে ইংরেজি শিক্ষা-সহ আধুনিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে সরকার কওমি মাদ্রাসায় স্বীকৃতি দিলেও তারা কিছুই মানছে না। তিনি বলেন, পাকিস্তানে ৬০,০০০ হাজারের বেশি মাাদ্রাসা আছে। যার বেশিভাগই কওমি মাদ্রাসা। আর এতে ৩০ লক্ষের বেশি ছেলে-মেয়ে পড়াশোনা করে। যার ফলে পাকিস্তানে জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না বলে বিভিন্ন সংস্থার গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে। চলমান করোনা-পরিস্থিতির কারণে বিপর্যয় নেমে এসেছে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর। ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকেই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ। জানা গিয়েছে, বর্তমানে বাংলাদেশে কিন্ডারগার্টেনের সংখ্যা ৭০ হাজারের মতো। তবে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার যাত্রাবাড়ী থেকে কাঁচপুর পর্যন্ত আট কিলোমিটার মহাসড়কের আশপাশে গড়ে উঠেছে প্রায় একশ'টি মাদ্রাসা। এর মধ্যে ৭৭টি ব্যক্তি মালিকানাধীন কওমি মাদ্রাসা।

বাংলাদেশে মাদ্রাসার ইতিহাস:

বাংলার প্রথম মুসলিম শাসক ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলার রাজধানী গৌড়ে একটি মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। সুলতান গিয়াসুদ্দীন একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন ১২১২ খ্রিষ্টাব্দে। ২০০২ সালের হিসেব মতে, বাংলাদেশে ইবতেদায়ী মাদ্রাসা ১৪, ৯৮৭টি, দাখিল ৬,৪০২টি, আলিম ১,৩৭৬টি, ফাজিল ১,০৫০টি এবং কওমীমাদরাসা ৩,০০০ অধিক।

কিন্ডারগার্টেন:

বেসরকারী এবং ব্যক্তি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত কিন্ডারগার্টেন স্কুলের সঙ্কট আরও বেশি ভয়াবহ। দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা প্রায় ৭০ হাজার কিন্ডারগার্টেন স্কুলে অন্তত সোয়া কোটি শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছিল। আকস্মিকভাবেই বিদ্যালয়গুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় টিউশন ফি আদায় হয়নি। আর আয় না থাকায় শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন দেওয়াও সম্ভব হয়নি। ভাড়া বাড়িতে থাকা এসব স্কুল গুটিয়ে নিয়ে কর্তৃপক্ষ বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে। কোনও রকম আগাম বার্তা বা নোটিশ না দিয়ে স্কুল উধাও হয়ে যাওয়ায় অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরাও পড়েছেন বিপাকে।

নাভালনির গ্রেফতারিতে ইস্যুতে উত্তাল রাশিয়াকে হুঁশিয়ারি ইউরোপীয় ইউনিয়নের

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): বিরোধী নেতা অ্যালেক্সেই নাভালনির গ্রেফতারিতে বিক্ষোভে উত্তাল রাশিয়া। এহেন রাজনৈতিক ডামাডোলে মস্কোর 'দমননীতির' বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করার হুঁশিয়ারি দিল ইউরোপীয় ইউনিয়ন। দ্রুত নাভালনির মুক্তির দাবি জানিয়ে ইউরোপীয় দেশগুলির সংগঠনটি প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের কড়া সমালোচনা করেছে। প্রতিবাদীদের উপর ক্রেমলিনের 'অত্যাচারের'কড়া প্রতিবাদ জানিয়ে রবিবার 'পরবর্তী পদক্ষেপ' করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিদেশমন্ত্রী। জানুয়ারি মাসের ১৭ তারিখ বার্লিন থেকে মস্কো ফিরতেই গ্রেফতার করা হয় নাভালনিকে। তারপর থেকেই রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ দেখাচ্ছেন হাজার হাজার মানুষ। পাল্লা দিয়ে প্রতিবাদীদের উপর বাড়ছে পুলিশের চাপ। এপর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়েছে হাজারেরও বেশি মানুষকে। এহেন পরিস্থিতিতে বিশ্বমঞ্চে ক্রমেই একঘরে হয়ে পড়ছে রাশিয়া। কড়া সমালোচনার মুখে পড়েছেন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনও। প্রতিবাদীদের উপর ক্রেমলিনের 'অত্যাচারের' কড়া প্রতিবাদ জানিয়ে রবিবার 'পরবর্তী পদক্ষেপ' করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিদেশমন্ত্রী। একইসঙ্গে, দ্রুত নাভালনির মুক্তির দাবি জানিয়েছে ইউরোপীয় দেশগুলির সংগঠনটি। এদিকে, ইইউ'র সঙ্গে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে আমেরিকা ও ব্রিটেন। মস্কোর উপর কড়া অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার দাবি জানিয়েছেন পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আন্দরজেজ দুদা।

উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের আর্থিক দুর্নীতি সংক্রান্ত একটি মামলায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল নাভালনিকে। তবে আদালত তিন বছর জেলের সাজা দিলেও নাভালনির সাজা মকুব করে দেওয়া হয়। কিন্তু শর্ত মোতাবেক তাঁকে থানায় বা সংশ্লিষ্ঠ কর্তৃপক্ষের কাছে সময়ে সময়ে হাজির দিতে হয়। কিন্তু আদালতের বেঁধে দেওয়া শর্ত মানছেন না নভালনি। তাই দেশে ফিরলে তাঁকে গ্রেফতা করা হয়। প্রায় পাঁচ মাস পর জার্মানি থেকে মস্কো ফিরেছেন নাভালনি। তারপরই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। শুধু তাই নয়, কয়েকদিন আগে ফের একটি দুর্নীতি মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। আপাতত আদালতের নির্দেশে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জেলে থাকতে হবে নাভালনিকে।

বরাকে মেধাবী প্রার্থী নেই? প্রশ্ন বিএডিএফ-এর, গ্রামোন্নয়নের শূন্য পদে উপত্যকার একজনের ভাগ্যে জুটেনি চাকরি, নিন্দা

শিলচর (অসম), ২৫ জানুয়ারি (হি.স.) : দক্ষিণ অসমের বরাক উপত্যকায় গ্রামোন্নয়ন বিভাগের ৪৫টি শূন্য পদের মধ্যে এই অঞ্চলের বেকার যুবক যুবতীর ভাগ্যে একটিও চাকরি মিলেনি। এই উপত্যকায় কি মেধাবী বেকার নেই? প্রশ্ন তুলে সরকারের সমালোচনায় সরব হয়েছে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট।এক প্রেসবার্তায় বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (বিডিএফ)-এর কর্মকর্তারা বলেন, রাজ্য সরকারের গ্রমোন্নয়ন বিভাগের অন্তর্গত অসম স্টেট রুরাল লাইভলিহুড মিশন-এর ৭৮টি পদে নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষা হয়েছিল গত বছরের নভেম্বর মাসে। এর মধ্যে ৪৫টি শূন্য পদই বরাক উপত্যকার তিন জেলার। অথচ সম্প্রতি প্রকাশিত ফলাফলে দেখা গেছে, এই তালিকায় বরাকের কোনও প্রার্থীর নাম নেই। বিডিএফ)-এর অস্থায়ী কার্যালয়ে আহূত এক সভায় এ সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারকে ধিক্কার জানিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, যে মুখ্যমন্ত্রী সবসময় মুখে বরাক ব্রহ্মপুত্র পাহাড় সমতল-এর সমন্বয়ের কথা বলেন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তিনি তা কার্যকর করছেন না। ক্ষোভ প্রকাশ করে বিডিএফ-এর মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক জয়দীপ ভট্টাচার্য বলেন, বরাক উপত্যকার যে ৪৫টি পদে ব্রহ্মপুত্র উপত্যাকার প্রার্থীরা এসে যোগ দেবেন তার মধ্যে অনেক তৃতীয় শ্রেণির পদও রয়েছে। তিনি প্রশ্ন তুলেন, কোথায় গেল ভোটের আগে প্রদত্ত বিজেপির প্রতিশ্রুতি। ভোটের আগে বলা হয়েছিল, এই উপত্যাকার সমস্ত তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদ স্থানীয় প্রার্থীদের দিয়ে পূরণ করা হবে। তিনি বিস্ময় ব্যক্ত করে আরও বলেন, এটা বিশ্বাস করা মুশকিল যে বরাকের প্রার্থীদের মেধাশক্তি কি এতই কম যে একটি পদের জন্যও তারা প্রয়োজনীয় নম্বর পেতে অক্ষম? গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় চক্রান্তের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন জয়দীপ। তিনি সরকারকে বরাকের সব প্রার্থীদের মার্কশিট জনসমক্ষে প্রকাশ করার দাবিও জানান।

বিডিএফ-এর আহ্বায়ক পার্থ দাস এবং জওহর তারণ বলেন, সম্প্রতি রাজ্যস্তরে যত নিয়োগ হয়েছে তাতে বরাকের প্রার্থীদের প্রতি বৈষম্যের ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ৫,০০০ টেট শিক্ষক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে বরাকের বেকারদের ভাগ্যে জুটেছে মাত্র ২৫টি, যেখানে জেলাওয়াড়ি আনুপাতিক হিসেবে বরাকের প্রার্থীদের ৮০০ পদে নিয়োগের কথা। একইভাবে নার্সের রাজ্যভিত্তিক ৩০০ পদে বরাক থেকে নিযুক্তি পেয়েছেন মাত্র ১৫ জন। কৃষি বিভাগের ১৬৭টি পদের একটিও জুটেনি বরাকের বেকার প্রার্থীদের ভাগ্যে। তাঁদের অভিযোগ, বরাকের অকর্মণ্য সাংসদ বিধায়কদের এ-সব নিয়ে কোনও চিন্তা নেই। না-হলে তাঁরা একজোট হয়ে এ ব্যাপারে সরকারের উপর অবশ্যই চাপ সৃষ্টি করতে পারতেন। তাঁদের "জি হুজুর" মানসিকতাই বরাকের প্রার্থীদের জীবনে অমানিশা ডেকে আনছে। বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট-এর যুব সদস্য কল্লার্ণব গুপ্ত বলেন, অন্যায়কে সহ্য করা এক ধরনের পাপ। তাই বরাকের কর্মপ্রার্থীদের ঘরে বসে থাকলে চলবে না। এ সবের প্রতিবাদে পথে নামতে হবে। তিনি বলেন, বিডিএফ সর্বতোভাবে এই ইস্যুতে তাঁদের পাশে থাকবে।

তিন সপ্তাহের মধ্যে 'মাননীয়া'র বাড়িতেও পদ্ম ফোটানোর চ্যালেঞ্জ শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): সোমবার তমলুকের জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তুলোধনা করলেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বললেন, "১৬ ফেব্রুয়ারির আগে মাননীয়ার বাড়িতেও পদ্ম ফোটাব।" ইঙ্গিতে দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়, সৌগত রায়, কাকলি ঘোষদস্তিদার, ববি হাকিমের বিরুদ্ধে। মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণের পাশাপাশি এদিনে সভা থেকে শুভেন্দু বলেন, "আমার বাড়িতেও পদ্ম ফুটতে শুরু করেছে। রামনবমীর আগে সব পদ্ম ফুটে যাবে।" এরপরই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বলেন, "১৬ ফেব্রুয়ারির আগে মাননীয়ার বাড়িতেও পদ্ম ফুটবে।" বিজেপি নেতার এই মন্তব্যে স্বাভাবিকভাবেই জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। ইঙ্গিতে কী বোঝাতে চাইলেন শুভেন্দু, তা নিয়ে চলছে চর্চা।

এদিনের সভা থেকে ফের প্রধানমন্ত্রীর প্রকল্পের ভূয়সী প্রশংসা করেন শুভেন্দু। রাজ্যের মানুষদের দুর্দশার জন্য দায়ী করেন মুখ্যমন্ত্রীকে। সেই সঙ্গে আশ্বাস দেন প্রত্যেকের ভবিষ্যত সুনিশ্চিত করার।

তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যাওয়ার পর শুভেন্দুবাবুর পরিবারের বাকি সদস্যরা তৃণমূলে থেকে যাওয়ায়, কটাক্ষ করেন অভিষেকবাবু। ডায়মন্ডহারবারের জনসভা থেকে শুভেন্দুবাবুকে কটাক্ষ করে তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি বলেন, নিজের বাড়িতে পদ্ম ফোটাতে পারেনা আবার বাংলায় পদ্ম ফোটাবেন। আর তারপরেই বিজেপিতে দলবল নিয়ে যোগ দেন সোমেন্দু অধিকারী। এখনও তৃণমূল থেকে গেলেও বিজেপি-তে তাঁদের আসাটা শিশির ও দিব্যেন্দু অধিকারীর কেবল সময়ের অপেক্ষা।

এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধায়কে আক্রমণ করতে গিয়ে তমলুকে বিজেপি নেতা শুভেন্দু বলেন, আমি ঘুষখোরই যখন ২ ডিসেম্বর হাতেপায়ে ধরেছিলি কেন? তিনি আরও বলেছেন, ওরা বলছে আমাকে নাকি তোয়ালে মুড়িয়ে কী নিতে দেখা গ্যাছে, তাহলে সুব্রত, কাকলি, ফিরহাদ, সৌগতদের কী হবে?

গত রবিবার কুলতলিরব সভাতে সুদীপ্ত সেনের লেখা চিঠিকে হাতিয়ার করে শুভেন্দুর প্রতি বাক্যবাণ ছোড়েন অভিষেক। সেই প্রসঙ্গে শুভেন্দুর দাবি, সুদীপ্ত সেনের চিঠির পিছনেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত রয়েছে। শুভেন্দু এও জানিয়েছেন, নেতাজির জন্মস্থান নিয়েও ভুল তথ্য দিয়েছেন ভাইপো। বাংলায় নয় নেতাজি কটকে জন্মেছিলেন। নেতাজি পুরুষোত্তম রামের উপাসক ছিলেন।

রাজ্যে বিধানসভার ভোট যত সামনে এগিয়ে আসছে ততই বাড়ছে উত্তাপ। মূলত রাজ্যের শাসকদল ও বিজেপির মধ্যে সভা থেকে সভায় আক্রমণ এখন মূল আলোচ্য বিষয়। গত রবিবার জানিয়েছেন, গতকাল তোলাবাজ ভাইপো বলেছে শুভেন্দু ঘুষখোর, মধুখোর। ছোট বয়স থেকে হাত পাকিয়েছে কীভাবে চিটিংবাজি করা যায়। বাংলায় প্রকৃত রামরাজ্য নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গড়ে উঠবে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭৮টি পদে নিয়োগ, বরাকের ভাগ্যে জুটেনি একটি চাকরি, নির্বাচনে জবাব পাবে বিজেপি : কমলাক্ষ

করিমগঞ্জ (অসম), ২৫ জানুয়ারি (হি.স.) : বরাক উপত্যকার বেকার যুবক-যুবতীরা পুনরায় একবার সরকারি চাকরি প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। গ্রাম পঞ্চায়েত বিভাগের অন্তর্গত অসম রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা অভিযানের অধীনে রুরাল ও পঞ্চায়েত বিভাগে অসম সরকার ৭৮টি পদে নিযুক্তি প্রদান করেছে। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে বরাকের ভাগ্যে একটি পদও জুটেনি। অথচ এই বিভাগে বরাকের তিন জেলায় ১৫টি পদ খালি ছিল। এই বিভাগে বরাকের শূন্যপদগুলোতে স্থানীয় যোগ্য প্রার্থীদের বঞ্চিত করে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার প্রার্থীদের নিযুক্তি দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। এর জবাব বরাকের জনতা আসন্ন নির্বাচনে দেবেন, বলেন তিনি।

বরাকের বেকার যুবক-যুবতীদের সঙ্গে রাজ্য সরকারের এমন বৈষম্যমূলক আচরণের কঠোর ভাষায় নিন্দা জানানোর পাশাপাশি তীব্র সমালোচনা করেন বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। তিনি প্রচণ্ড ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, গত পাঁচ বছরে রাজ্য সরকার প্রতিটি বিভাগে নিযুক্তির ক্ষেত্রে বরাকের শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের সঙ্গে চরম বঞ্চনা করে চলেছে। অথচ ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি দল তাঁদের নির্বাচনি প্রতিশ্রুতিতে প্রাথমিকতা দিয়ে বলেছিল, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের সরকারি নিযুক্তির ক্ষেত্রে স্থানীয়দের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী বরাক সফরে আসলেই বলে থাকেন, বরাক-ব্রহ্মপুত্র ও পাহাড়-সমতলের সমহারে উন্নয়ন হচ্ছে।

বিধায়ক কমলাক্ষ কটাক্ষ করে বলেন, এ-সব কথা হচ্ছে বিজেপি নেতৃত্বের এক বাহানা। এঁরা মুখে বরাক প্রীতি দেখিয়ে, পিছন থেকে বরাকের বাঙালিদের পিঠে আঘাত করছেন। নির্বাচনি প্রতিশ্রুতিতে বিজেপি বলেছিল তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির সরকারি নিযুক্তিতে স্থানীয়দের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কিন্তু বিজেপি আমলে বরাকের একজন শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীর সরকারি চাকরি হয়নি। অথচ বিস্ময়কর ভাবে এ-বিষয়ে বরাক বিজেপির নেতৃত্ব মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছেন। তাঁদের মুখ থেকে বরাকের বেকারদের প্রতি বঞ্চনার প্রতিবাদে একটি শব্দও উচ্চারিত হচ্ছে না। কোটি কোটি টাকা খরচ করে রাজ্য বিজেপির কার্যনির্বাহী কমিটির সভার নামে 'অশ্বমেধ যজ্ঞ' অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে করিমগঞ্জে। করিমগঞ্জ বিজেপি সহ বরাক বিজেপির নেতৃত্ব আহ্লাদে আটখানা হয়ে প্রচার করেছিলেন, এই 'অশ্বমেধ যজ্ঞ'-এর মাধ্যমে বরাকের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। সরকারি চাকরি থেকে বরাকের শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের বঞ্চিত করে উন্নয়ন কি সম্ভব? বরাক বিজেপির প্রতি এই প্রশ্নও ছুঁড়েছেন বিধায়ক কমলাক্ষ। তিনি করিমগঞ্জ জেলা সহ বরাক উপত্যকার বিজেপি নেতাদের 'মেরুদণ্ডহীন' তকমা দিয়ে বলেন, এঁরা আসলে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার দলীয় নেতাদের লেজুরবৃত্তিতেই ব্যস্ত। নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই করার শক্তি বা মানসিকতা কোনওটাই এঁদের মধ্যে নেই। মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা সহ প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস মুখে যতই বরাক-প্রীতি দেখান না-কেন, এ-সব যে নির্বাচনি ললিপপ মাত্র তা আর বরাকের জনগণের বুঝতে বাকি নেই। লম্বা চওড়া বয়ানবাজির মাধ্যমে বরাকের উন্নয়নের ডঙ্কা বাজিয়ে প্রচার করলেও, বাস্তব চিত্র যে অন্য কথা বলেছে, তা আজ বরাকবাসীর সামনে জলের মতো পরিষ্কার বলে মন্তব্য করেন বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ।

কমলাক্ষ আরও বলেন, গত পাঁচ বছর ধরে বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকার বরাক সহ রাজ্যে বসবাসরত বাঙালিদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে চরম বৈষম্যমূলক আচরণ করে চলছে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি সরকার কর্তৃক সকল প্রতারণা, বঞ্চনা ও বৈষম্যের জবাব দিতে বরাকের জনগণ মুখিয়ে রয়েছেন বলে দাবি করেছেন উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কংগ্রেস নেতা কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ।

বাংলায় রামের অপরিসীম গুরুত্বের কথা উল্লেখ বিশিষ্ট ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ রূপেন্দ্র নারায়ণ রায়ের

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি নিয়ে বিতর্কের প্রেক্ষিতে বাংলায় রামের অপরিসীম গুরুত্বের কথা উল্লেখ করলেন বিশিষ্ট ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ রূপেন্দ্র নারায়ণ রায়।

ডিলয়েট এবং প্রাইস ওয়াটারহাউসের মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দুই সংস্থার প্রাক্তন এমডি, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি, কস্ট অ্যাকাউন্টেন্সি এবং হার্ভার্ড থেকে অ্যাডভান্সড ম্যানেজমেন্ট উত্তীর্ণ রূপেন্দ্রবাবু ফেসবুকে লিখেছেন, "পাশ্চাত্য শিক্ষায় প্রোথিত হয়ে বলা সহজ - যে রাম বাংলার সংস্কৃতির পরিপন্থী !

বাংলা রেনেসাঁর প্রবাদপুরুষ রামমোহন , বিবেকানন্দের দীক্ষাগুরুর নাম রামকৃষ্ণ ! বাংলা টপ্পার জনক রামনিধি গুপ্ত ! আর কত উদাহরণ চাই ! যিনি রাম, তিনি কৃষ্ণ !

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে রামের পূজা অনেক আগে থেকে করা হয়।পশ্চিমবঙ্গের কাটোয়া মহকুমায় প্রায় কুড়িটির মত রামের মূর্তি আছে।এছাড়া বাঁকুড়া জেলাতেও রাম মন্দির পাওয়া যায়। বাংলায় রঘুনাথশিলা রূপে ও তার পূজা করা হত।বাংলায় অনেক রাম মূর্তিতে রামের গোঁফ দেখা যায়।বাংলায় কৃত্তিবাসী রামায়ণ খুব জনপ্রিয়।বাংলায় অনেক জায়গায় রামায়ণ গান হয়। রাঢ়বাংলায় রামকে নিয়ে অনেক মুদ্রা পাওয়া গেছে।কাজী নজরুল ইসলাম তাকে নিয়ে গান লিখেছেন। রামকৃষ্ণ পরমহংস, রাণী রাসমণি, মুরারি গুপ্ত,চৈতন্যজীবনীলেখক দয়ানন্দ,অদ্বৈত আচার্য সহ অনেকে রামের পূজা করতেন।বাংলায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবমত জনপ্রিয় হওয়ার আগে অনেকেই রাম মন্ত্রে দীক্ষা নিত।রাণী রাসমণি রঘুবীরের রথযাত্রা করতেন।বীর হাম্বীর এর সময় বাঁকুড়া জেলায় অনেক রাম মন্দির তৈরি হয়।বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়াতে দুর্গাপূজার শেষ হয় 'রাবণকাটা নৃত্য' দিয়ে।

আমাদের গ্রামেও একটি রঘুনাথ মন্দির আছে !

শারদীয়া দুর্গাপূজাকে 'অকালবোধন' বলা হয়। কালিকা পুরাণ ও বৃহদ্ধর্ম পুরাণ অনুসারে, রাম ও রাবণের যুদ্ধের সময় শরৎকালে দুর্গাকে পূজা করা হয়েছিল। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে, শরৎকালে দেবতারা ঘুমিয়ে থাকেন। তাই এই সময়টি তাঁদের পূজা যথাযথ সময় নয়। অকালের পূজা বলে তাই এই পূজার নাম হয় 'অকালবোধন'।

এই দুই পুরাণ অনুসারে, রামকে সাহায্য করার জন্য ব্রহ্মা দুর্গার বোধন ও পূজা করেছিলেন। কৃত্তিবাস ওঝা তাঁর রামায়ণে লিখেছেন, রাম স্বয়ং দুর্গার বোধন ও পূজা করেছিলেন। এই জন্য স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে শরৎকালে দুর্গাপূজার বিধান দেওয়া হয়েছে। বাংলার লক্ষ লক্ষ দুর্গাপূজায় আজও বোধনের মন্ত্রে উচ্চারিত হয়: ওঁ ঐং রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ। অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যস্তয়ি কৃতঃ পুরা।। অহমপাশ্বিনে ষষ্ঠ্যাং সায়াহ্নে বোধয়মি বৈ। (হে দেবী, রাবণবধে রামকে অনুগ্রহ করার জন্য ব্রহ্মা তোমার অকালবোধন করেছিলেন, আমিও সেইভাবে আশ্বিন মাসের ষষ্ঠী তিথিতে সন্ধ্যায় তোমার বোধন করছি।)"

করোনা আবহে ছেদ পরতে চলেছে রেড রোডের প্রজাতন্ত্র দিবসে

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি (হি. স.): এবার করোনা আবহে ছেদ পরতে চলেছে রেড রোডের প্রজাতন্ত্র দিবসে। দর্শক শূন্য হতে চলেছে চলতি বছরের সাধারণতন্ত্র দিবস। জানা গিয়েছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর এবং প্রশাসনিক স্তরের কর্তারা ছাড়া আর কোনও হাই প্রোফাইল ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

তবে নিরাপত্তার বিষয়টিটেও জোর দেওয়া হয়েছে। হেভি রেডিও ফ্লাইং স্কোয়াড ও রেডিও ফ্লাইং স্কোয়াড । এছাড়া, আসিস্ট্যান্ট কমিশনার ও ১২জন ডেপুটি কমিশনার পদস্থ আধিকারিকও নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকছেন। পাশাপাশি থাকছে স্নিফার ডগ, বম্ব স্কোয়াডও। কলকাতা পুলিশের ১ হাজার কর্মীও মোতায়েন থাকবে।

রাজ্য সরকারের এক আধিকারিক এই প্রসঙ্গে বলেন, 'কোরোনা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই এবছর রেড রোডের পারেডের আয়োজনে কাটছাঁট করা হয়েছে। বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন খুব অল্প কয়েকজন। মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপাল ছাড়াও তাঁদের মধ্যে থাকবেন রাজ্য প্রশাসনের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় কর্তা ও আধিকারিক। শারীরিক দূরত্ববিধি মেনেই সকলের বসার ব্যবস্থা করা হবে' । হিন্দুস্থান সমাচার/মৌসুমী / কাকলি

লোয়াইরপোয়া ব্লকের ৩৫ নম্বর বাগান পঞ্চায়েত সভাপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব

পাথারকান্দি (অসম), ২৫ জানুয়ারি (হি.স.) : পাথারকান্দি বিধানসভার এলাকার অন্তর্গত লোয়াইরপোয়া ব্লকের ৩৫ নম্বর বাগান পঞ্চায়েত সভাপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনলেন সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের সিংহভাগ ওয়ার্ড সদস্য। এ ব্যাপারে পঞ্চায়েত সভাপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা এনে গরিষ্ঠ সংখ্যক ওয়ার্ড সদস্য এক পত্র পাঠিয়েছেন সভাপতির কাছে। এই পত্রে পঞ্চায়েতের দুই ত

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

ভিটামিন সি দিবস

করোনাভাইরাস আক্ষরিক অর্থেই সারা দুনিয়ার মানুষকে ঘরবন্দী করে ফেলেছে। কোনো প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়নি বলেই আক্রান্ত মানুষকে করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হচ্ছে নিজ দেহের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতার ওপর। সংগত কারণেই এখন জোরেশোরে আলোচনা হচ্ছে এমন সব খাবারগুলো নিয়ে, যা দেহের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সক্ষম। যে খাবারের তালিকায় একেবারে প্রাথমিক আলোচনাতেই রয়েছে ভিটামিন সি—সমৃদ্ধ খাবার।

মানবদেহে ভিটামিন সি-এর ভূমিকা নিয়ে সুন্দর একটি কথা বলেছেন অস্ট্রেলিয়ার নিউক্যাসল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ক্লেয়ার কলিনস। তিনি বলেন, 'ভিটামিন সি হলো অনেকটা ফুটবল ম্যাচের পর মাঠ পরিষ্কার করার মতো।' ভিটামিন সি ঠিক এই মুহূর্তে অধিকতর প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠলেও কাকতালীয়ভাবে আরেকটি ব্যাপার কিন্তু এর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। আজকের দিনটি অর্থাৎ ৪ এপ্রিল 'ভিটামিন সি দিবস'। ব্রিটিশ চিকিৎসক থমাস বার্লো স্কার্ভি রোগের বিস্তারিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করার পর রোগটির প্রতিষেধক হিসেবে ভিটামিন সি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সে—ও ১৯ শতকের কথা। যুগের পর যুগ ধরে ব্রিটিশ নৌসেনারা স্কার্ভি রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করত। ফলে রোগটি বেশ আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তখন স্কার্ভি নিরাময়ে ভিটামিন সি—এর কার্যকারিতা প্রমাণে থমাস বার্লোর এই আবিষ্কার চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। সেই থেকে দিনটি ভিটামিন সি দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে বলে মনে করা হয়।

ভাইরাস ভয় পাইয়ে দেয়

এই যে চীনের এক শহরে ছড়িয়ে পড়া ভাইরাসটি দ্রুত বিস্তৃত হলো পুরো দুনিয়ায়, তা কেন হলো? অদেখা এক ভাইরাসের ভয়ে এই যে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল সারা দুনিয়া, অসংখ্য মানুষ গৃহবন্দী, মনে প্রশ্ন উঁকি দেয়, ভাইরাস কি তবে যুদ্ধের চেয়েও ভয়াবহ? এসব প্রশ্নের উত্তর থাকছে এ আয়োজনে।

যুগে যুগে অনেক মহামারির সাক্ষী হয়েছে দুনিয়ার মানুষ। ভুগেছেও নিরন্তর। অতীতে এমন অনেক মহামারির কথা জানা যায়, যেগুলো কোনো একটি দেশ বা অঞ্চলের মানুষকে আক্রান্ত করলেও বিশ্বের অন্যান্য অংশে প্রভাব ছড়িয়ে পড়ত ধীরে ধীরে। কিন্তু বিশ্বায়নের যুগে মানুষের যাতায়াত অবারিত বলেই মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ছে ভাইরাসের প্রকোপ। যেমনটি হয়েছে করোনাভাইরাসের বেলাতেও। চীনের উহান থেকে যা পৌঁছে গেছে ইতালি, স্পেন, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের প্রায় ২০০ দেশে।

যুদ্ধ মানেই হানাহানি, প্রাণহানি। তবে যুদ্ধের চেয়েও বেশি মানুষের প্রাণ যায় ভাইরাসঘটিত রোগে। চিকিৎসাব্যবস্থার আধুনিকায়নের ফলে মহামারিতে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যাওয়ার ঘটনা কমে এলেও প্রতিবছর যে সংখ্যক মানুষ মারা যায়, তা যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যার চেয়েও বেশি। যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জাতে প্রতিবছর শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই মারা যায় প্রায় এক লাখ মানুষ। এইডসের কারণে এখন পর্যন্ত মারা গেছে চার কোটি মানুষ। জাস্টিনিয়ান প্লেগে কয়েক শতাব্দীজুড়ে মারা গেছে শত কোটি মানুষ। স্প্যানিশ ফ্লুতে মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে মারা গেছেঅসংখ্য মানুষ। সেই হিসেবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে চার বছরে প্রাণ দিতে হয়েছিল চার কোটি মানুষের।

প্রতিষেধক হলো মূলত কোনো রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধব্যবস্থা গড়ে তোলা। প্রতিষেধকের মাধ্যমে শরীরে মূলত কোনো রোগের জীবাণুর মতো অংশ প্রবেশ করিয়ে শরীরের রোগ প্রতিরোধব্যবস্থার সঙ্গে সেটিকে পরিচিত করিয়ে দেওয়া হয়, যেন ওই জীবাণুর বিরুদ্ধে দেহে রোগ প্রতিরোধের সক্ষমতা গড়ে ওঠে। কিন্তু এ প্রতিষেধকের অনেক পার্শপ্রতিক্রিয়াও আছে। অনেক গবেষণায় দেখানো হয়েছে প্রতিষেধকের কারণে অনেক ভাইরাস আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে। খামারগুলোতে এ প্রতিষেধক যেসব প্রাণী বা পশুর দেহে প্রবেশ করানো হচ্ছে, সেই প্রাণী বা পশুর রোগাক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও বাড়ছে একই সঙ্গে।

স্তন্যপায়ী জীবের চেয়েও নাকি মাইক্রোব বা জীবাণু শক্তিশালী। কোটি কোটি বছর ধরে পৃথিবীতে যে পরিমাণ এবং যত বিচিত্র প্রজাতির জীবাণু টিকে আছে, সে সম্পর্কে মানুষের ধারণা খুবই কম। বাতাসে, মাটিতে এমনকি সমুদ্রের তলদেশেও বছরের পর বছর ধরে টিকে আছে এই মাইক্রোবগুলো। সহস্রাধিক প্রজাতির এমনও মাইক্রোব আছে পৃথিবীতে, যেগুলো এখনো মানুষের সংস্পর্শেই আসেনি। এগুলোর মধ্যে কোনটি যে ক্ষতিকর, কোনটি থেকে যে আরও ভয়াবহ রোগ ছড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে, সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের স্বচ্ছ ধারণাই নেই।

অসংখ্য মানুষের প্রাণ কাড়ে যে রোগ, সাধারণত সেগুলোর কথাই খুব করে মনে রাখে মানুষ। স্প্যানিশ ফ্লু বা প্লেগের কথা যেমন এখনো ঘুরেফিরে আমাদের আলোচনায় আসে। কিন্তু এমনও অনেক রোগ আছে যেগুলোর প্রভাব ও ক্ষতি মহামারির স্বীকৃতি পাওয়া রোগের চেয়েও ক্ষতিকর ছিল।

যেমন ইংল্যান্ডে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ছড়িয়ে পড়া সুইটিং সিকনেস। তখন রোগাক্রান্ত মানুষের মৃত্যুর সংখ্যাটা ছিল রীতিমতো গা শিউরে ওঠার মতো। কিন্তু যেহেতু রোগটি খুব বেশি অঞ্চলে ছড়ায়নি, তাই এটি সম্পর্কে ধারণাও খুব কম। এমনই অনেক রোগ আশপাশেই আছে, তা হয়তো মানুষ জানেও না।

লাঠিতে খাবার কিংবা খাবারে লাঠি

ছোটবেলায় আঙুলের ভেতর চিপস ঢুকিয়ে খেয়েছেন নিশ্চয়ই! পাইপের মতো গোলাকার চিপস দুই হাতের সব কটা আঙুলে ঢুকিয়ে নেওয়া হতো। একেকটা আঙুল যেন একেকটা লাঠি। চিপস জড়ানো আঙুলগুলো নাড়াচাড়া করলে দৃষ্টিনন্দন ফুলের মতো দেখাত। এরপর একটা একটা করে কুড়মুড়িয়ে কামড়ে কামড়ে খাওয়া হতো। লাঠিতে খাবার ঢুকিয়ে খাওয়ার এটিই কি প্রাথমিক নিরীক্ষা? ৯০—এর দশকে বেড়ে ওঠা প্রজন্মের কাছে তো অবশ্যই। অবশ্য আরও অনেক খাবারের ক্ষেত্রেই এ রকমটা দেখা যায়। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন খাবার যেমন যুক্ত হয়েছে মানুষের খাদ্যতালিকায়, তেমনি খাবার গ্রহণের পদ্ধতিতেও এসেছে নানামুখী পরিবর্তন। এই নিরন্তর পরিবর্তনে লাঠি খাবার বেশ একটা জনপ্রিয় অবস্থান ধরে রেখেছে। একটু খেয়াল করলেই দেখবেন, কোনো কোনো অঞ্চলে বিভিন্ন পিঠা বানানো হয় লাঠিতে ঢুকিয়ে। লাঠির খাবারের ক্ষেত্রে তো শাশলিক চিকেন রীতিমতো শহুরে মানুষের প্রিয় খাবারের তালিকায়। আবার লাঠি-লজেন্স কিংবা আইসক্রিম! এ কিন্তু শহর বা গ্রাম নয়, সর্বত্রই জনপ্রিয়। সেই যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি, 'লাঠি-লজেন্স দেখিয়ে দেখিয়ে চুষেছে লস্কর বাড়ির ছেলেরা'! যে খাবারগুলোর নাম উল্লেখ করা হলো, শুধু এগুলোই নয়। এর বাইরেও ভাবুন, লাঠিতে ঢুকিয়ে কী কী খাবার খাওয়া যেতে পারে। ব্যাপারটি কিন্তু বেশ মজার এবং এভাবে খাবার খেতেও বেশ সহজ। এমনকি সৃজনশীলতারও বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। এমন সব খাবার আপনি লাঠিতে ঢুকিয়ে খাওয়ার প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করতে পারেন, যা হয়তো আগে কেউ ভাবেইনি।

২৮ মার্চ, অর্থাৎ আজকের দিনটি এই ধারণাটিরই আনুষ্ঠানিক উদ্‌যাপন দিবস। ইংরেজিতে যে দিবসটির পোশাকি নাম 'সামথিং অন আ স্টিক ডে'। ঠিক কবে, কীভাবে এই দিবসের উদ্‌যাপন শুরু হয়েছিল, গবেষকেরা তা নিশ্চিত করে জানাতে পারেননি। কিন্তু তাতে কী এসে যায়। দিনটিকে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করতেই পারেন।

বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে ভয়াবহ করোনাভাইরাস। এটি মোকাবিলার অংশ হিসেবে ব্যবহার্য জিনিসপত্র যথাসম্ভব স্পর্শ না করা এবং ঘরবন্দী জীবনযাপনে জোর নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে। ফলে ঘরে বসে পর্যাপ্ত অবসরকে সৃজনশীল কাজে ব্যবহার করতে পারেন। সকালের নাশতা, দুপুর কিংবা রাতের খাবারের কোন খাদ্যদ্রব্যটি হাতের স্পর্শ বাঁচিয়ে লাঠিতে ঢুকিয়ে খাওয়া যায়ব্যাপারটি নিয়ে ভাবা যেতে পারে। বানিয়ে ফেলা যেতে পারে নতুন কোনো খাবারের পদ। তাতে যেমন আনন্দময় কিছু সময় কাটবে, হাতের স্পর্শ বাঁচিয়ে খাবারও খাওয়া হবে। বাসায় যদি শিশু থাকে, তবে তো এ কাজে তাদের আনন্দ হবে বহুগুণ। নতুন বানানো এই খাবারের নতুন নামও কিন্তু দিতে পারেন। তাহলে পরিবারের সবার সঙ্গে কাটুক খাবারে লাঠি কিংবা লাঠিতে খাবারের একটি আনন্দময় দিন।

মানুষ বড় কষ্টে আছে

সেদিন বিকেলে জরুরি কাজে বাসার বাইরে যেতে হয়েছিল। রাজধানীর আশকোনার বাসা থেকে বেরোতেই দুজন পথশিশু এসে সামনে দাঁড়াল। করুণ স্বরে বলল, 'মামা, সারা দিন কিছু খাই নাই। ৩০টা ট্যাকা দিবেন? দুজনে ভাত খাইতাম।' টাকা দিলাম। পাশেই কেউ একজন খাবার বিক্রি করছিলেন। দুজনে সেখান থেকে এক বাটিতে ঘন ডাল আর ভাত এনে আমাকে দেখাল। দৃশ্যটা দেখে মর্মাহত হলাম। জরুরি কাজ শেষে বাসায় ফিরেও মন খারাপ থেকেই গেল।বাসায় আমার স্ত্রী সাদিয়াকে ঘটনাটি বললাম। সে বলল, হোটেল-রেস্তোরাঁ বন্ধ বলেই খাবারের ব্যবস্থা করতে পারছে না ওরা। আগ বাড়িয়ে সে-ই প্রস্তাব দিল রান্না করে কিছু মানুষকে খাওয়ানোর। পরদিন সাধ্যমতো ৩৫ প্যাকেট খাবার প্রস্তুত করলাম। করোনায় আক্রান্তের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও বেরিয়ে পড়লাম। চেষ্টা করলাম নিরাপত্তা পোশাক পরে নিজেকে যতটা সুরক্ষিত রাখা যায়। সেগুলো নিয়ে গিয়ে পথশিশুদের মধ্যে বিতরণ করলাম। কয়েকজনকে বললাম রাতে কী খাবে? বলল, 'যদি কেউ দিয়ে যায় খাব, আর না হয় না খেয়েই ঘুমাব।'

খাবার বিতরণের সেই ছবি আমার ফেসবুক ওয়ালে পোস্ট করি, অনুপ্রাণিত হয়ে সহযোগিতা করার জন্য আগ্রহী হলেন পরিচিত অনেকেই। সেই সহযোগিতায় চাল, ডাল, তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনে আলাদা ব্যাগে ভরলাম। সেই প্যাকেট নিয়েই বেরিয়ে পড়লাম অসহায় মানুষগুলোর জন্য। এমন অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, যাঁদের কষ্ট মনকে নাড়া দিল। যেমন রিকশাচালক হামিদ ভাই। ৪৫ বছর বয়সী হামিদ বললেন, ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে ঢাকায় এসেছেন। বাড়িতে পরিবারকে খরচ পাঠাতে হয়, ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করে, তাদেরও বাড়তি খরচ আছে। কিন্তু এখন দিন শেষে রিকশার মালিককে ভাড়া বাবদ টাকা জমা দিতেই হিমশিম খেতে হচ্ছে। কথাগুলো বলতে বলতে কেঁদেই ফেললেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে কী করবেন, কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না। আগে যেখানে ৬০০-৭০০ টাকা আয় করতেন, এখন প্রতিদিন পাচ্ছেন মাত্র ১০০-১৫০ টাকা।

ঢাকা বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশনের পাশে 'বিড়ালের মা' নামে একজন থাকেন। বিড়াল—কুকুর নিয়েই বসবাস করেন বলে তাঁর এমন নাম। চেয়েচিন্তে নিজে যা পান, সেখান থেকে বিড়াল—কুকুরের খাবারের ব্যবস্থা করেন, সেটাও আর ঠিকমতো পারছেন না, হিমশিম খেতে হচ্ছে তাঁকে। মানুষের এমন চিত্র দেখে নিজেকে আর ঘরে রাখি কীভাবে, তাই প্রতিদিন বেরিয়ে পড়ি খাবার বিতরণ করতে।

এই দুঃসময়ে বেঁচে থাকার গল্প

টিভির সামনে বসে থাকতে থাকতেই মেজাজটা খারাপ হয়ে গেছে তাঁর। করোনা নিয়ে এত এত তথ্য, নির্দেশনা, আপডেট আর নিতে পারছেন না। পাশের ঘর থেকে তাঁর মা সেতারা বেগম হাঁক দেন, 'দ্যাখ তো বাবা রবি, বাচ্চা দুটো ঝগড়া করছে কী নিয়ে?' রিভু আর রিতু তাঁর দুই ছেলেমেয়ে। মায়ের মোবাইল নিয়ে কাড়াকাড়ি চলছে ভাইবোনের মধ্যে। কীই—বা করবে আর বাচ্চারা! রিভু সেভেনে আর রিতু মাত্র ফাইভে। স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে ১০ দিনের বেশি। বাইরে যেতে পারছে না। কিছু নিয়ে তো থাকতে হবে। বসে বসে টিভি আর কতক্ষণ দেখবে।

বসার ঘরের পাশের ঘরটায় ছোট ভাই তমালের সঙ্গে রিভুও থাকে। সে ঘর থেকেই গিটারের শব্দ ভেসে আসছে। তমালের কণ্ঠটাও বেশ। ওর ফাইনাল ইয়ার চলছে। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হওয়ার পর থেকেই আর বের হচ্ছেন না ঘর থেকে। পড়ছেন, না হয় অনলাইন ক্লাস করছেন। বেশির ভাগ সময় কাটছে অবশ্য ফেসবুকে। অনেক দিন পর ওকে গাইতে শুনছেন রবি। গানের কথাগুলো বেশ চেনা চেনা লাগছে। তখনই গিটার হাতে রবির পাশে এসে বসলেন তমাল। 'ভাইয়া, তোমার সেই কবিতাটায় সুর বসিয়ে ফেললাম আজ। একটা দৈনিকের সাময়িকীতে ছাপা হয়েছিল বছর কয়েক আগে। কত দিন তোমার নতুন লেখা পাচ্ছি না। ঘরবন্দী থাকাকালে আরও কিছু লেখো না আমাদের জন্য।'

সরকারি কলেজে সাহিত্য পড়ান রবিউল ইসলাম রবি। এখন সহকারী অধ্যাপক। ক্লাসের প্রস্তুতি, পরীক্ষা, খাতা দেখানানা ব্যস্ততায় আগের মতো আর নিয়মিত লেখা হয় না তাঁর। তমালের কথাটা নিয়ে ভাবছেন তিনি। কিছু একটা শুরু করে দেবেন নাকি! গোটা কয়েক গান, নাকি কবিতা? একটা গল্পের প্লটও ঘুরছে মাথায়। দেখা যাক...

এই গৃহবন্দী সময়ে সারা দিন এ ঘরে—সে ঘরে থাকলেও খাওয়ার সময় সবাই একসঙ্গে খাবার টেবিলে বসে যান। রাতে খাওয়ার সময় রবি তাঁর ভাবনার কথাটা বলা শুরু করেন। 'আমরা কি একটা উৎসব করতে পারি না এই দমবদ্ধ সময়ে। পারিবারিক সাহিত্য উৎসব।'

'ঝেড়ে কাশ ভাইয়া', সহাস্যে বলে উঠলেন তিতলী। রবির ছোট বোন। পিএইচডি করছেন কানাডায়। মাস তিনেক আগে বেড়াতে এসে এখন আটকা পড়েছেন দেশে। রবি পুরো প্ল্যানটা বলতে থাকেন, 'বাসার সবাইকেই কিছু না কিছু লিখতে হবে। ছড়া, কবিতা, গান, গল্প কিংবা প্রবন্ধ। যার যা মন চায়। যেকোনো বিষয় হতে পারে। সময় সাত দিন। মানে সামনের শনিবার বিকেল থেকে শুরু হবে উৎসব। যার যার লেখা সে সে পাঠ করবে। তারপর সেই লেখা নিয়ে চলবে আলোচনা।'

'বাহদারুণ! চমৎকার প্ল্যান ভাইয়া।' তিতলী উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে থাকেন, 'উৎসবের দিনে কিন্তু বিশেষ খাবারদাবারের আয়োজন করতে হবে। নাহলে আর উৎসব কেন!' রিভু—রিতুর মা বিনু যোগ করেন, 'তবে সেদিন একটা কাজ করা যায় না, সবাই অন্তত একটা করে আইটেম রান্না করবে ঘরে যা আছে তা—ই দিয়ে। সকাল সকাল শুরু করলে দুপুরের মধ্যেই হয়ে যাবে আশা করি।' তমাল বোকার মতো বলে ওঠেন, 'আমি তো ডিম ভাজা ছাড়া আর কিছু পারি না ভাবি।'

'ইউটিউব আছে না কাকু! ভিডিও দেখে সব শিখে ফেলা যায় এখন।' রিতুর পাকনামিতে সবাই হো হো করে হেসে ওঠেন। রিভু দাদিকে বলে, 'তোমাকেও কিন্তু একটা গল্প লিখতে হবে দাদু। তুমি কত সুন্দর সুন্দর গল্প শোনাও আমাদের। তেমনই একটা চাই কিন্তু।'

পরদিন সকালে নাশতার টেবিলে তিতলী আরেকটা নতুন প্রস্তাব দিয়ে বসলেন। 'আজ আমরা ঘর গোছাব। সাজাব। অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত জিনিস ফেলে দিলেই কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে।' দুই পিচ্চি সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে বলে উঠল, 'আমরাও আছি ফুফি তোমার সঙ্গে।' বিনু বললেন, 'কিছু পুরোনো কাপড় আর কাগজ রেখে দিয়ো আমার জন্য। কিছু পুতুল বানানো যায় কি না দেখি।' পুতুলের কথা শুনেই রিতুর চোখ চকচক করে উঠল। রিভু তখন বলে, 'কাগজগুলো নিশ্চয়ই অরিগ্যামি করার জন্য। আমি কিন্তু নৌকা আর প্লেন বানাতে পারি কাগজ দিয়ে।' ছেলের কথায় সায় দেন মা। 'এবার আরও অনেক নতুন কিছু বানানো শিখব কাগজ ভাঁজ করে।' রিতু দুষ্টুমির সুরে আবার পাকামি করে, 'ইউটিউব আছে না!' হাসির ফোয়ারা ছোটে টেবিলজুড়ে। 'কী আপু! ঘর গুছিয়ে খুব টায়ার্ড?' তমালের কথায় তিতলী সায় দেন। 'হুম! টায়ার্ড হলেও মনটা বড় ফুরফুরারে ভাই। দ্যাখ বাড়িটা কী ঝকঝক করছে। আর পিচ্চি দুটোকে দ্যাখ একদম ঝলমলে চেহারা। ক্লান্তির ছাপমাত্র নেই একফোঁটা। তমাল, রাতের খাওয়া শেষ হলে গান শোনাবি আজ। প্লিজ! লক্ষ্মী ভাই আমার।' খাওয়া শেষে সবাই লিভিং রুমে আরাম করে বসে আড্ডা দিতে শুরু করেন। তমাল একফাঁকে নিজের ঘর থেকে ব্লুটুথ স্পিকারটা নিয়ে আসেন। 'কিরে! গিটার না এনে স্পিকার নিয়ে এলি যে?' অনুযোগের সুর তিতলীর কণ্ঠে। 'আজ আমি গান করব না। সবাই সবার পছন্দের গান শুনব। যেকোনো গান। দেশি—বিদেশি সব। নতুন—পুরোনো সব। মা, তোমাকে দিয়েই শুরু করি। বলো, তোমার পছন্দের গান কী? কোন গান শুনবে?' ছেলের কথায় মা বলেন, 'আমার সময়ের গান কি আর তুই এখন শোনাতে পারবি?' সঙ্গে সঙ্গেই রিতুর পাকামি, 'ইউটিউব আছে না দাদু।'

বিনু আর তিতলী বাচ্চাদের সঙ্গে মিলে অনেক পুতুল বানিয়ে ফেলেছেন। ছোট-বড়, লম্বা-বেঁটে, শুকনা-মোটা নানান পদের পুতুল। অনেক অনেক কাগজের খেলনা ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে—ছিটিয়ে। ফুল, পাখি, তারা, কুকুর, ব্যাঙ। সব কাগজ ভাঁজ করে করে। আনন্দে আত্মহারা রিভু—রিতু। ওরা নাকি ওগুলো দিয়েই বাড়ি সাজাবে উৎসবের দিনে। ওদের উচ্ছ্বাসে রবি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন।

এত কিছু ঘটে যাচ্ছে, এত হইচই! কিন্তু সেতারা বেগমকে এদিকটায় তেমন দেখা যাচ্ছে না। রবি মায়ের ঘরে যান খোঁজ নিতে। নাতিদের পুরোনো খালি খাতায় তিনি লিখে চলেছেন। গভীর মনোযোগ খাতার দিকে। রবির দিকে একটি বার ফিরেও তাকালেন না। হয়তো টেরই পাননি তিনি। নিজের ঘরে ফিরে এসে টাইপ করতে বসে গেলেন রবি। শিরোনাম দিয়েই শুরু করলেন লেখা। কন্সপিরেসি থিওরি অব করোনা। কোথায় গেল কোথায় গেল বলে বাড়িঘর মাথায় তুলে ফেলেছে রিতু। টয়লেট টিস্যুর ভেতরের কাগজের টিউব জমানোর বাতিক তার। তা-ই খুঁজছে সে। ঘর গোছানোর পর থেকে নাকি সেগুলো আর পাওয়া যাচ্ছে না। তিতলীই বের করে আনল ফেলে দেওয়া জিনিসের বস্তা খুঁজে। ওমা! বিকেলের মধ্যেই দু-দুটো পুতুল বানিয়ে ফেলল রিতু। সঙ্গে একটা কলমদানিও। সন্ধ্যার আগে আগে রিভু এসে বাবাকে বলল তার লেখা শেষ। বাবাকে শোনাতে চায়। রবি ছেলেকে চুপি চুপি বললেন, 'উৎসবের আগে শোনানো যাবে না বাবা। এখন শোনালে তো উৎসবের দিনে নতুন জিনিসের মজা পাওয়া যাবে না। ঈদের নতুন জামার মতো। তবে এতটুকু বলতে পারো যে তুমি কী লিখছছড়া না গল্প।'

এটা-সেটা করে সাঁই সাঁই করে দিন কেটে যাচ্ছে। ওদিকে করোনায় আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। বাড়ছে মৃতের সংখ্যাও। সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। দ্রুত ঘটে চলেছে একের পর এক ঘটনা। সবাইকে নিয়ে ভালো থাকতে হবে। পরিজন নিয়ে ঘরে থাকাই সবার জন্য ভালো এ মুহূর্তে। রবি আর ভাবতে পারছেন না। তার চেয়ে বরং লেখায় মনোযোগ দেওয়া যাক।

দুদিন পরেই উৎসব। সবার লেখাই প্রায় শেষ। কারও কারও শেষের দিকে। বাচ্চারা দাদির কাছে অনেক আবদার করেও জানতে পারেনি তিনি কী লিখেছেন। একদম তালা মেরে রেখেছেন মুখে। বিকেলে এমনই একটি ছবি এঁকেছে রিভু। দাদুর মুখে তালা। তা—ই দেখে রিতু বেশ কিছু কাগজ, পেনসিল, রং—পেনসিল নিয়ে হাজির। সবার হাতে কাগজ-পেনসিল ধরিয়ে দিল। সঙ্গে চলছে নির্দেশনা। 'বাবা তুমি আঁকবে মায়ের মুখ আর মা তোমাকে আঁকবে।' এমনি করে সবাই সবাইকে আঁকবে বলে সে তার ভাইকে আঁকা শুরু করে দিল। এই দেখে মা বললেন, 'আরেহ আমরা কি আর তোদের মতো আর্টিস্ট নাকি! আমরা কি আর আঁকতে পারি!' ভাবির অসহায়ত্ব দেখে তমাল বলেন, 'পারবে পারবে, শুরু করেই দেখো না একটিবার।' রবি মনে মনে হাসেন আর ভাবেন, যা ছিরি হবে না একেকজনের চেহারার। সত্যিই তা—ই, কারও মুখ ব্যাঙের মতো, কারোরটা উটের মতো, কিন্তু সময়টা কাটল দারুণ। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেছে সবার।

সাতটা দিন ফস করে চলে গেল। আজ শনিবার। আজই পারিবারিক সাহিত্য উৎসব। সবার লেখা শেষ। সকাল থেকে রান্না শুরু হয়েছে। গত রাতেই বাচ্চারা বসার ঘর সাজিয়েছে তাদের বানানো জিনিসপত্র দিয়ে। দেয়ালে দেয়ালে ফুল—পাখি দুলছে। যেন আনন্দে নাচছে। উৎসবে মাতোয়ারা।

রিতু লিখেছে রূপকথাপ্রজাপতি আর রাক্ষসের গল্প। রিভু ছন্দে ছন্দে লিখেছে নদী আর মাছের ছড়া। তমালের নতুন গান। একেবারে গেয়েই শুনিয়েছেন। তিতলীর সায়েন্স ফিকশন। বিনুর কবিতা। প্রতিটা পাঠ শেষে আলোচনা—সমালোচনা। রবির প্রবন্ধ নিয়ে তো তুলকালাম তর্ক। সবার শেষে সেতারা বেগমের গল্পজীবনগাথা। পড়ছেন তিনি। পড়তে পড়তে হাসছেন কখনো আবার চোখ ছলছল করে উঠছে। আসলে পড়ছেন না, গল্প বলছেন। জীবনের গল্প। হাসি—কান্নার গল্প। হারানোর গল্প। পাওয়ার গল্প। আসলে বেঁচে থাকারই গল্প।

প্রাণীদের জন্য ভালোবাসা

২০ মার্চ। আর দশটা দিনের মতোই সন্ধ্যা নামছে। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক, হল ছাড়তে শুরু করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া ভয়াবহ করোনাভাইরাস মোকাবিলার অংশ হিসেবে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়। শহীদুল্লাহ্ হলের আবাসিক শিক্ষার্থী ইসতিয়াক আহমেদও তল্পিতল্পা গুটিয়ে বের হচ্ছিলেন কক্ষ থেকে। এমন সময় একটি বিড়াল এসে দাঁড়ায় দরজার সামনে। বিড়ালটি নিয়ম করে আসে প্রতিদিনই। কোনো দিন একা, কোনো দিন সঙ্গীসহ। ওরা এলে ইসতিয়াক কিংবা রুমের অন্য বন্ধুরা এটা-ওটা খেতে দেন।

সেদিনও একা এসেছিল। কক্ষ তালাবদ্ধ করার সময় পায়ে-পায়ে ঘুরতে থাকে। বিড়ালটির দিকে তাকিয়ে ইসতিয়াকের কেমন একটা লাগে। ওর অসহায়ত্ব নাড়া দেয় তাঁকে। হাজার হাজার শিক্ষার্থীর এই ক্যাম্পাস জনশূন্য হয়ে যাচ্ছে। সবাই চলে যাচ্ছে নিরাপদ গন্তব্যে। কিন্তু ক্যাম্পাসে থাকা এই প্রাণীরা! করোনায় সতর্কতা অবলম্বনের ব্যাপার নেই ওদের। নেই নিরাপদ গন্তব্যে পৌঁছানোর তাড়াও। এই ক্যাম্পাস, আবাসিক হল, টিএসসি, খেলার মাঠ, ফুলার রোড, মল চত্বরএসবই তো এই অবলা বিড়াল-কুকুরগুলোর আবাসস্থল। ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থী বন্ধুরাই ওদের নিরাপদ খাদ্য জোগানের একমাত্র উৎস। তাহলে শিক্ষার্থীবিহীন ক্যাম্পাসে কীভাবে হবে ওদের খাদ্যের জোগান? ভাবনাটি মাথায় নিয়েই হল ছাড়েন ইসতিয়াক।

সেদিন রাতে বন্ধুর বাসায় ওঠেন। আক্ষরিক অর্থেই নির্ঘুম কাটতে থাকে রাতের প্রহরগুলো। অনেক ভেবেচিন্তে রাত আড়াইটার দিকে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার' গ্রুপে একটি পোস্ট দেন। মুহূর্তের মধ্যে মন্তব্যের ঘরগুলো ভরে উঠতে থাকে শিক্ষার্থীদের উৎসাহমূলক এবং আবেগঘন মন্তব্যে। ঢাকায় থেকে যাওয়া অনেক শিক্ষার্থীই তাঁর ডাকে সাড়া দেয়। যাঁদের পক্ষে সশরীরে উপস্থিত হওয়া সম্ভব নয়, আন্তরিক শুভকামনা জানান তাঁরা। এই অভূতপূর্ব সাড়া এবং পশুর প্রতি অগণন মানুষের এই নির্মল ভালোবাসা দেখে ইসতিয়াকও আশাবাদী হয়ে ওঠেন। অনুভব করেন মানবিক দায়বদ্ধতা। কুকুর-বিড়ালগুলোর খাবারের জোগানের জন্য গ্রামের বাড়ি না গিয়ে, শহরেই থাকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেটাকে যথার্থই মনে হয়।

মাহাবুব হাসান, সাবরিনা, ঐশী, মো. বায়েজিদ, ফারজানা, রফিক আহমেদসহ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বেশ কয়েকজন ইসতিয়াকের পাশে এসে দাঁড়ান। ২১ মার্চ সকালেই নিজেদের টাকায় কেনা খাবার নিয়ে যথারীতি উপস্থিত হয় ক্যাম্পাসে। বিড়ালের জন্য বিস্কুট, টোস্ট; কুকুরের জন্য চানখাঁরপুলের হোটেল থেকে খিচুড়ি, তেহারি কিনে আনেন। হোটেলগুলো ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করেন মাছের কাঁটা, উচ্ছিষ্ট হাড়গোড়। নিজস্ব মোটরসাইকেল থাকায় বেশ সুবিধা হয়েছে। শহীদুল্লাহ্ হল থেকে কবি জসীমউদ্‌দীন হলের মাঠ। মাস্ক পরে, স্যানিটাইজার সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হয় ক্যাম্পাসে। বিড়ালের জন্য বিস্কুট, টোস্ট; কুকুরের জন্য চানখাঁরপুলের হোটেল ও তাঁর সঙ্গীরা।

ইসতিয়াক বলেন, 'একটি মা কুকুরকে দেখলাম, একেবারে রুগ্‌ণ। অভুক্ত পেট চিমসে মেরে আছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বুকের হাড়গুলো। তিনটা বাচ্চা নিয়ে অসহায়ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক। আমরা চানখাঁরপুল থেকে খিচুড়ি কিনে এনে খেতে দিলাম। তিন সন্তানসহ মা কুকুরটি খেলো। মনে হলো, আরও খেতে চায়। আবার গিয়ে কিনে আনলাম। হোটেলের উচ্ছিষ্ট হাড়গোড়গুলোও নিয়ে এলাম পলিথিনে করে। সব খেয়ে নিল চেটেপুটে। ওদের খাওয়া দেখতে দেখতে আমার চোখে পানি এসে যাওয়ার মতো অবস্থা।' তড়িৎ প্রক

সোমবার জিবি হাসপাতালে যুব মোর্চার উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত। ছবি- নিজস্ব।

হরেকৃষ্ণ হরেরাম, বিদায় নাও বিজেপি-বাম : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): 'হরেকৃষ্ণ হরেরাম, বিদায় নাও বিজেপি-বাম''। হুগলির পুরশুড়ায় জনসভায় এ কথা বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযোগ করেন, সিপিএমের সমর্থনেই রাজ্যে বিজেপি এসেছে।

ফের একবার তৃণমূলনেত্রীর মুখে শোনা যায় 'জগাই-মাধাই-গদাই' কটাক্ষ। এ দিন ফের বলেন, ''বাংলা কারও কাছে মাথা নত করে না। বাংলা হ্যাংলা নয়।'' সোমবার দুপুরে হাওড়ার পুরশুড়ায় সভায় যোগ দেন মমতা। সেখান থেকে দলত্যাগী নেতাদের তুলোধনা করেন তিনি। নিশানা করেন বিজেপিকে। দলবদলের হিড়িক প্রসঙ্গে মমতা বলেন, ''বিজেপি ওয়াশিং মেশিন। অনেক নেতাই টাকা করেছেন। কালো টাকা। সেই টাকা ঢাকতে তাঁরা ওয়াশিং মেশিন বিজেপিতে চলে যাচ্ছে। তাতে দলের কোনও ক্ষতি নেই।''

বিজেপি ভোটে জিততে টাকাপয়সা ছড়াচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, বিজেপি টাকা দিলে টাকা নিয়ে মাংস-ভাত খান। ভোটের বাক্সে গিয়ে ভোটটা উল্টে দিন। তিনি বিজেপি বর্ধমানে নিজেদের পার্টি অফিসে আগুন জ্বালাচ্ছে, ব্যারাকপুরেও গণ্ডগোল পাকাচ্ছে বলে অভিযোগ তোলেন। সেইসঙ্গে জানিয়ে দেন, বাইরের গুন্ডাদের আমরা ঢুকতে দেব না। পাশাপাশি হুঙ্কার ছেড়ে তৃণমূল সুপ্রিমো বললেন, যারা অনেক টাকা করেছে, যাদের অনেক টাকা গচ্ছিত আছে, তাদের জন্য বিজেপি। আমি বলি, ভালো করে নাম লেখাও, এরপর আর তাঁদের তৃণমূলে নেব না। রক্ত দিয়ে কাজ করব, বহিরাগত বিজেপিকে ঢুকতে দেব না। জেলে থাকব, বিজেপির ঘরে থাকতে রাজি নই। মাথা নত করব একমাত্র জনগণের সামনে। বিজেপিকে তিনি কোনওমতেই মেনে নিতে নারাজ, এই স্পষ্ট বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। কয়েকমাস ধরেই শুভেন্দু অধিকারীর আচরণ সকলকে ভাবতে বাধ্য করেছিল। প্রকাশ্যে দলের বিরুদ্ধ মন্তব্য না করলেও ইঙ্গিতে বুঝিয়েছিলেন, তিনি বিরক্ত। পরবর্তীতে দলত্যাগ করে বিজেপিতে যোগ দেন তিনি। সঙ্গে নিয়ে যান বেশ কয়েকজন বিধায়ক ও এক সাংসদকে। এরপর আরও একাধিক নেতা প্রকাশ্যে দলের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। দলের তরফে তাঁদের মানভঞ্জনের চেষ্টাও করা হয়েছে। কোনওক্ষেত্রে নেতা-নেত্রীর মান ভাঙাতে শীর্ষ নেতৃত্ব সক্ষম হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিফল হয়েছেন। সম্প্রতি দল ও পদ ছেড়েছেন বনমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান এখনও কার কাছে স্পষ্ট নয়। এসবের মাঝে দলবিরোধী মন্তব্য করায় অপসারিত হয়েছেন বালির বিধায়ক বৈশালী ডালমিয়া। ওইদিনই তৃণমূল বুঝিয়ে দিয়েছে, দল এহেন আচরণ বরদাস্ত করবে না। আজ তা স্পষ্ট করলেন সুপ্রিমো।

অরূপ রায়কে দেখতে হাসপাতালে রাজীব

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.) : সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায় কে দেখতে হাসপাতালে গেলেন পদত্যাগী মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। দীর্ঘদিন তাঁদের মতবিরোধ থাকলেও আজ তাঁকে দেখতে হাসপাতালে যান রাজীব বাবু। রবিবার সকাল ১০টা নাগাদ বুকে ব্যথা অনুভব করায় অরূপ রায়কে ভর্তি করা হয় উডল্যান্ডস হাসপাতালে। সেদিনই বিকেলে তাঁর দিকের ধমনীতে ব্লকেজ ধরা পড়ে। এরপরেই চিকিৎসক সরোজ মন্ডলের নেতৃত্বে তাঁর স্টেন্ট বসানো হয়। অস্ত্রোপচারের পর ভালো আছেন অরূপ রায়।

অরূপ রায় আর রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়- হাওড়া জেলা তৃণমূলের দুই প্রথম সারির নেতা। অথচ হাওড়ার রাজনৈতিক মহলে কান পাতলেই শোনা যায় দুই নেতা মতবিরোধ, মনোমালিন্যের নানা বিষয়। সম্প্রতি তা আরও প্রকট হয়ে উঠেছিল রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক মন্তব্যে।

রাজভবনের কর্মী 'রিলিজ' নিয়ে পদক্ষেপ হাইকোর্টের

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): রাজভবনের অতিরিক্ত মুখ্যসচিবকে আদালতে তলব করেও তা প্রত্যাহার করে নিল কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার রাজভবনের অতিরিক্ত মুখ্যসচিবকে সশরীরে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ জারী করেছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজশেখর মান্থা। কিন্তু পরে অ্যাডভোকেট জেনারেলের প্রতিনিধিরা বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান অ্যাডভোকেট জেনারেল নিজে এই মামলায় প্রতিনিধিত্ব করবেন। এর পরে অতিরিক্ত মুখ্য সচিবকে হাজিরার নির্দেশ প্রত্যাহার করে নেন বিচারপতি মান্থা।

যে ঘটনাকে ঘিরে এই টানাপোড়েন, তা হল গত সেপ্টেম্বর মাসে রাজভবনের দুই কর্মীকে কোনও কারণ না দেখিয়েই 'রিলিজ লেটার' ধরানো হয় রাজভবনের তরফে। পার্থপ্রতিম ঘোষ ও মৌ মিত্র সরকার নামে দুই রাজভবনের কর্মীকে 'রিলিজ' করা হলেও কেন তা করা হল তা নিয়েই মামলা শুরু হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে।

জানা গিয়েছে, রাজভবনের এই দুই কর্মীকে রিলিজ করার বিষয়ে তাঁদের কিছু জানানো হয়নি। এমনকি তাঁদের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের কাছে কোনও অভিযোগও জানায়নি রাজভবন। এরই মধ্যে রাজ্য সরকারের কাছে ওই দু'জন চাকরির জন্য গেলে, রাজ্য জানায় এ বিষয়ে তাদের কাছে কোনও খবর নেই। অভিযোগ, রাজভবনে চারবার আবেদন করা হলেও তাঁরা কোনও সদুত্তর পাননি। এমনকী গত চার মাস ধরে তাঁরা বেতনও পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ তোলেন। এরপরই তাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হন।

সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজশেখর মান্থা নির্দেশ দেন, আগামী ২ ফেব্রুয়ারি রাজভবনের অতিরিক্ত মুখ্য সচিবকে আদালতে হাজির হতে হবে। পরে সেই নির্দেশ প্রত্যাহার করে নেন বিচারপতি।

রাজভবন থেকে বদলি করে দেওয়া হাউস কিপার মৌ মিত্র সরকার এবং মেসেঞ্জার পার্থপ্রতিম ঘোষ দাবি করেছেন, রাজভবন ক্যাডারের স্বীকৃতি বাতিল করা যাবে না। বেতনও বন্ধ করা যাবে না। ৫ অক্টোবর হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চে দায়ের করা এই মামলায় রাজ্য সরকারকেও পক্ষ করা হয়েছে। রাজভবন ক্যাডারের আরও পাঁচ জন্য গ্রুপ সি কর্মীকে স্ট্যান্ড রিলিজ করে দেওয়া হয়েছে। এই পাঁচ জন হলেন- দফতরি সুকুমার সাঁপুই, হাউস বেয়ারার দোমন ঠাকুর, চাপরাশি প্রমথনাথ, হাউস হোল্ড সুপার ভাইজার বিজয় লেপচা এবং খিদমতগার গোপাল সাহা। প্রভিশন অফ রুল ৯৭, নোটিফিকেশন নম্বর ১৭৫-এফ (পি) ৯.১.২০১৪ অনুযায়ী এই সাতজনকে রাজ্য সরকার যে কোনও দফতরের ডেপুটেশনে পাঠানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সেই নির্দেশের স্বাক্ষর করেছেন খোদ জগদীপ ধনকর। স্ট্যান্ড রিলিজ করে দেওয়ার অর্থ কোনও নির্দিষ্ট পদে বদলি হওয়ার আগেই তাঁদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া।

এই সাতজনকে রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতরে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছিল। সেই সময় রাজ্য সরকারের পুজোর ছুটি চলছিল। তাই ওই অবস্থায় কোনও কর্মীকে এভাবে স্ট্যান্ড রিলিজ দেওয়া নিয়ে সংশ্লিষ্ট সাত জনের তরফে প্রশ্ন তোলা হয়। তাছাড়া এই সাতজন সরাসরি রাজভবন থেকেই নিয়োগপত্র পেয়েছিলেন। ফলে তাঁদের রাজ্য সরকারের অন্য কোনও দফতরে কাজে যোগ দেওয়ারও সুযোগ নেই। এরই বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন দুজন।

আবেদনকারী দু'জনের বিরুদ্ধেই রাজভবন থেকে তথ্য প্রকাশের অভিযোগ তুলেছিলেন রাজ্যপাল। এখন দেখার বিষয় এই মামলার জেরে মামলাকারী ২জন ও বাকি ৫জনের কী ভবিষ্যৎ দাঁড়ায়।

শুরু হয়েছে 'বইমেলা ২০২১'-এর প্রহরগোনা

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি (হি.স.): কলকাতায় এবার বইমেলা হচ্ছে না ভেবে অনেকে বেশ হতাশ হয়েছিলেন। তবে, শেষ পর্যন্ত অন্য বইমেলার আয়োজনে তাঁরা খুশি। বর্ণপরিচয়' পরিচালিত বইমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন বৃহস্পতিবার। ওই দিন বিকেল চারটেয় ঘন্টা বাজিয়ে মেলার সূচনা হবে। থাকছে জমজমাট অনুষ্ঠান। ৩১ জানুয়ারি রবিবার রাতে শেষ। এই চারদিনের মধ্যে বাড়তি আকর্ষণ, ৩০ জানুয়ারি সন্ধেবেলা শান্তিনিকেতন থেকে মেলায় আসছে বাউল শিল্পীরা। মেলায় বইয়ের স্টলের পাশাপাশি চলবে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা, প্রকাশিত হবে নতুন বই। নিজেদের সম্ভার নিয়ে হাজির থাকবে বইপাড়াও।

বইপ্রেমীদের জন্য 'বইমেলা ২০২১'এর উপহার, ২৫ শতাংশ ছাড়ে বই কেনার সুযোগ! এ বড় কম পাওয়া নয়। খাদ্যরসিকদের জন্য থাকছে সুখবর। বইমেলায় থাকবে খাবারের স্টলও।

প্রতি বছর যারা বইমেলা করে, সেই পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ড গত ৬ জানুয়ারি সাংবাদিক সম্মেলন করে জানায়, বর্তমান করোনা অতিমারী পরিস্থিতিতে ৪৫তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা ২০২১ অনুষ্ঠিত করা এখনই সম্ভব হচ্ছে না। বইমেলার পরবর্তী তারিখ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়া মাত্রই জানিয়ে দেওয়া হবে গিল্ডের বর্ধিত কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় এমনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক সুধাংশুশেখর দে এবং সভাপতি ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় এ ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা চান। এ সংক্রান্ত একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিও দেওয়া হয়।

এর পরেই প্রশ্ন ওঠে, চারদিকে সবরকম মেলা হচ্ছে।জেলায় জেলায়ও বইমেলা হচ্ছে। তাহলে কলকাতায় বইমেলা কেন নয়? ক'দিন বাদে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স কোঅর্ডিনেশন কমিটি' বইমেলার আয়োজন করে। তাঁদের মতে, আকস্মিক কোভিড পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তকমেলা যখন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত হয়ে গেল, যে-কোনও বইপ্রেমী মানুষই তাতে দুঃখিত হন। মুষড়ে পড়েন প্রকাশকরাও। এই অবস্থায়, ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের কতিপয় তরুণ এবং কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ার একাধিক প্রকাশক সিদ্ধান্ত নেন, কোভিড বিধি মেনে সীমিত পরিসরে একটি বইমেলা আয়োজনের, বলা ভালো, বই ঘিরে একটি উৎসব পালনের।

ঠিক হয়, ২৮ জানুয়ারি থেকে চার দিনের জন্য, বেলা দুটো থেকে রাত ন'টা, হৃষিকেশ পার্কে হবে এই মেলা। এর দুই মূল উদ্যোক্তা দীপ প্রকাশনের শঙ্কর মন্ডল এবং দেব সাহিত্য কুটিরের রূপা বাগচি হন কমিটির চেয়ারম্যান ও আহ্বায়ক। কার্যকরী কমিটিতে আছেন মিত্র ও ঘোষের ইন্দ্রানী রায়, স্থানীয় পুর কোঅর্ডিনেটর সাধনা বোস, আমহার্স থানার ওসি পুলক দত্ত প্রমুখ। নেটজেন কমিউনিকেশনের সহযোগিতায় মেলার উদ্যোগ আয়োজন শুরু হয়।

১৯ জানুয়ারি পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ড এই মেলার বিরোধিতা করে। তাদের বক্তব্য, ১৯৯৯ সালের ট্রেড মার্ক আইন অনুযায়ী 'কলকাতা বইমেলা' নামটা গিল্ডের নেওয়া। কীভাবে একই নামে অন্য গোষ্ঠী বইমেলা করে? সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে গিল্ডের লিখিত আপত্তি জানানো হয়।

বইপাড়ার খবর, গিল্ডের দুই প্রধান কর্তার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর দীর্ঘ ঘনিষ্ঠতা প্রকাশকদের অনেকে মেনে নিতে পারেননি। প্রস্তাবিত বইমেলা সফল হলে গিল্ডের বইমেলার একচেটিয়া আধিপত্য ক্ষুন্ন হবে। রাজ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতার পালাবদল হলে নয়া কমিটি সরকারিভাবে মূল বইমেলা করার অনুমতি পেতে পারে। গিল্ডকর্তারা বইমেলার কর্তৃত্ব হাতছাড়া করতে চান না। এই টানাপড়েনে গিল্ড কী ভূমিকা নেয়, সেদিকে নজর ছিল প্রকাশকমহলের।

বিতর্কের জেরে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স কোঅর্ডিনেশন কমিটি' প্রস্তাবিত বইমেলার নাম বদলে দেয়। উদ্যোক্তাদের মতে, ''এই বইমেলা আদৌ কারও বিরোধী বা বিকল্প হয়ে ওঠার মনোভাব পোষণ করছে না। পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ডের অনুষ্ঠিত কলকাতা পুস্তকমেলা, যাকে আমরা বাঙালির ১৪-তম পার্বণ বলি, তা আমাদের গর্ব। আমরা প্রত্যেক প্রকাশক তা থেকে বাণিজ্যিক ভাবে লাভবান হই, এ কথা অনস্বীকার্য। আমাদের একান্ত গৌরবের, সম্মানের এই পুস্তকমেলাকে খর্ব করার মতো হঠকারিতা আমরা কখনোই দেখাতে পারি না। লক্ষণীয়, গিল্ডের অধিকাংশ সদস্য প্রকাশক এই বইমেলায় যোগ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। সুতরাং, এই বইমেলা গিল্ড-আয়োজিত পুস্তকমেলার প্রতিস্পর্ধী, এমন ভাবনা একেবারেই অমূলক। তবুও, আমাদের প্রস্তাবিত নামকরণে গিল্ড কর্তৃপক্ষ অসন্তোষ প্রকাশ করায় আমরা বইমেলার নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পরিবর্তিত নাম 'বইমেলা ২০২১'।

যে সকল বইপ্রেমী সারাবছর অপেক্ষা করে থাকেন বইমেলায় আসার জন্য, তাঁদের আবেগকে সম্মান জানিয়েই এই বইমেলার আয়োজন। পাশাপাশি, আমরা সকলেই জানি কোভিড এবং আম্ফান দুয়ের তাণ্ডবে কলেজ স্ট্রিট বইপাড়া কতখানি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এই সামান্য আয়োজন যেন বইপাড়ার অর্থনীতিকে সামান্য হলেও সাহায্য করতে পারে, এটুকুই আমাদের কাঙ্ক্ষিত। সেই কারণেই এই বইমেলায় স্টলের জন্য কোনও অর্থমূল্য ধার্য করা হয়নি। ছোট বড় প্রকাশনা, লিটল ম্যাগাজিনের সঙ্গে এখানে থাকছেন ভার্চুয়াল দুনিয়ার পুস্তকগোষ্ঠীগুলি। সামাজিক দূরত্ব যখন আমাদের ক্রমশ বিচ্ছিন্ন করে তুলেছে, সেই সময়ে লেখক-পাঠকের মুখোমুখি আলাপ, বই ও বইপ্রিয় পাঠকের।''

অন্যদিকে, গিল্ডের তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে, ''আমরা কোনও বইমেলার বিরোধিতা করছি না। প্রসঙ্গত জানাই পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ড পশ্চিমবঙ্গ, ভারত এবং বিদেশে বইমেলা আয়োজন করার ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করে থাকে।''

বইমেলা কমিটির চেয়ারম্যান দীপ প্রকাশনের কর্ণধার শঙ্কর মণ্ডল বলেন, ''এই উদ্যোগ বইপ্রেমীদের প্রাণের টান। হয়ত স্থানাভাবে ও সময়াভাবে তেমন বড় করা গেল না, কিন্তু আমরা নিশ্চিত যে এই বইমেলাও তৃপ্তি দেবে।''

এই বইমেলার উদ্বোধন কে করবেন? উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান/ বিশেষ অতিথি হিসাবে কে কে থাকছেন? গিল্ডের দুই কর্তাব্যক্তি কি আসবেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে মেলার আহ্বায়ক রূপা মজুমদার এই প্রতিবেদককে জানান, ''করোনার জন্য সেভাবে মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হচ্ছে না। বয়স্কদের আমন্ত্রণ করতে কিছুটা দ্বিধা করছি। তবে, নবীন এবং মাঝবয়সী সাহিত্যিক ও বইপ্রেমিরা অনেকেই আসবেন।''

কী মাপের, কটা স্টল হচ্ছে? পত্রভারতী, দে'জ কি স্টল নিচ্ছে? উত্তরে রূপা মজুমদার বলেন, ''মোট জায়গাটাই যেহেতু কম, স্টলও খুব ছোট করতে হচ্ছে। ৫০ বর্গফুট আর ১০০ বর্গফুটের।''

মেলার আনুমানিক বাজেট কত? এটা কে দেবে?

এখনই এসব নিয়ে কথা বলতে চাইছিনা। মেলা শেষ না হলে স্পষ্ট উত্তরও দিতে পারব না।

প্রতি বছর কি তাহলে এই মেলা হবে? রূপার উত্তর এবারের মেলা ভালভাবে হলে তো না করার কারণ নেই! কোনও সমস্যা হলে সেটা খতিয়ে দেখতে হবে।

ডিমা হাসাওয়ে নতুন ভোটার ৩,৬৫৪ জন, জাতীয় ভোটার দিবসে জানান জেলাশাসক

হাফলং (অসম), ২৫ জানুয়ারি (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় ডি ভোটারের সমস্যা নেই, জানালেন জেলাশাসক পল বরুয়া। সোমবার জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক বরুয়া বলেন, নতুন যে ভোটার তালিকা প্রকাশ পেয়েছে তাতে কোনও সন্দেহজনক (ডি) নাগরিকের নাম নেই। ফলে ডিমা হাসাও জেলায় ডি ভোটারের কোনও সমস্যা নেই।

জেলাশাসক বলেন, ডিমা হাসাওয়ে একজনও ডি ভোটার নেই। ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে এ নিয়ে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে। এতে সন্দেহজনক কোনও ভোটারের নাম সন্নিবিষ্ট হয়নি। তাই সম্পূর্ণ শুদ্ধ ভোটার তালিকা প্রকাশ হয়েছে, জানিয়েছেন জেলাশাসক। তিনি জানান, ডিমা হাসাও জেলায় ২০২০ সালের ১৮ নভেম্বরের ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৫২৯ জনের। তবে নতুন প্রকাশিত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ৩,৬৫৪ জনের নাম। নতুন প্রকাশিত ভোটার তালিকায় বর্তমানে মোট ভোটারের সংখ্যা হচ্ছে ১ লক্ষ ৪৬ হাজার ১৮৩ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা হচ্ছে ৭৩ হাজার, ৪৬৩ আর মহিলা ভোটারের সংখ্যা ৭২ হাজার ৭২০ জন।

জেলাশাসক পল বরুয়া বলেন, নির্বাচন কমিশন এখনও বিধানসভা ভোটের দিন তারিখ ঘোষণা করেনি। তবে বিহুর আগেই রাজ্যে নির্বাচনের সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার জাতীয় ভোটার দিবসে এবার ১৮ বছরের যে সব যুবক বা যুবতীদের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাঁদের জেলাশাসকের সভা কক্ষে আয়োজিত সংবর্ধনা প্রদান করে সার্টিফিকেট প্রদান করেছেন জেলাশাসক পল বরুয়া। তাছাড়া যাঁদের বয়স ১৮ হয়েছে এবং এবার ভোটার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেননি তাঁদের ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করাতে আবেদন জানিয়ে সবাইকে নির্ভয়ে নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করার আহ্বান জানান জেলাশাসক পল বরুয়া।

এদিনের জাতীয় ভোটার দিবসের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক দীপক জিডুং, ইলেকশন অফিসার হেমাঙ্গ নবিস প্রমুখ।

নেতাজি জন্মজয়ন্তী পালনের পর 'অপরিষ্কার' ভিক্টোরিয়া, টুইট ক্ষুব্ধ মিমির

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): নেতাজির ১২৫ তম জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানের পর প্রায় ৪৮ ঘণ্টা কাটল। তা সত্বেও অপরিষ্কার হয়ে পড়ে রয়েছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। এই অভিযোগেই টুইটে ক্ষোভপ্রকাশ করলেন যাদবপুরের তারকা তৃণমূল সাংসদ মিমি চক্রবর্তী।

নেতাজি জন্মজয়ন্তী ছিল গত শনিবার। অন্যান্য দিনের মতো রবিবার সকালে প্রাতঃভ্রমণকারীরা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে যান। তাঁদের অভিযোগ, হাঁটাচলার প্রায় জায়গাই নেই। পরিবর্তে ওই রাস্তাঘাট খাবারের প্যাকেট, ময়লা ফেলার প্যাকেট, ফাঁকা জলের বোতলে ভরতি। রবিবারের পর সোমবারও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ছবি বদলায়নি এতটুকু।

আর সেই অভিযোগ কানে আসার পরেই টুইটে ক্ষোভপ্রকাশ করেন মিমি। তিনি লেখেন, "একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে হেরিটেজ ভবন পরিষ্কারের দায়িত্ব থাকে আপনাদেরই। এটা দায়িত্ববোধের পরিচয়। আমরা সকলেই জানি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের চত্বরে খাবার নিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ। শুধুমাত্র আপনারা বলেই কি নিয়ম ভাঙা হল?"

নেতাজি জন্মজয়ন্তী পালনের দিনে সংঘাতের মাঝেও একই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী। বক্তব্য রাখতে মঞ্চে ওঠার সময়ই তাঁকে লক্ষ্য করে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দেওয়া হয়। তাতেই খানিকটা ক্ষুব্ধ হন মুখ্যমন্ত্রী। কাউকে এভাবে আমন্ত্রণ করে অপমান করা অনুচিত বলেই দাবি করে বক্তৃতা রাখতে অস্বীকার করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ইস্যুতেই আপাতত তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি।

সে প্রসঙ্গে এদিন টুইট করেন মিমি। তিনি লেখেন, "সবসময় ব্যাপারটা রাজনীতিকেন্দ্রিক নয়। কিছু নীতিবোধও থাকে। তা যদি সেদিন ভিক্টোরিয়ায় আসা অতিথিদের থাকত তবে দৃশ্যদূষণ আটকানো যেত।"

পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে আক্রান্ত ২৫২জন, মৃত্যু ৭ জনের

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি (হি. স.): পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২৫২জন। একদিনে সুস্থ হয়ে উঠছেন ৪১৭জন। সুস্থতার হার বেড়ে হয়েছে ৯৭.১৪শতাংশ। রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৭জনের। এদিকে কমেছে মোট পরীক্ষিত নমুনা অনুযায়ী সংক্রমিত মানুষের হার। ২৪ ঘন্টায় পরীক্ষিত নমুনার ৭.২৪শতাংশ মানুষ এদিন সংক্রমিত হয়েছেন। সোমবার স্বাস্থ্য দফতর বুলেটিন সূত্রে অন্তত খবর এমনটাই।

এখন রাজ্যে সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৬হাজার ১৫১জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫লাখ ৬৮হাজার ৩৫৫জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ৫লাখ ৫২হাজার ৮২জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ১০হাজার ১২২জনের।

এদিকে গত একদিনে কলকাতায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৭জন। সুস্থ হয়েছেন গত ২৪ ঘন্টায় ৮২জন। শহরে গত একদিনে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ২জনের। বর্তমানে এখন করোনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ১২৩০জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতার পরেই রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা। একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৪জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ১১৬জন।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ১৮হাজার ২৪৩টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৭৮লাখ ৫১হাজার ৫৩২টি। এখন রাজ্যে ১০২টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

বিজেপি যে সংস্কৃতি নিয়ে এসেছে তা ভয়াবহ, প্রতিবাদ সভা থেকে অভিযোগ কৌশিক সেনের

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি (হি. স.): ধর্ষণের হুমকিতে জর্জরিত টলি অভিনেত্রীরা। এমনকি 'গণধর্ষণ'-এর হুমকিও ধেয়ে আসছে। অনলাইনে ক্রমাগত ধর্ষণ ও খুনের হুমকি পেতে পেতে বিধ্বস্ত শিল্পীদের কিছু অংশ। এমনই অভিযোগ উঠছে। এর প্রতিবাদে সোমবার মেট্রো চ্যানেলে আয়োজন করা হয় এক প্রতিবাদ সভার।

এদিনের প্রতিবাদ সভা থেকে অভিনেতা কৌশিক সেন অভিযোগ করে বলেন, 'আমি পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছি, আমি তৃণমূলের সমর্থক নই। আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থক নই। আমি তৃণমূল না কি আমি সিপিএম নাকি আমি কংগ্রেস এই মূহুর্তে সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্নটা সেটা ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে গেছে। আমাকে আপনারা কোনও দিন কোনও সরকারি কমিটি, কোনও সরকারি অনুষ্ঠান, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পদযাত্রা ইত্যাদিতে দেখেননি, ভবিষ্যতেও দেখবেন না। তাঁর কারণ আমি বিশ্বাস করি একজন শিল্পীর প্রতিষ্ঠান বিরোধী হওয়া দরকার। একজন শিল্পী যদি প্রতিষ্ঠান বিরোধী না হয় তাঁর পক্ষে কাজ করা মুশকিল। প্রশ্নটা প্রতিষ্ঠান বিরোধীতাও নয়। প্রশ্নটা হল আজ ভারতীয় জনতা পার্টি যে সংস্কৃতিটা ভারতে নিয়ে এসেছে, পশ্চিমবঙ্গের সামনে নিয়ে এসেছে সেটা ভয়াবহ। এতে যে কোনও মহিলাকে আক্রমণ করা ফ্যাসিস্ট শক্তির অন্যতম বৈশিষ্ট।' এদিনের অনুষ্ঠানে একঝাঁক তারকা উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি টলিউডের অভিনেত্রী সায়নী ঘোষ, দেবলীনা দত্ত থেকে শুরু করে সুরকার ও পরিচালক অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়কে একাধিক হুমকির মুখে পড়তে হয়েছে। তাঁরা নিজেদের মত প্রকাশ করে বিক্ষোভের মুখে পড়েছেন। এদিন মঞ্চে প্রত্যক্ষভাবে কোনও রাজনৈতিক রঙ বা দলীয় পতাকা ছিল না। এদিন পোস্টারেই তুলে ধরা হয়েছে সভার বক্তব্য। তাতে এক মহিলার ছবি আঁকা। যার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে। ছবির নীচে একটি পরিচ্ছেদে প্রকাশিত হয়েছে প্রতিবাদীদের বক্তব্য। তাতে লেখা, 'এই মাটি নারীর সম্মান রক্ষার জন্যে সবার আগে সমস্ত মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। কোনও নারীকে অপমান করা, তাকে ট্রোল করা, তার সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্য করা বাংলার সংস্কৃতি নয়।' হিন্দুস্থান সমাচার/মৌসুমী / কাকলি

৭২ তম প্রজাতন্ত্র দিবসে অসমের কোন মন্ত্রী কোথায় উত্তোলন করবেন জাতীয় পতাকা

গুয়াহাটি, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.) : কোভিড পরিস্থিতির মধ্যে আগামীকাল সমগ্র দেশ জুড়ে উদযাপন হবে ৭২ তম প্রজাতন্ত্র দিবস। দেশের অন্য প্রান্তের সঙ্গে সংগতি রেখে অসমেও সম্পূর্ণ কোভিড প্রটোকল বিধি মেনে উদযাপন করা হবে প্রজাতন্ত্র দিবসের কার্যসূচি। রাজ্যের মূল অনুষ্ঠান হবে গুয়াহাটির খানাপাড়ায় পশু মহাবিদ্যালয় ময়দানে। এই দিনকে যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালন করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত অসম। আগামীকাল রাজ্যের বিভিন্ন জেলা সদরে যে সকল মন্ত্রী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন তার এক তালিকা পাওয়া গেছে। প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী রাজ্যের অর্থ, পূর্ত, স্বাস্থ্য ও শিক্ষামন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে ভাষণ দেবেন নগাঁওয়ে। এছাড়া ডিব্রুগড়ে পতাকা উত্তোলন করবেন পরিবহণ, শিল্পোদ্যোগ ও সংসদীয় পরিক্রমা মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি, বরপেটায় আইন, সমবায

ভারতে ১৯.২৩-কোটি করোনা-টেস্ট, সুস্থতা বেড়ে ৯৬.৮৩ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): বাড়তে বাড়তে ভারতে ১৯.২৩-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-টেস্টের সংখ্যা। সোমবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৪ জানুয়ারি সারা দিনে ভারতে ৫,৭০,২৪৬টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ১৯,২৩,৩৭,১১৭-এ পৌঁছে গেল।

ভারতে সুস্থতার হার দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে। রবিবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৩,২৯৮ জন, দেশে মোট সুস্থতার হার ৯৬.৮৩ শতাংশ। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৫৩,৪৭০ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৪৪ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ১৩১ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,০৩,৩০,০৮৪ জন। একইসঙ্গে ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা একধাক্কায় অনেকটাই কমেছে। এই মুহূর্তে ভারতে মোট ১,৮৪,১৮২ জন করোনা-রোগী (১.৭৩ শতাংশ) চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ডিএনএলএ আহূত ৩৬ ঘণ্টার ডিমারাজি বনধ-এ ডিমা হাসাও জেলার জনজীবন বিপর্যস্ত

হাফলং (অসম), ২৫ জানুয়ারি (হি.স.) : ডিমাসা ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (ডিএনএলএ) আহূত ৩৬ ঘণ্টার ডিমারাজি বনধ-এ ডিমা হাসাও জেলার জনজীবন সোমবারও সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বনধ-এর জেরে আজ ডিমা হাসাও জেলার সদর শহর হাফলং সহ মহকুমা সদর মাইবাং, মাহুর, হারাঙ্গাজাও, উমরাংসো, লাংটিং, হাতিখালি, দিয়ুংমুখ প্রভৃতি এলাকার জনজীবন ছিল সম্পূর্ণ স্তব্ধ।

এদিকে বনধ-এ হাফলং শহরের বাজারহাট, দোকানপাট, সরকারি বেসরকারি কার্যালয়, আদালত, ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, স্কুল কলেজ সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সবই ছিল বন্ধ। তবে পাহাড় লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক থাকলেও কোনও যানবাহন, এমন-কি দূরপাল্লার কোনও গাড়িঘোড়া রাস্তায় আজও বের হয়নি। তাছাড়া বনধকে কেন্দ্র করে জেলার কোনও জায়গা থেকে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর মেলেনি, বনধ ছিল সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের ২৫ জানুয়ারি ডিমা হাসাও জেলার জমি বৃহত্তর নাগালিমে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার খবর প্রচারিত হওয়ার পর পাহাড়ি এই জেলার ডিমাসা জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন দল সংগঠন এর প্রতিবাদে মাইবাং স্টেশনে রেল অবরোধ করেছিল। সেদিন রেল অবরোধকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ গুলি চালালে মিঠুন ডিব্রাগেডে ও প্রবান্ত হাকমকসা নামের দুই ডিমাসা যুবকের মৃত্যু হয়েছিল। তার পর থেকে ২৫ জানুয়ারি দিনটি শহিদ দিবস হিসেবে পালন করছে ডিমাসা জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন দল ও সংগঠন।

অন্যদিকে ডিমাসা ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি ২৫ জানুয়ারি দিনকে ব্ল্যাক ডে হিসেবে পালন করে আসছে। এদিকে সোমবার সন্ধ্যায় হাফলং নগর সমিতির মাঠে ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়নের উদ্যোগে আয়োজিত এক স্মরণ সভায় মোমবাতি জ্বালিয়ে মৃত মিঠুন ডিব্রাগেডে ও প্রবান্ত হাকমকসাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে বিভিন্ন দল সংগঠন।

হিন্দুস্থান সমাচার / নিরুপম / সমীপ

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

করোনার ভেকসিন নিলেন প্রাক্তন প্রাক্তন স্বাস্থ্য অধিকর্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৫ জানুয়ারি।। সোমবার কর্নেল চৌমুহনী স্থিত মিশন ডাইরেক্টর অফিসে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় প্রদান করা হয়। এদিন রাজ্যের প্রবীণ শিশু বিশেষজ্ঞ তথা প্রাক্তন স্বাস্থ্য অধিকর্তা বিকাশ রায় ভ্যাকসিন গ্রহণ করেন। এছাড়া অন্যান্য চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী দেরকে এদিন ভেকসিন প্রদান করা হয়েছে। সোমবার মিশন ডাইরেক্টর অফিসে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ডাক্তার দিলীপ দাস। বিধায়ক এদিন করোনা ভাইরাস প্রতিরোধক ভ্যাক্সিন প্রদান সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানান, ভ্যাকসিন নিয়ে অনেকের মধ্যেই ভয় ভীতি রয়েছে। এ নিয়ে অপপ্রচার চলেছে। এত তাড়াতাড়ি কিভাবে ভারত করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবেলায় প্রতিষেধক ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেছে তা নিয়েও নানা মহলে নানা প্রশ্ন উঠেছে। এসব বিষয় নিয়ে বিভ্রান্ত না হতে তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি বলেন পৃথিবীর পৃথিবীর ৯২ দেশ ভারতের কাছে ভ্যাকসিন চেয়েছে ,। এই ভ্যাকসিন নিয়ে কারোর মধ্যে কোন ধরনের সংশয় থাকা উচিত নয় বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। রাজ্যের প্রবীণ শিশু বিশেষজ্ঞ তথা প্রাক্তন স্বাস্থ্য অধিকর্তা বিকাশ রায় ভ্যাকসিন নিতে এসেছেন খবর পেয়ে ডাক্তার দিলীপ দাস অফিসে ছুটে এসেছেন বলে জানান।৮২ বছর বয়সে তিনি ভ্যাকসিন গ্রহণ করে সমাজকে অভয়ের বার্তা দিতে চেয়েছেন বলেও বিধায়ক উল্লেখ করেন। ভ্যাকসিন গ্রহণ করতে এসে প্রবীণ চিকিৎসক তথা প্রাক্তন স্বাস্থ্য অধিকর্তা বিকাশ রায় বলেন ভ্যাকসিন দিতে পেরে তিনি দারুণ খুশি। এই ভ্যাকসিন গ্রহণ করলে ক্ষতির কোনো আশঙ্কা নেই বলেও তিনি উল্লেখ করেন। সকলকে নির্ভয় ভ্যাকসিন গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন রাজ্যের প্রবেশ শিশু বিশেষজ্ঞ তথা প্রাক্তন স্বাস্থ্য অধিকর্তা বিকাশ রায়।

শিশুদের ভবিষ্যৎ গড়ার ক্ষেত্রে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ভূমিকা অপরিসীম : সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে আজ এক অনুষ্ঠানে উত্তর ত্রিপুরা জেলার দামছড়া আইসিডিএস প্রকল্পে ৩০টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে এলপিজি সংযোগ দেওয়া হয়েছে। দামছড়া বাজার শেডে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী সান্তনা চাকমা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস, দামছড়া বিএসি-র ভাইস চেয়ারম্যান দুষন্ত রিয়াং, সমাজসেবী মলিনা দেবনাথ, দামছড়া ব্লকের বিডিও পীযূষ দেব প্রমুখ। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী সান্তনা চাকমা বলেন, শিশুদের ভবিষ্যৎ গড়ার ক্ষেত্রে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ভূমিকা অপরিসীম। আজকের শিশুরা আগামীদিনের ভবিষ্যৎ। তাই শিশুদের শারীরিক সুস্থতা ও তাদের পড়াশুনায় আগ্রহী করে তোলার বিষয়ে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করছে। তিনি বলেন, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর থেকে বিভিন্ন সামাজিক ভাতা প্রদান সহ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পের সুবিধা রাজ্যের অন্তিম মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীদের ইউনিফর্ম দেওয়ার বিষয়েও সরকার চিন্তা ভাবনা করছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দামছড়া বিএসি-র চেয়ারম্যান উপেন্দ্র রিয়াং। স্বাগত বক্তব্য রাখেন দামছড়া আইসিডিএস প্রকল্পের সিডিপিও সন্তোষ দাস। অনুষ্ঠানে ৩০টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে এলপিজি সংযোগ দেওয়া ছাড়াও এই প্রকল্পের অন্তর্গত আইসিডিএস সুপারভাইজার ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সম্মাননা 'পন করা হয়।

কেন্দ্রীয় কারাগারে দলীয় কর্মীকে দেখতে গেলেন বীরজিৎ সিনহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৫ জানুয়ারি।। রাজ্য প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাসেৰ উপর আক্রমণের অভিযোগে বিশালগড় থানার পুলিশ কংগ্রেস নেতা জয়দুল হোসেনকে গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিশালগড় মহকুমা আদালত তাকে আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জেলহাজতে নির্দেশ দেয়। আর এদিকে সোমবার দুটো নাগাদ বিশালগড় কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে কংগ্রেস নেতা তথা কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেলেৰ চেয়ারম্যান জয়দুল হোসেনকে দেখতে আসেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বিরজিত সিনহা। তিনি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার কংগ্রেস নেতা জয়দুল হোসেন এর সাথে দেখা করে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন। তিনি বলেন বর্তমানে আইনের শাসন নেই। পুলিশ দল দাসে পরিণত হয়ে গেছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির উপর আক্রমণের অভিযুক্ত শাসকদলীয় কর্মীদের গ্রেফতার না করে প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক জয়দুল হোসেন কে নিৰিহভাবে গ্রেপ্তার করেছে। সম্পূর্ণ বিষয়টা বিজেপির পরিকল্পিত এবং বিজেপি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে পুলিশকে লেলিয়ে তাদের দোষ চাপানোর লক্ষ্যে কংগ্রেস নেতাকে গ্রেপ্তার করিয়েছে। এটা রাজ্যবাসী মেনে নিতে পারছে না এবং কংগ্রেস পারছে না তার শেষ দেখা হবে তিনি ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন। প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আগামী ২৭তারিখ তারা আন্দোলনে নামবে বলে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন।

তেলিয়ামুড়ায় ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৫ জানুয়ারি।। সোমবার তেলিয়ামুড়া সিপিআইএম মহকুমা কার্যালয়ের হল গৃহে অনুষ্ঠিত হলো ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন এর চতুর্থ তেলিয়ামুড়া মহকুমা সম্মেলন। প্রথমেই সংগঠনের পতাকা উত্তোলন, শহীদ বেদীতে মাল্যদান এবং পুষ্প স্তবক প্রদানের মধ্য দিয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয় সম্মেলনের প্রথম পর্যায়ে। পরবর্তী সময়ে হল গৃহে মহুকুমা এলাকার প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে শুরু হয় সম্মেলনের কাজ। সভাপতিমণ্ডলীর, পরিচালন কমিটি, এবং সংগঠনের উর্দতন নেতৃত্বেরও উপস্থিতিতে বিগত দিনের সংগঠনের কার্যকলাপ আগামী দিনের পরিকল্পনা নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা সমালোচনার মধ্য দিয়ে চলে এই সম্মেলন। সম্মেলন শেষে আগামীদিনের সংগঠনের কাজকে আরও বেশি শক্তিশালী করতে পুরাতন কমিটি ভেঙ্গে নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

রাজধানী

● প্রথম পাতার পর

এক কর্মচারি মোবাইলে কল করে জানায় যে দোকানে আগুন লেগেছে। সাথে সাথে তিনি ঘটনাস্থলে ছুটে যান। ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনি দেখতে পান দমকল বাহিনীর দুইটি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে। পরবর্তী সময় দমকল বাহিনীর কর্মীদের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তিনি আরও জানান এই অগ্নিকাণ্ডে উনার প্রায় ৫ থেকে ৬ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে। তবে কিভাবে এই অগ্নিকাণ্ডের সুত্রপাত তা নিয়ে ধুঁয়াশা রয়েছে। যদিও দোকান মালিকের বক্তব্য হয়তো কেউ দোকানে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। এলাকায় দেখা দিয়েছে চাঞ্চল্য।

আগরতলায়

● প্রথম পাতার পর

মামিতা, বিজ, হজাগিরি, মসক সুলমানি, গড়িয়া, সাংগ্রাই ইত্যাদি নৃত্য পরিবেশন করেন। এই প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে ২৬শে জানুয়ারি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিটে এক সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে এবং প্রতিযোগিতা প্রথম তিনটি বিজয়ী দলকে পুরস্ক'ত করা হবে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সম্মানীয় অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা, রাজস্ব ও মৎস্যমন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা, সমজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা এবং প্রাণী সম্পদ দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন জনজাতি কল্যাণ ও বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া। সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠানের সমাপ্তিপর্বে মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ে রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমা থেকে আগত জনজাতি নেত'ত্ববর্গদের নিয়ে এক নৈশ প্রীতিভোজ অনুষ্ঠিত হবে।

চা শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। রবিবার কমলপুরে ত্রিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ত্রিপুরা টি ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশনের উদ্যোগে বিধায়ক তথা খাদ্য ও ক্রীড়া মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেবের পৌরহিত্যে ভারতীয় জনতা পার্টি টি গার্ডেন সেলের উপস্থিতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে কমলপুর মহকুমার পাঁচটি চা বাগান শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ১৫ টাকা বাড়ানো হয়। চা বাগান গুলি হল, রাম দুর্লভপুর, মহাবীর, মায়েংটুকু, আইচ্যং,ও দারাং চা বাগান ইত্যাদি। আগে চা শ্রমিকরা দৈনিক মজুরি পেতো ১০৫ টাকা। বর্তমানে ১৫ টাকা বৃদ্ধি পাওয়ায় চা বাগানের শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি বেড়ে দাঁড়াল ১২০ টাকা। প্রায় সাত বছর পর চা শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানো হয়েছে।

সোমবার রাম দুর্লভপুর চা বাগানের অফিস প্রাঙ্গণে চা শ্রমিকদের ডেকে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে রাম দুর্লভপুর চা বাগানের মালিক মহেশ নরুলা চা শ্রমিকদের বলেন, এই চা বাগান ছাড়াও আমাদের অন্য ব্যবসা আছে। চা বাগান দিয়ে আমাদের চলতে হয় না। এই চা বাগান আপনাদের আপনাদের পরিশ্রমে এই চা বাগান চলবে। লাভাংশ আপনারাই পাবেন। আপনারা ভালো করে কাজ করুন। এতে আপনাদেরই লাভ হবে। আমি এই বাগান থেকে লাভাংশ নিতে চাই না। লকডাউনে বাগানের ক্ষতি হয়েছিল। সেটা আপনারাই ক্ষতি পূরণ করে দিয়েছেন। এই বাগানের কোন ঋণ নেই। বাগান বাঁচলে শ্রমিক বাঁচবে,আর শ্রমিক বাঁচলে, বাগান বাঁচবে। সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে ভারতীয় জনতা পার্টি টি গার্ডেন সেলের যুগ্ম কনভেনার ইন্দুভূষণ গোয়ালা বলেন, ত্রিপুরা টি ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহার পরামর্শে কমলপুর বিধায়ক তথা মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেবের পৌরহিত্যে কমলপুর পাঁচটি চা বাগান মালিকদের নিয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে চা বাগান মালিকপক্ষরা সিদ্ধান্ত নেন চা শ্রমিকরা যে হাজিরা পান তার থেকে ১৫ টাকা বৃদ্ধি করা হলো। অর্থাৎ ১০৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১২০ টাকা করা হয়েছে। এতে প্রচণ্ড খুশি শ্রমিকরা।

জিবি হাসপাতালে যুব মোর্চার রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। বিজেপি যুব মোর্চার পক্ষ থেকে সোমবার আগরতলা জিবি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে এক রক্তদান শিবির করা হয়। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সদর জেলা সভাপতি ডক্টর অলক ভট্টাচার্য, প্রদেশ বিজেপি সহ-সভাপতি তথা যুব মোর্চার প্রাক্তন সভাপতি টিংকু রায় সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। রক্তদান শিবির কে কেন্দ্র করে যুব মোর্চার কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। রক্তদান শিবির এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে যুব মোর্চার প্রাক্তন সভাপতি তথা বিজেপির প্রদেশ সভাপতি টিংকু রায় বলেন তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে আক্রান্ত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের নিহত বিজেপি নেতা কর্মী সমর্থকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি জানিয়ে আগরতলায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। রক্তদান শিবির থেকে টিংকু বাবু পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কর্মীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন পশ্চিমবঙ্গে যদি এ ধরনের ঘটনা অব্যাহত থাকে তাহলে বিজেপি তাদেরকে কোনভাবেই ক্ষমা করবে না। বিসিপিস নেতাকর্মী সমর্থকদের ওপর হামলা এবং হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে বিজেপির অগ্রগতির রথ কোনভাবেই থামিয়ে রাখা যাবে না বলেও তিনি হুঁশিয়ারি দেন। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বিজেপিকে পশ্চিমবঙ্গের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার জন্য প্রস্তুত বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তৃণমূল কংগ্রেস সন্ত্রাস চালিয়ে যতই চেষ্টা করুক না কেন বিজেপির বিজয়রথ কোনভাবে আটকানো সম্ভব হবে না। পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয় নিশ্চিত হলেও তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। রক্তদান শিবিরে অংশ নিয়ে সদর জেলা সভাপতি গ্রেপ্তার অলক ভট্টাচার্য বলেন যুব মোর্চা হল বিজেপির হৃদস্পন্দন। বিজেপি যুব মোর্চা শুধুমাত্র রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিয়ে ব্যস্ত থাকে না তারা সামাজিক কর্মসূচিতে নিজেদের আত্মনিয়োগ করে থাকে। রক্তদান শিবির সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে বিজেপি যুব মোর্চা তার পরিচয় দিয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। বিজেপি সদর জেলা সভাপতি অলক ভট্টাচার্য পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের হুঁশিয়ারি করে দিয়ে বলেন পশ্চিমবঙ্গে এ ধরনের সন্ত্রাস অব্যাহত রাখলে বিজেপি তাদের কোনো ভাবেই ছেড়ে দেবে না।

বেতাগায় সড়ক সুরক্ষা কর্মসূচী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৫ জানুয়ারি।। অ্যালোমিনি এসোসিয়েশান এর উদ্দ্যোগে বেতাগা সাইনবোর্ড এলাকায় সড়ক সুরক্ষা উৎযাপন করাহয়। আজ শান্তির বাজার মহকুমার বেতাগা সাইনবোর্ড এলাকায় জাতীয় সড়কে এই সড়ক সুরক্ষা উৎযাপন করাহয়। শান্তির বাজার সরকারি মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীরা সংঘবদ্ধ হয়ে অ্যালোমিনি এসোসিয়েশন গঠন করেছে। আজ এই এসোসিয়েশনের সদস্যরা শান্তির বাজার মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে সড়ক সুরক্ষা উৎযাপন করেন। আজকের এই সড়ক সুরক্ষায় জাতীয় সড়কে আগত যান চালকদের দাড়করিয়ে যানবাহন চালানোর বিধিনিষেধের নিয়মাবলী বন্টন করাহয়। আজকের এই অনুষ্ঠানে সকলে ব্যাপক উৎসাহের সহিত অংশগ্রহনকরে।

খেতাব

● প্রথম পাতার পর

পদ্মশ্রী পুরস্কার পেয়েছিলেন। ইতিপূর্বে হিমাংশু রায় চৌধুরী, ডাঃ রথীন দত্ত পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন। এ-বছর পদ্ম পুরস্কারের জন্য ১১৯ জনের তালিকা তৈরি হয়েছে। তাতে, ৭ জন পদ্ম বিভূষণ, ১০ জন পদ্ম ভূষণ এবং ১০২ জন-কে পদ্মশ্রী পুরস্কারে সম্মানিত করা হবে। তাঁদের মধ্যে ২৯ জন মহিলা, ১০ জন বিদেশী নাগরিক, ১৬ জন মরণোত্তর এবং ১ জন তৃতীয় লিঙ্গের পুরস্কার-র জন্য মনোনীত হয়েছেন।

সিকিমের

● প্রথম পাতার পর

থেকে পূর্ব লাদাখ সেক্টরে, চুসুলের বিপরীতে মলডোতে নবম কোর কমান্ডার পর্যায়ের বৈঠক শুরু হয়। সূত্রের খবর, এই বৈঠকে সেনা পর্যায়ের অফিসার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিদেশ মন্ত্রকের এক আধিকারিক।

রবিবার বেলা এগারোটা থেকে শুরু হওয়া বৈঠক চলে সোমবার ভোররাত ২.৩০ মিনিট পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৫ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে চলে নবম কোর কমান্ডার পর্যায়ের বৈঠক। উল্লেখ্য, লাদাখে সীমান্ত উত্তেজনা কমাতে নতুন বছরের শুরুতে এটা ভারত-চিনের মধ্যে প্রথম বৈঠক।

ত্রিপুরা

● প্রথম পাতার পর

ট্যাবলোর বাইরের দিকে থাকবে একজন জনজাতি মহিলা এবং তাঁর দুপাশে দুই পুরুষ ও বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশের নমুনা। প্রতীকী মডেলদের বাঁশের তৈরি মাস্ক পরিধান করতেও দেখা যাবে। ট্যাবলোর মাঝের অংশে প্রদর্শিত হবে জনজাতিদের আর্থ-সামাজিক জীবনের ঝলক। সেখানে বাঁশের তৈরি দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত জিনিসপত্র থাকবে। ট্যাবলোর পশ্চাদভাগ সাজানো হয়েছে ত্রিপুরার হস্তকারু শিল্প সামগ্রী দিয়ে এবং থাকবে প্রতীকী মডেল যাঁরা রাজ্যের সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরম্পরাকে প্রদর্শিত করবেন।

রাজ্যপাল

● প্রথম পাতার পর

জেলাশাসক ডা. শৈলেশ যাদব, অতিরিক্ত জেলাশাসক তরুণ দেববর্মা, অতিরিক্ত সিইও উষাজেন মগ প্রমুখ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য নির্বাচন কমিশন আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে নতুন ভোটারদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র তুলে দেওয়া হয়।

মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক বলেন, ২০১১ সালের ২৫ জানুয়ারি প্রথম ভোটার দিবস পালিত হয়। এই দিনটি ভোটারদের প্

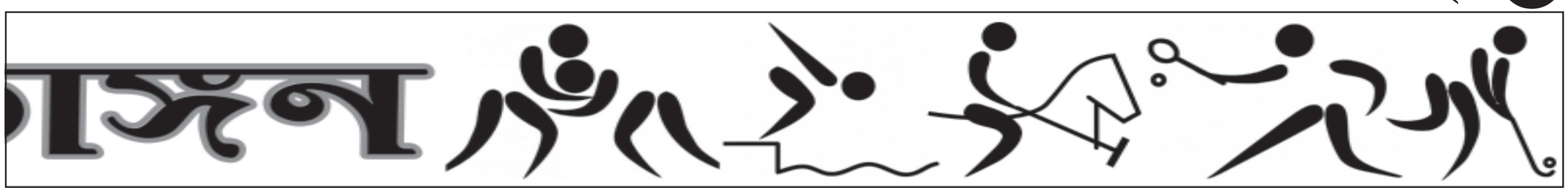

চাকরি গেল ল্যাম্পার্ডের, নেইমারদের 'ব্যর্থ' কোচে ভরসা চেলসির ?

নো ক্যাম্প ঃ প্রথম মৌসুমে কী চমকটাই না দেখিয়েছিলেন ফ্রাঙ্ক ল্যাম্পার্ড! শীর্ষ পর্যায়ে প্রথমবারের মতো কোচ হয়ে এসেছিলেন, তা-ও নিজেরই 'ঘর' চেলসিতে। এসেই দেখলেন, দলের সেরা খেলোয়াড় চলে যাচ্ছেন রিয়াল মাদ্রিদে। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা, দলবদলের নিষেধাজ্ঞা জুটেছিল চেলসির। ফলে এডেন হ্যাজার্ডের বিকল্প হিসেবে কাউকেই আনা হয়নি তাঁর। কিন্তু তরুণ এক দল নিয়েই চমক দেখালেন ল্যাম্পার্ড। দারুণ আক্রমণাত্মক ফুটবল আর তরুণ স্কোয়াডে ভর করেই দলকে শীর্ষ চারে রাখলেন। চ্যাম্পিয়নস লিগ নিশ্চিত করার পুরস্কার হিসেবে এ মৌসুমে চেলসির মালিক রোমান আব্রামোভিচ নিজের পকেট উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। করোনাকালের দলবদলেও ২০ কোটি পাউন্ড খরচ করেছে চেলসি। কিন্তু লিগের অর্ধেক পেরিয়ে যাওয়ার পরও চেলসির খেলায় অবনতির ছাপ। সে কারণে লিগ টেবিলে ৯ নম্বরে থাকা চেলসি আরও একবার কোচ ছাঁটাই করতে যাচ্ছে। ক্লাব কিংবদন্তি ল্যাম্পার্ডকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দিয়েছে লন্ডনের নীল দলটি। সে জায়গায় নেইমার-এমবাপ্পেদের ক্লাব পিএসজি থেকে বরখাস্ত টমাস টুখেলকে আনতে যাচ্ছে চেলসি, ইউরোপজুড়ে সংবাদমাধ্যম এমনটাই জানাচ্ছে। দলবদলের বাজারে চেলসি ২০ কোটি পাউন্ড খরচ করার পরই ল্যাম্পার্ডকে ঘিরে শঙ্কাটা জেগেছিল। মালিক হিসেবে কখনোই খুব বেশি ধৈর্য্যের পরিচয় দেননি আব্রামোভিচ। এবারের দলবদলে টিমো ভের্নার, কাই হাভার্টজ, বেন চিলওয়েল, হাকিম জিয়েশ, এদুয়ার্দ মেন্ডিকে কিনে আনা হয়েছে। থিয়াগো সিলভার মতো অভিজ্ঞ এক ডিফেন্ডারকে মুফতে পেয়েছে দলটি। তবু ১৯ ম্যাচ শেষে লিগে নবম স্থানে। দশে থাকা সাউদাম্পটন নিজেদের হাতে থাকা ম্যাচটিতে জয় পেলেই টপকে যাবে চেলসিকে। চেলসির কোচ হিসেবে ম্যাচপ্রতি ১.৬৭ পয়েন্ট পেয়েছেন ল্যাম্পার্ড। লন্ডনের ক্লাবটিতে স্থায়ীভাবে দায়িত্ব পেয়েছেন এমন কোচদের মধ্যে গত ১০ বছরে লিগে ম্যাচপ্রতি এত কম পয়েন্ট কারও ছিল না। আর সব প্রতিযোগিতা মিলে মাত্র ৫২.৪ শতাংশ ম্যাচে জয় পেয়েছেন ল্যাম্পার্ড। রোমান আব্রামোভিচ ক্লাবের মালিক হয়ে আসার পর এর চেয়ে বাজে জয়ের হার শুধু ছিল আন্দ্রে ভিল্লাস-বোয়াসের (৪৭.৫ শতাংশ)। এ কারণেই ১০ বছর পর প্রথম ইংলিশ কোচ হিসেবে চ্যাম্পিয়নস লিগের গ্রুপ পর্বে শীর্ষস্থান নিয়ে শেষ ষোলোতে যাওয়াটাও চাকরি বাঁচাতে পারেনি ল্যাম্পার্ডের। গত সপ্তাহে লেস্টার সিটির কাছে হারের পরই নাকি বাস্তবতা মেনে নিয়েছিলেন ল্যাম্পার্ড। সে ম্যাচের পর খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর এফএ কাপে লুটন টাউনকে কাল চেলসি ৩-১ গোলে হারালেও ল্যাম্পার্ডের ভাগ্য বদলায়নি। আজ চেলসির অনুশীলনের সময় পেছানোর পরই গুঞ্জন ভারী হয়। স্থানীয় সময় দুপুর সাড়ে ১২টার অনুশীলন পিছিয়ে বেলা ২টায় নেওয়ার পরই নিশ্চিত বোঝা যায়, আজই ঘোষণা আসছে। সে ঘোষণাও চলে এল। কিছুক্ষণ আগে দলের মালিক রোমান আব্রামোভিচই ক্লাবের কিংবদন্তির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের কথা জানিয়েছেন। রোমান আব্রামোভিচ বলেছেন, 'ক্লাবের জন্য খুবই কঠিন সিদ্ধান্ত ছিল। কারণ, ফ্রাঙ্কের সঙ্গে আমার দারুণ ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে এবং আমি তাঁকে সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা করি। তিনি একজন সৎ মানুষ এবং কাজের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নৈতিকতা দেখান। কিন্তু বর্তমান যে অবস্থা, তাতে এখন কোচ বদলানোই সেরা সিদ্ধান্ত বলে আমরা মনে করি।' 'কোচ হিসেবে তিনি যা করেছেন, এর জন্য ক্লাব ও পরিচালকদের পক্ষ থেকে ও ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিতে চাই এবং তাঁর ভবিষ্যতের সাফল্য কামনা করি। ক্লাবের খুবই গুরুত্বপূর্ণ আইকন তিনি এবং তাঁর ভাবমূর্তি এখানে অমলিন থাকবে।' এখন পর্যন্ত যা খবর, তাতে ল্যাম্পার্ডের জায়গায় টমাস টুখেলকে আনা হচ্ছে। পিএসজি থেকে বছরের শুরুতেই ছাঁটাই হয়েছেন টুখেল। চেলসিতে তাঁর চুক্তির মেয়াদ দেড় মৌসুমের হতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। নেইমারদের নিয়ে গত মৌসুমে পিএসজিকে চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালে তুলেও এই মৌসুমে ব্যর্থতার দায়ে সরে যেতে হয়েছে টুখেলকে।

'আমরা জানতাম মৃত্যুকেও চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে দিয়েগো', মারাদোনার স্মৃতি আউড়ে বললেন বুরুচাগা

নয়াদিল্লি ঃ দিয়েগো মারাদোনার সঙ্গে আপনার প্রথম আলাপ কীভাবে?

বুরুচাগা: ১৯৮৩ সাল থেকে আমি দিয়েগো মারাদোনাকে চিনি। সে বছর আমরা কোপা আমেরিকা খেলছিলাম। সেবারের কোপা আমেরিকার ম্যাচগুলোর আগে মারাদোনা খেলেনি। আমাদের কোচ ছিলেন কার্লোস বিলার্দো। জাতীয় দলের কোচ হিসেবে বিলার্দো শুরু করেন ১৯৮৩ সালের মার্চে। সেবার আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল দিয়েগোকে সতীর্থ হিসেবে দলে পাওয়া। কারণ তার আগে আমরা দিয়েগোর খেলা কেবল টিভিতেই দেখেছি। কোপা আমেরিকা খেলতে গিয়ে দিয়েগোকে আমরা সতীর্থ হিসেবে পাই। খুব কাছ থেকে তখন ওকে দেখার সুযোগ হয়। সেই সময় থেকেই আমরা সবাই দিয়েগোকে ভালবেসে ফেলেছিলাম।

প্রথম দেখার কথা বললেন। শেষের দিকে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল আপনার?

বুরুচাগা: খেলা ছাড়ার পরে মারাদোনার সঙ্গে কয়েকটা ইভেন্টে দেখা হয়েছিল। খুব যে বেশি দেখাসাক্ষাৎ হয়েছিল তা নয়। মারাদোনা রেসিং ক্লাবে যখন কোচিং করাচ্ছিল, আমি তখন ইন্ডিপিয়েনডিয়েন্টেতে খেলতাম। ও যে আবার মাঠে ফিরে এসেছিল, সেটা আমার খুব ভাল লেগেছিল। কারণ ফিফা ওকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। তার পরেও যে দিয়েগো আবার মাঠে ফেরে, তাতে আমি দারুণ খুশি হয়েছিলাম।

মারাদোনা নাম উচ্চারণ করলেই আপনার কোন কথাটা সব চেয়ে বেশি মনে পড়ে?

বুরুচাগা: মারাদোনা নামটা উচ্চারিত হলেই আমার চোখে ভিড় করে আসে অজস্র স্মৃতি। খুব বেশি করে মনে পড়ে ১৯৮৬ সালের মেক্সিকো বিশ্বকাপের কথা। বিশ্বকাপ শুরুর ঠিক এক মাস আগে আমরা মেক্সিকোয় পৌঁছে গিয়েছিলাম। আবার বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার এক মাস পরে আমরা মেক্সিকো ছেড়েছিলাম। মেক্সিকোয় দিয়েগো আর আমাকে একসঙ্গে প্র্যাকটিস করাতেন কোচ কার্লোস বিলার্দো। মাঠের মধ্যে বোঝাপড়া যাতে ভাল হয়, সেই কারণেই দিয়েগোর সঙ্গে আমাকে প্র্যাকটিস করতে বলতেন বিলার্দো। প্র্যাকটিসের সময়েই দেখতাম ওর চোখজুড়নো স্কিল। অদ্ভুত ধরনের একটা প্র্যাকটিস করতো দিয়েগো। তিরিশ মিটার উপরে বল মারত। বলটা যখন নীচে নেমে আসত তখন আবার মারত। বলটা কিছুতেই মাটিতে পরতো না। আমরাও ওর মতো বল নিয়ে ওই একই জিনিস করার চেষ্টা করতাম। কিন্তু আমার কাছে তা অসম্ভব ছিল।

মেক্সিকো বিশ্বকাপের সেরা মুহূর্ত ছিল ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেই দুরন্ত গোল। আমি ওর বাঁ দিক দিয়ে দৌড় চ্ছিলাম। আর দিয়েগো ইংল্যান্ডের ফুটবলারদের ড্রিবল করতে করতে এগোচ্ছিল। ফুটবল ইতিহাসের সেরা গোল ওটাই। ওই অবিশ্বাস্য গোলটার পরে আমি ওকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করছিলাম। আমরা সবাই খুশিতে ফুটছিলাম। খুব কাছ থেকে ওরকম দুর্দান্ত একটা গোল দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। মারাদোনার করা ওই গোল কেউ কোনওদিন ভুলতে পারবে না। আমি তো পারবই না। বিশ্বকাপ ফাইনালে আপনার গোলেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আর্জেন্তিনা। গোলের গন্ধ মাখা পাসটা বাড়িয়েছিলেন আপনার বন্ধুই।

বুরুচাগা: অস্কার রুগেরি যখন বলটা মারল আর এনরিকে ধরল, তখনই আমি বুঝে ফেলেছিলাম, বলটা দিয়েগোর কাছেই আসবে। আমি তৈরিই ছিলাম। বাঁ দিক থেকে আমি ডান দিকে দৌড়তে শুরু করে দিই। আমি জানতাম জার্মানি অফসাইড ট্র্যাপে ফেলার চেষ্টা করবে। দিয়েগোকে উদ্দেশ্য করে আমি সেটাই বলার চেষ্টা করি। কিন্তু দিয়েগো আমার কথা শুনতে পায়নি। কারণ স্টেডিয়ামে উপস্থিত দর্শকরা তখন এত চিৎকার করছিল যে আমার কথা শুনতেই পায়নি দিয়েগো। তাতে অবশ্য ক্ষতি কিছু হয়নি। না দেখেই দিয়েগো ওই পাসটা বাড়িয়েছিল। আর ওরকম পাস একমাত্র দিয়েগোর পক্ষেই দেওয়া সম্ভব। ম্যাচের দারুণ এক মুহূর্ত ছিল ওটা। ওই পাস থেকেই আমি গোল করে দেশকে বিশ্বকাপ এনে দিয়েছিলাম। আমার জন্য দারুণ এক মুহূর্ত ছিল।

আপনাদের ১৯৮৬ বিশ্বকাপের স্কোয়াডের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ নিশ্চয় রয়েছে। সেই গ্রুপে মারাদোনা কি অ্যাকটিভ থাকতেন? এখন নিশ্চয় গ্রুপের ডিসপ্লে পিকচারে মারাদোনা।

বুরুচাগা: আমাদের একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে। সেই গ্রুপে দিয়েগোও ছিল। ও গ্রুপ থেকে মাঝেমধ্যেই বেরিয়ে যেত। আবার গ্রুপে ঢুকে পড়ত। আমরা সবাই জানতাম, দিয়েগো বেস্ট। গ্রুপে ও বেশ অ্যাক্টিভই ছিল।

আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে তিনজন এখন মুছে গিয়েছে। হোসে লুইস কুচুফো এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় আগেই চলে গিয়েছিল। বছর দুয়েক আগে তিতা ব্রাউন চলে যায়। আর গত বছর তো দিয়েগো আমাদের ছেড়ে চলে গেল। তিনজনই এখন স্বর্গে। তিনবন্ধু চলে যাওয়ার দুঃখ তো আমরা সবাই বয়েই বেড়াচ্ছি। দিয়েগোর মৃত্যু আমাদের অত্যন্ত ব্যথিত করেছে। ওর পরিবারের প্রতি সমবেদনা তো রয়েইছে। দিয়েগোর সঙ্গে অনেক সুন্দর সময় কাটিয়েছি। সেই স্মৃতিগুলোই মনে রাখতে চাই।

মারাদোনার মৃত্যু সংবাদ কীভাবে পেলেন? আপনি তখন কোথায় ছিলেন?

বুরুচাগা: আমি তখন উরুগুয়েতে ছিলাম। আমেরিকান কাপ খেলছিলাম আমরা। লাঞ্চের সময় আমরা সবাই টিভি দেখছিলাম। টিভিতে খবর দেখে আমরা হতবাক হয়ে যাই। দিয়েগোর শারীরিক অবস্থার কথা আমরা সবাই জানতাম। তবে এত তাড়াতাড়ি যে মারা যাবে তা কল্পনাও করিনি। মাঠে যেভাবে ও খেলত, ঠিক সেভাবেই নিজের জীবন কাটিয়েছে।

একবার সেভিয়ার এক খেলোয়াড় বলেছিলেন মারাদোনা নাকি কাঁচা মাংস খান। আপনি তো মারাদোনাকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। মারাদোনা কি সত্যিই কাঁচা মাংস খেতেন?

বুরুচাগা: না, না, কাঁচা মাংস খেত বলে শুনিনি। ফ্রান্সে থাকার সময়ে আমি শুনেছিলাম আধা সেদ্ধ মাংস খায় সবাই। দিয়েগো ইউরোপে খেলেছে। ও হয়তো সেরকমই কিছু জানত।

মেক্সিকো বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে গোল মারাদোনাকে অবিস্মরণীয় করে রেখেছে। মারাদোনা বললে ওই গোল ছাড়া অন্য কোনও ম্যাচ বা গোলের কথা কি মনে পড়ে আপনার?

বুরুচাগা: দিয়েগো বললেই আমার চোখের সামনে ফুটে ওঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ। বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচ, তার উপরে চার বছর আগে ইংল্যান্ডের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল। ফলে ম্যাচটা নিয়ে উন্মাদনা ছিল। আমরা আর্জেন্তিনার মানুষকে আনন্দ দিতে চেয়েছিলাম। দিয়েগো আমাদের ক্যাপ্টেন। দুটো গোলই ছিল দিয়েগোর। আর দুটো গোলই ছিল সেরা। একটা হাত দিয়ে। সবাই সেটা ধরতেও পারেনি। আমরা মাঠে ছিলাম। আমরাও বুঝতে পারিনি। দ্বিতীয় যে গোলটা করেছিল, তা ইতিহাসের সেরা গোল। একটা গোল সবচেয়ে সুন্দর আর আরেকটা চালাকির মাধ্যমে সেরা।

দিয়েগো আপনাদের বকাবকি করতেন? ড্রেসিংরুমে মেজাজ হারাতেন?

বুরুচাগা: খেলার মাঠে অনেকেই খারাপ কথা বলে ফেলেন। এটা হয়েই থাকে। দিয়েগো অন্যকে উৎসাহ দেওয়ার চেষ্টা করত। আমাদের সাহস জোগাত।

আপনার কি মনে হয় বেহিসেবি জীবনযাপনই দিয়েগোকে দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দিল?

বুরুচাগা: দিয়েগোর জীবন নিয়ে আমি কিছু বলতে পারি না। আমি বলতেও চাই না। দিয়েগো নিজে স্বীকার করেছিল যে ও ভুল করেছে। তার জন্য ওকে শাস্তিও পেতে হয়েছে। তবে খুব ভাল করে দেখলে মনে হয় দিয়েগোর জীবন খুবই ছোট। অনেক ভাল সময় উপহার দিয়েছে। আবার অনেক কষ্টও পেয়েছে। মারাদোনার মৃত্যুর পরে অনেক কিছু সামনে আসছে। ওর স্ত্রী, পরিবার, মেয়েদের উপরে অনেক খবরাখবর বেরোচ্ছে। আমি তা নিয়ে কথা বলতে চাই না। আমি প্লেয়ার দিয়েগোকে বিচার করতে পারি। ও আমার দেখা সেরা ফুটবলার।

মারাদোনার মতো ব্যক্তিত্বের প্রয়াণের পরে অনেক জিনিস প্রকাশ্যে আসছে। তাঁর সম্পত্তি দখল নিয়ে নানা কথা শোনা যাচ্ছে। মারাদোনার কি এটা প্রাপ্য ছিল?

বুরুচাগা: এককথায় বলতে পারি এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। এনিয়ে আমার বলার কিছু নেই। জীবনে বহুবার কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে মারাদোনাকে। সেই সমস্যাগুলোকে ও ড্রিবল করে বেরিয়ে এসেছে। আমাদের কাছে দিয়েগো ছিল সর্বশক্তিমান এক রাজা। আমরা বিশ্বাস করতাম মৃত্যুকেও চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে দিয়েগো। আমরা সবাই জানতাম ওর শারীরিক অবস্থা ভাল নয়। তবে তার জন্য এত তাড়াতাড়ি যে দিয়েগোকে চলে যেতে হবে এটা বুঝতে পারিনি। ঈশ্বর দিয়েগোকে নিজের কাছে ডেকে নিয়েছেন।

চিকিৎসার গাফিলতিতে মারাদোনার মৃত্যু হয়েছে। এরকম অভিযোগ রয়েছে। আপনারও কি তাই মনে হয় চিকিৎসা ঠিকঠাক হলে ক্যাপ্টেনকে এখনও পাশেই পেতেন?

বুরুচাগা: জানি না। এ নিয়ে কিছু বলবো না। এখন তা নিয়ে তদন্তও চলছে। আমরা সবাই চাই সত্যিটা বেরিয়ে আসুক। তাহলেই জানা যাবে চিকিৎসার গাফিলতিতে দিয়েগো সেদিন মারা গিয়েছিল কিনা।

নিন্দুকরা বলে থাকেন ভাল খেলার জন্য মারাদোনা নাকি ড্রাগ নিতেন। আপনি কোনওদিন দিয়েগোকে নিষেধ করেননি?

ফের বিমান দুর্ঘটনার কবলে ব্রাজিলের ফুটবলাররা, প্রাণ হারালেন ক্লাব প্রেসিডেন্ট-সহ ৫

ব্রাজিল ঃ ফিরল সাড়ে চার বছর আগের শ্যাপেকোয়েন্সে ফুটবল ক্লাবের মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনার স্মৃতি। ফের দুর্ঘটনার কবলে পড়ল ব্রাজিলের একটি ফুটবল দল। রবিবার মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন সে দেশের চতুর্থ বিভাগের ক্লাব পালমাসের প্রেসিডেন্ট এবং চার জন ফুটবলার। এমনকী মারা গিয়েছেন বিমানটির চালকও। আর এই ঘটনাতেই ফের শোকের ছায়া নেমে এসেছে ব্রাজিল তথা গোটা ফুটবলবিশ্বে।

জানা গিয়েছে, ব্রাজিলিয়ান কাপের ম্যাচ খেলতে ৮০০ কিলোমিটার দূরে গোইয়ানিয়ায় যাচ্ছিল পালমাস দলটি। সেখানেই ভিলা নোভার বিপক্ষে আগামী মঙ্গলবার ব্রাজিলের ঘরোয়া কাপ টুর্নামেন্ট কোপা ভের্দের শেষ ষোলোয় খেলার কথা ছিল পালমাসের। এদিন ছোট ওই বিমানটিতে পাঁচজনই ছিলেন বলে স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর। কিন্তু টেকঅফের সময়েই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে যায় বিমানটি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ক্লাবের প্রেসিডেন্ট লুকাস মেইরা ও চার ফুটবলারের।

নিহত চার ফুটবলার — লুকাস প্রাসেদেস, গিলের্মে নো, রানুলে ও মার্কাস মলিনার। এছাড়া বিমানটির চালক ওয়াগনারও মারা গিয়েছেন দুর্ঘটনায়। একটি বিবৃতিতে পালমাস জানিয়েছে, "তোকানতিনেসে এভিয়েশন অ্যাসোসিয়েশনের রানওয়ে থেকে বিমানটি টেকঅফ করেছিল। কিন্তু একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে সেটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।" খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন প্রশাসনের আধিকারিকরা। শুরু হয় উদ্ধারকাজ। কিন্তু কাউকেই বাঁচানো সম্ভব হয়নি। ঘটনায় রীতিমতো শোকের ছায়া নেমেছে ব্রাজিলের ফুটবলে। ঘটনায় বাকরুদ্ধ ফুটবলবিশ্বও। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্তও শুরু হয়েছে।

এর আগে ২০১৬ সালের ২৮ নভেম্বর শ্যাপেকোয়েনসে ক্লাবের বিমান দুর্ঘটনা বিশ্ব ফুটবলকেই নাড়িয়ে দিয়েছিল। কোপা সুদামেরিকানা টুর্নামেন্টের ফাইনালে কলম্বিয়ার একটি ক্লাবের বিপক্ষে খেলার কথা ছিল তাঁদের। সে জন্য খেলোয়াড়-কোচ-কর্মকর্তা ও সাংবাদিক-সহ মোট ৭৪ জন বিমানটিতে উঠেছিলেন। ব্রাজিলের ভিরুং-ভিরুং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে কলম্বিয়ার উদ্দেশে রওনাও দিয়েছিল লামিয়া-২৯৩৩ বিমানটি। কিন্তু আকাশপথেই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে সেটি। মারা যান অধিকাংশই।

বিশ্বের একমাত্র অলরাউন্ডার হিসেবে অনন্য রেকর্ডের মালিক হলেন শাকিব আল হাসান

ঢাকা ঃ নির্বাসন কাটিয়ে মাঠে নেমেই বিশ্বের একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে নয়া নজির গড়লেন শাকিব আল হাসান। সোমবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তৃতীয় ওয়ানডে-তেই নতুন রেকর্ডের মালিক হন বাংলাদেশের প্রাক্তন অধিনায়ক। ফের প্রমাণ করলেন কেন তিনি বিশ্বের সেরা অলরাউন্ডার।

এমনিতেই তাঁর ঝুলিতে একগুচ্ছ রেকর্ড। সেই তালিকাতেই এদিন সংযোজিত হল আরও একটি নজির। শাকিবই দুনিয়ার একমাত্র তারকা, যিনি একটি দেশের মাটিতে ৬০০০ রান এবং ৩০০টি উইকেট নিয়েছেন। ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে আপাতত নিজেদের দেশেই খেলছেন শাকিবরা। আর ঘরের মাঠেই বিরল রেকর্ডের মালিক হলেন তিনি। টেস্ট, ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে বর্তমানে অলরাউন্ডারের সংগ্রহ ৬০০০ রান। আন্তর্জাতিক উইকেট নেওয়ার সংখ্য টপকে গেল তিনশোর গণ্ডি। ম্যাচ গড়াপেটার প্রস্তাব পেয়ে তাতে সাড়া দেননি ঠিকই। কিন্তু সে ঘটনার কথা ক্রিকেট বোর্ডকে না জানানোয় কঠোর শাস্তির মুখে পড়তে হয়েছিল শাকিবকে। সমস্ত রকমের ক্রিকেট থেকে এক বছরের জন্য নির্বাসিত করা হয়েছিল তাঁকে। তবে এই সময়েও নিজেকে ফিট রেখেছিলেন তিনি। তাই তো ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে নেমেই চেনা ছন্দে ধরা দিলেন। প্রথম দুটি ওয়ানডে-তে ৬ উইকেট তুলে নেন তিনি।

মেসিকে আবারও পিএসজিতে ডাকলেন আর্জেন্টিনা-সতীর্থ

মাদ্রিদ ঃ পিএসজির এ স্বপ্ন বহু দিনেরই। মালিকানা বদলের পর থেকেই ফরাসি ক্লাবটি স্বপ্ন দেখে এসেছে দলে লিওনেল মেসি কিংবা কিংবা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর মতো তারকাকে খেলানোর। আর্থিক কারণে হোক কিংবা নিজ নিজ ক্লাবের প্রতি দায়বদ্ধতার কারণে, মেসি-রোনালদো কখনোই পিএসজির নীল জার্সি গায়ে চাপানোর কথা মাথাতেও আনেননি।

কিন্তু এখন পরিস্থিতি ভিন্ন। মেসি নিজেই মৌসুম শুরুর আগে ঘোষণা দিয়ে বার্সেলোনা ছাড়ার ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন। চুক্তির ফাঁকফোকর দেখিয়ে আপাতত মেসিকে আটকে রাখতে পারলেও আগামী মৌসুমে চুক্তি নবায়ন না হলে তাঁকে আর রেখে দেওয়া যাবে নাব্যাপারটি মোটামুটি সবারই জানা। মেসির প্রতি আগ্রহী ক্লাবগুলোও খুব ভালোভাবেই মাথায় এটি রেখে এগোচ্ছে। পিএসজিও বোঝে, সুবর্ণ সুযোগ এটিই। কিছুদিন পরপরই তো প্যারিস থেকে মেসিকে সেখানে যাওয়ার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

মেসির জাতীয় দলের সতীর্থ লিয়ান্দ্রো পারেদেস বহুদিন ধরেই আর্জেন্টিনার অধিনায়ককে পিএসজিতে দেখতে চাইছেন। এবার আবারও এই আশার কথা জানিয়েছেন তিনি। পারেদেসের বক্তব্য, এখন পিএসজির কোচ হিসেবে যেহেতু একজন আর্জেন্টাইন এসেছেন, সে কারণে হলেও মেসি পিএসজিতে আসার ব্যাপারে আরও আগ্রহী হতে পারেন, 'এখানে এলে মেসি স্বদেশি একজন কোচের অধীনে কাজ করতে পারবেন। আর মেসির সঙ্গে একই দলে খেলতে পারাটাও অনেক বড় একটা ব্যাপার।'

পারেদেস জানিয়েছেন, মেসিকে দলে আনার ব্যাপারে যথেষ্ট চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পিএসজি। ইতালিয়ান সংবাদমাধ্যম কোরিয়েরে দেল্লো স্পোর্তকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পারেদেস বলেছেন, 'ব্যাপারটা এখন সম্পূর্ণ লিওর ওপর, ও পিএসজিতে আসতে চায় কি না। তবে পিএসজি তাকে রাজি করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।'

শুধু এবারই নয়, পারেদেস কয়েক মাস আগেও মেসিকে দলে আসার আহ্বান জানিয়ে রেখেছিলেন এভাবেই। তাঁর কথা, 'মেসি পিএসজিতে আসুক, সেটা আমরা সবাই চাই।' ওদিকে বার্সা যে মেসিকে ধরে রাখার চেষ্টা করবে, সেটা সবাই জানে। কিন্তু মৌসুম শেষে ফ্রি এজেন্ট হতে বসা মেসি জানুয়ারিতেই অন্য যেকোনো ক্লাবে যোগ দেওয়ার বিষয়ে কথা বলতে পারবেন। ছয়বারের বর্ষসেরা এ ফুটবলারকে চাইলে যেকোনো ক্লাবই তো কিনতে পারবে না। তাঁর বেতন দিতেই অনেক ক্লাবের ঘাম ছুটে যাবে। পেট্রো ডলারসমৃদ্ধ পিএসজি কিংবা সিটি তো আর তেমন নয়। ৩৩ বছর বয়সী মেসিকে কেনার সামর্থ্য আছে তাদের।

পারেদেস সম্ভবত এ আশাতেই ইএসপিএনকে তখন বলেছিলেন, 'পিএসজিতে মেসি? আমরা সবাই চাই সে আসুক। কিন্তু সিদ্ধান্তটা তাকে নিতে হবে। আমাদের স্কোয়াডটা অবিশ্বাস্য। মানুষগুলোও ভালো। আমরা এসবের সুবিধা পেয়ে থাকি। আগেও বলেছি, আমার আশা লিও নিজের বিষয়ে সেরা সিদ্ধান্তই নেবে। তবে আমরা তাকে দুই হাত বাড়িয়ে স্বাগত জানাব।'

শুধু পারেদেসই নন, কিছুদিন আগে নেইমারও জানিয়েছিলেন, মেসিকে দেখতে চান পিএসজিতে। আর্জেন্টাইনের প্যারিসে আসা নিয়ে সরাসরি কিছু বলেননি সেবার নেইমার, 'আমার সবচেয়ে বড় চাওয়া হলো মেসির সঙ্গে আবার খেলা, আবার মাঠে তার খেলাটা উপভোগ করা। সে আমার জায়গায় খেলতে পারে, এ ব্যাপারে আমার কোনো সমস্যা নেই! তবে এটা নিশ্চিত, আগামী বছরই আমি তার সঙ্গে খেলতে চাই। আগামী মৌসুমে আমরা একসঙ্গে খেলব।'

শুধু পারেদেস কিংবা নেইমারের মতো মাঠের খেলোয়াড়েরাই নন, মাঠের বাইরের কর্তাব্যক্তিরাও চাইছেন মেসি যেন পিএসজিতে আসেন। আর্জেন্টাইন মরিসিও পচেত্তিনো পিএসজির কোচ হওয়ার পর থেকেই কীভাবে কার্য্যকর খেলোয়াড় দলে এনে শিরোপা জেতা যায়, সে নিয়ে পরিকল্পনা করা শুরু করে দিয়েছে ফরাসি চ্যাম্পিয়নরা। আর সে লক্ষ্যে যে মেসিও আছেন বেশ ভালোভাবে, সেটাই বোঝা গিয়েছিল কিছুদিন আগে। পিএসজির ব্রাজিলিয়ান ক্রীড়া পরিচালক লিওনার্দো জানিয়েছিলেন, মেসিকে দলে চান তাঁরা।

লিওনার্দো বলেছিলেন, 'মেসির মতো শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় সব সময়েই পিএসজির সম্ভাব্য খেলোয়াড়ের তালিকায় থাকবেন। কিন্তু এ নিয়ে স্বপ্ন দেখার বা কথা বলার সময় নয়। তবে আমরা ব্যাপারটা পর্যবেক্ষণ করছি। মেসির চুক্তিতেও আর চার মাস আছে। ফুটবল বিশ্বে চার মাসে অনেক কিছু হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আপাতত আমরা শুধু পর্যবেক্ষণ করছি।'

No. F. 18 (3)-Agri (W)/TND /2021-22/70 78
Dated , Agartala the 22/01/2021

NOTICE INVITING e-TENDER FOR INTERNAL CARRYING OF AGRI INPUTS UNDER WEST TRIPURA DISTRICT w.e.f. 01/04/2021 to 31/03/2022.

The Dy. Director of Agriculture, West Tripura District, Agartala on behalf of 'Governor of Tripura' invites e-tender from bonafied and resourceful carrying contractors for Internal carrying of Agri. Inputs by surface transport from District Go-down, A. D. Nagar, Agartala to different Agri. Sub-divisional stores and vis-a-vis under West/ Khowai /Sepahijala (undivided West Tripura} District for the period **w.e.f. 01.04.2021 to 31.03.2022.**

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through online website https://tripuratenders.gov.in. **Last date of online Bid submission is 17.02.2021 up to 5.30 PM.** Bid(s) shall be opened through online by respective designated Bid openers on behalf of the Dy. Director of Agriculture, A.D.Nagar, West Tripura District and the same shall be accessible by intending Bidder through website https://tripuratenders.gov.in. For any enquiry please contact ddawest2015@gmail.com.

Sd/- (Anil Debbarma)
Deputy Director of Agriculture
West Tripura District
A.D.Nagar, Agartala

ICA-C-2913/21

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/51/2020-21 dated 21/01/2021

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD (Building), Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking /enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Other State PWD up to 3'.00 P.M. on **20/02/2021.**

SL NO	NAME OF WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION
1	DNIe-T No: EE-IED/AGT/ 103/2020-21	Rs. 14,39,374.00	Rs. 14,394.00	90 (ninety) days
2	DNIe-T No: EE-IED/AGT/ 104/2020-21	Rs. 19,49,839.00	Rs. 19,498.00	90 (ninety) days

Last date and time for document downloading and bidding is on **20/02/2021** upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on **20/02/2021,** if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in

Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

For and on behalf of the Governor of Tripura
Sd/- (DHRUBAPADA DEBNATH)
Executive Engineer,
Internal Electrification Division,
PWD (Buildings), Agartala, West Tripura

ICA-C-2906/21

৭২তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে রাজ্য ভিত্তিক জনজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান, ২০২১ ইং

আমন্ত্রণ

স্থান ঃ রবীন্দ্র শতবার

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

রাজ্যভিত্তিক জনজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে আগরতলায় সোমবার। ছবি-নিজস্ব।

আজমল মোটেও সাম্প্রদায়িক নন, সাংবাদিক সম্মেলনে অমিত শাহের অভিযোগ খণ্ডন অসম কংগ্রেসের

গুয়াহাটি, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.) : বদরউদ্দিন আজমল মোটেও সাম্প্রদায়িক নন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের অভিযোগ খণ্ডন করে দাবি করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্যসভার সদস্য রিপুন বরা। সোমবার গুয়াহাটিতে দলের প্রদেশ সদর দফতর রাজীব ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে এই দাবি করে রিপুনের পাল্টা প্রশ্ন কে বেশি সাম্প্রদায়িক, বিজেপি না-কংগ্রেস? গতকাল রবিবার নলবাড়িতে বিজেপির বিজয় সংকল্প সমাবেশে অমিত শাহ বলেছিলেন, কেরালায় সাম্প্রদায়িক মুসলিম লিগ এবং অসমে বদরউদ্দিন আজমলের সঙ্গে মিত্রজোট গড়েছে কংগ্রেস। অমিতের ওই বক্তব্যের বিরুদ্ধে আজ সুর চড়িয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরা। সাংসদ প্রদ্যুত বরদলৈ, মীনা বরঠাকুর এবং ববিতা শর্মাকে পাশে নিয়ে আজ রাজীব ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে রিপুন বরা বলেন, ৩৫১ টাকা করে আজ পর্যন্ত চা শ্রমিকদের দেয়নি বিজেপি সরকার। অথচ বিজেপি সেই হাজিরা ৬ মাসের মধ্যে প্রদান করবে বলে ঘোষণা করেছিল। বন্যা সমস্যাও বিজেপি সমাধান করতে পারেনি। সাংসদ তথা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুনের আরও অভিযোগ, এনআরসিতে ৪০ লক্ষ বিদেশির নাম কর্তন হওয়ার পর অমিত শাহ এক এক করে বাংলাদেশিকে তাড়াবেন বলেছিলেন। অথচ ১৯ লক্ষ মানুষের নাম বাদ পরার পর বিদেশি বহিষ্কারের জন্য শাহ কোনও পদক্ষেপই গ্রহণ করেননি বলে ক্ষোভ ব্যক্ত করেন রিপুন বরা। তাঁর প্রশ্ন, এনআরসি বাস্তবায়ন কি বিজেপি সরকার করেছে? এর বিপরীতে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ বা কা) আইন করে ছয়টি দেশ থেকে ছয়টি বিশেষ ধর্মের বিদেশিদের ভারতে নাগরিকত্ব দিয়েছে বলে বিজেপিকে কটাক্ষ করেন রিপুন বরা। তিনি বলেন, ২০১৪-১৭ পর্যন্ত সমগ্র ভারতের ১,৮২২ জন বিদেশিকে বহিষ্কার করা হয়েছে। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের আমলে প্রায় ৮২ হাজার বিদেশি বহিষ্কার করা হয়েছিল বলে দাবি করেন বক্তা। বিজেপি সরকারকে ধাপ্পাবাজ বলে অভিহিত করেছেন রিপুন বরা। বলেন, ২০১৩ সালে ৫, ২৩৪ জন বিদেশিকে অসম থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। অথচ সনোয়াল সরকার ২০১৭ সালে মাত্র ৫১ জন বিদেশিকে বহিষ্কার করেছে। রিপুনের অভিযোগ, বিদেশি সমস্যা মোটেই বিজেপি সরকার সমাধান করতে পারেনি।

আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে রিপুন বরা কংগ্রেসকে সাম্প্রদায়িক বলে অভিযোগকারী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির শীর্ষ নেতা অমিত শাহকে প্রত্যুত্তর দিয়েছেন।

ভোটাধিকারকে সর্বদা শ্রদ্ধা করা উচিত : রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): ভোটাধিকার কোনও সাধারণ অধিকার নয়, বিশ্বজুড়ে ভোটাধিকারের জন্য অনেক সংঘর্ষ হয়েছে। তাই ভোটাধিকারকে সর্বদা শ্রদ্ধা করা উচিত আমাদের। সোমবার ১১ তম জাতীয় ভোটার দিবসে দেশবাসীর উদ্দেশে এই বার্তা দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। এদিন ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন দ্বারা আয়োজিত ১১ তম জাতীয় ভোটার দিবসে বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি বলেন, দেশে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করানোর সাংবিধানিক দায়িত্ব সফলভাবে বহন করা ভারতীয় নির্বাচন কমিশনকে ৭২ তম স্থাপনা দিবসে অভিনন্দন। ১১ তম জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষ্যে সমস্ত ভোটদাতা, বিশেষ করে আমাদের সেই সমস্ত যুব ভোটারদের অভিনন্দন জানাতে চাই, যাঁরা প্রথমবার ভোট দেওয়ার অধিকার পেয়েছেন। ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং দেশের ভবিষ্যত নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন আপনারা। রাষ্ট্রপতি এদিন বলেন, স্বাধীনতা অর্জনের প্রায় ৭৫ বছরের মধ্যেই, ভারত গণতন্ত্রের বিশ্বব্যাপী আদর্শের পোষক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। করোনা-পরিস্থিতিতে বিহার বিধানসভা নির্বাচন এবং জম্মু ও কাশ্মীরে সম্পন্ন ভোট প্রক্রিয়া সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, গত বছর কোভিড মহামারীর মধ্যে বিহার বিধানসভা, জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখে সফল এবং সুরক্ষিত নির্বাচন সম্পন্ন হওয়া আমাদের গণতন্ত্রের অসাধারণ উপলব্ধি। আমাদের সকলের, বিশেষ করে প্রথমবার ভোট দেওয়ার অধিকার পাওয়া আমাদের যুবকদের দায়িত্ব হল, শুধুমাত্র তাঁরা নিজেরাই নন, অন্যকেও অনুপ্রাণিত করুন। রাষ্ট্রপতি বলেন, আমি আপনাদের সকলকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আমাদের ভোট দেওয়ার মূল্যবান অধিকারকে সর্বদা শ্রদ্ধা করা উচিত। ভোটাধিকার কোনও সাধারণ অধিকার নয়, বিশ্বজুড়ে ভোটাধিকারের জন্য অনেক সংঘর্ষ হয়েছে।

কৃষকদের আন্দোলন শীঘ্রই শেষ হবে : কৃষি মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): কৃষি আইনের বিরুদ্ধে কৃষকদের চলতে থাকা আন্দোলন শীঘ্রই শেষ হবে। এমনটাই মনে করছেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর। সোমবার আশা ব্যক্ত করেছেন কৃষিমন্ত্রী জানিয়েছেন, কৃষকদের আন্দোলন শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে। প্রজাতন্ত্র দিবসে কৃষকদের ট্র্যাক্টর নিয়ে মিছিল প্রসঙ্গে এদিন কৃষিমন্ত্রী বলেছেন, "২৬ জানুয়ারির পরিবর্তে কোনও দিন তাঁরা বেছে নিতে পারতেন, কিন্তু ২৬ জানুয়ারি মিছিলের ঘোষণা করেছেন তাঁরা। কোনও দুর্ঘটনা ছাড়া শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করা কৃষকদের পাশাপাশি পুলিশ-প্রশাসনের জন্য উদ্বেগের বিষয়। এদিকে ২৬ জানুয়ারি ট্র্যাক্টর মিছিলের জন্য তিনটি রুটে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। দিল্লির সিপি এস এন শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, কৃষক নেতাদের সঙ্গে আলোচনার পর তিনটি রুটে ট্র্যাক্টর মিছিলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আমরা ওই তিনটি রুট পরিদর্শন করেছি। দেশ-বিরোধীরা বিঘ্ন ঘটাতে পারে, তাই দিল্লি পুলিশ সতর্ক রয়েছে।

রাম মন্দির নির্মাণে আর্থিক অনুদান দিলেন সোনু নিগম

লখনউ, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): এবার অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের জন্য আর্থিক অনুদান দিলেন গায়ক সোনু নিগম। রবিবারই অযোধ্যায় পৌঁছোন, তারপর মন্দিরে গিয়ে পুজো দেন তিনি। এরপর সোমবার লখনউতে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে আর্থিক অনুদান তুলে দেন তিনি। লকডাউনের পরে দীর্ঘ সময় দেশের বাইরে ছিলেন সোনু নিগম। বিদেশ থেকে ফিরে রবিবার অযোধ্যায় যান তিনি। পৌঁছেই হনুমানগড়ি মন্দিরে গিয়ে পুজো দেন। বেরিয়ে এসে সাংবদিকদের জানান, অনেকদিন ধরেই অযোধ্যায় আসার ইচ্ছে ছিল তাঁর। কিন্তু মুম্বই ও দুবাইয়ে কাজের ব্যস্ততার জন্য এতদিন আসতে পারেননি। এবার সময় পেয়েছেন তাই চলে এসেছেন। অযোধ্যায় এসে অভিভূত সোনু নিগম। জানান, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বে রাম মন্দির নির্মাণের এই কাজে তিনিও অংশীদার হতে চান। সুযোগ পেলে মন্দিরে একটি ইট গাঁথতে চান। অযোধ্যায় রাম মন্দির তৈরি হওয়া ভারতের গর্বের বিষয় বলেই জানান সোনু। দেশের সমস্ত বাসিন্দাকে এই মন্দির তৈরির কাজে সাহায্য করতে বলেন। রাম মন্দির নিয়ে একটি গানও তৈরি করার ইচ্ছা সোনু নিগমের। মন্দিরের পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশে ফিল্ম সিটি তৈরি প্রসঙ্গেও নিজের মতামত জানান সোনু নিগম। তাঁর মতে, বলিউড দেশের বিনোদনের প্রধান কেন্দ্র হতেই পারে। তার পাশাপাশি যদি উত্তরপ্রদেশেও উন্নতমানের আরও একটি ফিল্ম সিটি হয় তাহলে বিনোদন জগতের কর্মীদের উপকার হবে। কাজের পরিসর আরও অনেক বাড়বে। অনেক বেশি মানুষ কাজের সুযোগ পাবেন।

কৃষি আইন ধ্বংস করে দেবে ভারতের কৃষি ব্যবস্থাকে : রাহুল গান্ধী

কারুর (তামিলনাড়ু), ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): কৃষি আইন নিয়ে মোদী সরকারকে আবারও আক্রমণ করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। এবারের রাহুলের আক্রমণ, 'কৃষি আইন ধ্বংস করে দেবে ভারতের কৃষি ব্যবস্থাকে।' সোমবার তামিলনাড়ুর কারুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাহুল বলেছেন, 'আমাদের কৃষকদের আক্রমণ করছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী তিনটি কৃষি আইন এনেছেন, এই তিনটি আইন ভারতের কৃষি ব্যবস্থাকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেবে এবং দুই-তিনজন শিল্পপতিকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে। কল্পনা করুন, একটি আইনে পরিষ্কার বলা হয়েছে, নিজেদের সুরক্ষিত রাখার জন্য আদালতে যেতে পারবেন না কৃষকরা।' কর্মসংস্থান নিয়েও প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করেছেন রাহুল। রাহুল আরও বলেন, 'আমাদের যুবকরা কাজ পাচ্ছেন না, এটা কিন্তু তাঁদের দোষ নয়। প্রধানমন্ত্রীর গৃহীত পদক্ষেপ এর জন্য দায়ী।' বিজেপি ও আরএসএস-কে তীব্র আক্রমণ করে রাহুল গান্ধী এদিন বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী কী করেছেন তা দেখার জন্য আমরা যদি বিগত ৬ বছরের দিকে তাকাই, আমরা দেখতে পারব, ভারত দুর্বল হয়েছে, ভারত বিভক্ত হয়েছে, এমন একটি ভারত যেখানে বিজেপি-আরএসএস-এর মতাদর্শ সারা দেশে ঘৃণা ছড়াচ্ছে। আমাদের বৃহত্তম শক্তি, আমাদের অর্থনীতি ধ্বংস করা হয়েছে।'

দৈনিক মৃত্যু কমে ১৩১, ভারতে মোট করোনায় মৃত্যু ১,৫৩,৪৭০

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে দেশের দৈনিক করোনা-সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে মাত্র ১৩, ২০৩ জন নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন, এই সময়ে ভারতে মৃত্যু হয়েছে ১৩১ জনের। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৩ হাজারের বেশি করোনা-রোগী ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ফলে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,০৩,৩০,০৮৪ জন করোনা-রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৩,২০৩ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১,০৬,৬৭,৭৩৬-এ পৌঁছে গিয়েছে।

ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ১৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৩,২৯৮ জন। ১৩১ বেড়ে ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৫৩,৪৭০ জন। ভারতে এযাবৎ করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১,০৩,৩০,০৮৪ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৮৪ হাজার ১৮২ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমেছে ২২৬ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১৬ লক্ষ ১৫ হাজার ৫০৪ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে।

ভিক্টোরিয়া-কাণ্ডে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুঙ্কারের পাল্টা জয়প্রকাশ মজুমদারের

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): "কিছু ধর্মান্ধ মানুষ আমায় প্রধানমন্ত্রী সামনে টিজ করেছে। নেতাজির জন্মদিনে নেতাজিকে অপমান করেছে।' শনিবারের ভিক্টোরিয়া কাণ্ডের পর প্রথমবার মুখ খুলে সোমবার কড়া মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নিয়ে প্রতিক্রিয়ায় বিজেপির রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, 'মাননীয়া এত স্পর্শকাতর হয়ে গেলেন কেন? বাংলার সাধারণ মানুষই একটি অনুষ্ঠানে "জয় শ্রীরাম" বলেছেন সেটা ওঁনার উদ্দশ্যে বলেছেন। ওঁনাকে টিজ করেছেন, এত স্পর্শকাতর কী করে হয়ে গেলেন মাননীয়া?

জয়প্রকাশবাবু বলেন, "উনি সারা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। যাঁরা বলেছেন, তাঁরা রাজ্যেরই জনসাধারণ। তাঁদেরও মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া। কার উপর রাগ দেখাচ্ছেন উনি? জয় শ্রী রাম বলেছেন মানে তাঁকে টিজ করা?'

পুরাতন নোট নিয়ে যাবতীয় রিপোর্ট ভিত্তিহীন : আরবিআই

মুম্বই, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): তুলে নেওয়া হতে পারে পুরনো সিরিজের ১০০, ১০ ও ৫ টাকার ব্যাঙ্ক নোট! গত কয়েকদিন ধরেই এই খবর ছড়িয়ে পড়েছিল দেশজুড়ে। কিন্তু, এই খবরকে সম্পূর্ণ মিথ্যে ও ভিত্তিহীন বলে জানিয়ে দিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)। সোমবার আরবিআই জানিয়েছে, বেশ কিছু মিডিয়া রিপোর্টে বলা হয়েছে, অদূর ভবিষ্যতে তুলে নেওয়া হতে পুরনো সিরিজের ১০০, ১০ ও ৫ টাকার নোট, এই মিডিয়া রিপোর্ট সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জানানো হচ্ছে যে, এই ধরনের রিপোর্ট পুরোপুরি মিথ্যে ও ভিত্তিহীন।

গত কয়েকদিন ধরেই গুজব ছড়িয়েছিল, বাজারে আর পুরনো ১০০ টাকার নোট ছাড়বে না রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। ধাপে ধাপে এই নোট তুলে নেওয়া হবে। পাশাপাশি ১০ টাকা ও ৫ টাকার পুরনো সিরিজের নোটও ধাপে ধাপে তুলে নেবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। কিন্তু, সোমবার এই গুজবে জল ঢেলে দিল আরবিআই।

বিমান দুর্ঘটনায় ফুটবলার সহ মৃত ৬ জন

রিও ডি জেনেইরো, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): ঘরোয়া কাপ টুর্নামেন্টে খেলতে যাওয়ার সময় বিমান বিধ্বস্ত হয়ে ব্রাজিলের চার ফুটবলার নিহত হয়েছেন। এরা ব্রাজিলের চতুর্থ বিভাগের ক্লাব পালমাসের খেলোয়াড়। রবিবারের মর্মান্তিক এই বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন সে দেশের চতুর্থ বিভাগের ক্লাব পালমাসের প্রেসিডেন্ট এবং বিমানটির চালকও। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে ব্রাজিল তথা গোটা ফুটবলবিশ্বে।

জানা গিয়েছে, ব্রাজিলিয়ান কাপের ম্যাচ খেলতে ৮০০ কিলোমিটার দূরে গোইয়ানিয়ায় যাচ্ছিল পালমাস দলটি। সেখানেই ভিলা নোভার বিপক্ষে আগামী মঙ্গলবার ব্রাজিলের ঘরোয়া কাপ টুর্নামেন্ট কোপা ভের্দের শেষ ষোলোয় খেলার কথা ছিল পালমাসের। এদিন ছোট ওই বিমানটিতে পাঁচজনই ছিলেন বলে স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর। কিন্তু টেকঅফের সময়েই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে যায় বিমানটি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ক্লাবের প্রেসিডেন্ট লুকাস মেইরা ও চার ফুটবলারের। নিহত চার ফুটবলার— লুকাস প্রাসেদেস, গিলের্মে নো, রানুলে ও মার্কাস মলিনার। এছাড়া বিমানটির চালক ওয়াগনারও মারা গিয়েছেন দুর্ঘটনায়। ঘটনায় রীতিমতো শোকের ছায়া নেমেছে ব্রাজিলের ফুটবলে। ঘটনায় বাকরুদ্ধ ফুটবলবিশ্বও। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্তও শুরু হয়েছে। একটি বিবৃতিতে পালমাস জানিয়েছে, "তোকানতিনেসে এভিয়েশন অ্যাসোসিয়েশনের রানওয়ে থেকে বিমানটি টেকঅফ করেছিল। কিন্তু একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে সেটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।"

ভিক্টোরিয়ায় 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি বিতর্কে ফের সরব তথাগত রায়

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): ভিক্টোরিয়ায় 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি বিতর্কে সোমবার ফের সরব হলেন ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা বিজেপি নেতা তথাগত রায়। টুইটে তিনি লিখেছেন, "ক্ষিপ্ত মুলোর দল এখন বলছে "জয় শ্রীরাম" ধ্বনি দিয়ে নাকি বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে অপমান করা হয়েছে। যে পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্য সভায় বলেন কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে "বাম্বু দিচ্ছে", তার পর অঙ্গভঙ্গি করে "বাম্বু দেওয়ার" প্রক্রিয়াটা বোঝান, তাঁর চ্যালাদের কি এত রাগ করা সাজে?' জনৈক কৃষাণু সিং বেলেঘাটায় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাজী স্মরণের এক অনুষ্ঠানের ছবি টুইট করেন তথাগতবাবুকে। তাতে তৃণমূলনেত্রীর বিশাল ছবির নিচে নেতাজির ছোট্ট বাঁধানো ফটো। কৃষাণুবাবু লিখেছেন, "এদের দিয়ে বাংলার সংস্কৃতি শিখবো? যারা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের অনুষ্ঠানে কিছু রামভক্তদের উৎসাহ নিয়ে কটু কথায় আক্রমণ করেছিলেন,তাদের শিক্ষা সংস্কৃতি নিয়ে জ্ঞান দিচ্ছিলেন, কটাক্ষ করছিলেন,অবাঞ্ছিত মন্তব্য করছিলেন, তারা পারলে এই ছবিটার একটু ব্যাখ্যা দিয়ে দিন।' জবাবে তথাগতবাবু লিখেছেন, "যেমন এটা তেমনি ভিক্টোরিয়ায় 'জয় শ্রীরাম' চিৎকার। কোনটা নিয়েই আকাশ ফাটাবার কোনো কারণ নেই। ইচ্ছে হলে পরিমিত নিন্দা করাই যথেষ্ট ছিল। মাত্রাজ্ঞান না থাকলে এই হয়। "বাবু যত বলে পারিষদদলে কহে তার শত গুণ"।" উল্লেখ করা যেতেপারে, শনিবারের 'জয় শ্রীরাম' ধ্বণি নিয়ে বিতর্ক শুরুর পর তথাগতবাবু টুইটে লিখেছিলেন, "আজকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে মমতার অকারণ গোঁসা করার ফলে সামান্য ছন্দপতন হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু যেসব ছোকরারা মমতাকেখ্যাপাবার জন্য চেঁচিয়েছিল তারা খুব মজা পেয়েছে। আমি বুঝে পাই না,মমতার মত একজন পোড়-খাওয়া রাজনীতিক, যাঁর উচিত ছিল এটা হেসে উড়িয়ে দেওয়া,তিনি কেন খেপে গেলেন !"

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।